কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

اَلْقُرْاٰنُ الْمَجِيْدُ وَالتَّجْوِيْدُ

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

اَلْقُرْاٰنُ الْمَجِيْدُ وَالتَّجْوِيْدُ

কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

দাখিল
অষ্টম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন

মাওলানা আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ

মাওলানা আ.ন.ম. আব্দুল কাইউম

মাওলানা মুহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীক

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট ২০১৮

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গকথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী নাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফলন নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ইসলামি মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স প্রবণতা, শ্রেণি ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার মহান বাণী ও ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস। কুরআন মাজিদ অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য এর বিশুদ্ধ তিলাওয়াত এবং অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'কুরআন **মাজিদ ও তাজভিদ' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির** বানানরীতি এবং কুরআন মাজিদ থেকে উদ্ধৃত আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত আল-কুরআনুল করীম এর অনুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে।

একুশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর উন্নত করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আশা করি, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পাঠকে আনন্দময় করবে এবং তাদের প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে।

অক্টোবর ২০২৪

অধ্যাপক মুহাম্মদ শাহ্ আলমগীর
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়
আল কুরআনের পরিচয় ও ইতিহাস

১ম পাঠ
আল-কুরআন নাজিল, সংরক্ষণ ও সংকলন

আল কুরআন নাজিলঃ

আল কুরআনুল করিম লাওহে মাহফুজ থেকে একত্রে দুনিয়ার আসমানে নাজিল হয়। অতঃপর সেখান থেকে মহানবি (ﷺ) এর উপর তাঁর নবুয়তের সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ স্থান, কাল ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকু জিবরাইল (عليه السلام) এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নাজিল করেন। পবিত্র এ কিতাব নাজিলের সূচনা হয়েছিল মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহায়, ফেরেশতা জিবরাইলের মাধ্যমে। তখন মহানবি (ﷺ) এর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ (١٩٣) عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ (١٩٥)

নিশ্চয় আল কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। জিবরাইল তা নিয়ে অবতরণ করেছে। আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন। অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়। (সুরা শুআরা, ১৯২-১৯৫)

রসুল (ﷺ) এর নিকট কুরআনের এ অবতরণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে হয়েছিল। যেমন :

১. **ঘণ্টা ধ্বনির ন্যায় :** জিবরাইল (عليه السلام) আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন রসুল (ﷺ) এর নিকট ওহি নিয়ে আসতেন তখন মহানবি (ﷺ) ঘণ্টার আওয়াজের মত এক ধরনের আওয়াজ শুনতে পেতেন। এ আওয়াজ তাঁর জন্য কষ্টকর ছিল। এ আওয়াজ শুনলে রসুল (ﷺ) ঘর্মাক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন।

২. **মানুষের আকৃতিতে :** জিবরাইল (عليه السلام) মাঝে মাঝে মানুষের রূপ ধারণ করে রসুল (ﷺ) এর নিকট ওহি নিয়ে আসতেন। তখন সাধারণত তিনি সাহাবি দেহইয়াতুল কালবি (رضي الله عنه) এর আকৃতি ধারণ করে রসুল (ﷺ) এর নিকট আগমন করতেন।

৩. **অন্তরমূলে ফুৎকারের সাহায্যে :** কখনো কখনো জিবরাইল (ﷺ) রসুল (ﷺ) এর অন্তরে ফুৎকারের দ্বারা ওহি পেশ করতেন।

৪. **স্বপ্নযোগে :** কোনো কোনো সময় স্বপ্নযোগেও রসুল (ﷺ) আল্লাহর পক্ষ হতে ওহি প্রাপ্ত হতেন।

৫. **অদৃশ্য আওয়াজ দ্বারা :** কখনো কখনো আল্লাহর পক্ষ হতে সরাসরি গায়েবি আওয়াজের মাধ্যমে মহানবি (ﷺ) এর নিকট ওহি প্রেরণ করা হত।

৬. **জিবরাইল (ﷺ) এর নিজ আকৃতিতে :** কখনো জিবরাইল (ﷺ) তাঁর বিশালাকার মূল আকৃতিতে মহানবি (ﷺ) এর নিকট ওহি নিয়ে আগমন করতেন।

৭. **ওহিয়ে ইসরাফিল :** ওহি অবতীর্ণ না হওয়ার অন্তর্বর্তীকালীন ও নির্দিষ্ট কিছুদিন হজরত ইসরাফিল (ﷺ) রসুল (ﷺ) এর কাছে ওহি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

আল কুরআনের সংরক্ষণ:

আল কুরআন সর্বাধিক সতর্কতা ও সাবধানতার মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। সংরক্ষণের এ মহান দায়িত্বটি আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন। তিনি বলেন– {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: ٩]
আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমিই এর সংরক্ষক। (সুরা হিজর, ৯)
এই কুরআন আল্লাহর নিকট লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। যেমন, তিনি বলেন-

{بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ . فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ} [البروج: ٢١، ٢٢]

বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। (আল বুরুজ: ২১-২২)

পৃথিবীতে কুরআন নাজিল হওয়ার পর বিভিন্নভাবে তা সংরক্ষিত হয়েছে। যেমন :

১. নাজিলের সাথে সাথেই সাহাবিগণ তা মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ করে নিতেন।

২. সাহাবিদের মধ্যে যারা লিখতে পারতেন তারা হাড়, পাথর, চামড়া, খেজুরের ডাল ও পাতা ইত্যাদিতে লিখে রাখতেন।

৩. সাহাবায়ে কেরামের কাছে সংরক্ষিত কুরআন তাঁরা মহানবি (ﷺ)– কে শুনিয়ে প্রয়োজনে এগুলোর বিশুদ্ধতা যাচাই করে নিতেন।

৪. সারা বছরে অবতীর্ণ কুরআন হজরত জিবরাইল (ﷺ) রমজান মাসে এসে মহানবি (ﷺ)– কে শুনাতেন। মহানবি (ﷺ) ও জিবরাইল (ﷺ)– কে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। তখন কোন আয়াত আগে, কোন আয়াত পরে তা নির্ধারিত হত। পারস্পরিক এ পাঠের মাধ্যমে পূর্ববর্তী নাজিলকৃত কুরআন বা এর অংশ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হত।

আল কুরআনের সংকলন

রসুল (ﷺ) তাঁর জীবদ্দশায় কুরআনকে একত্রে লিখে সংকলন করেননি। তাঁর ওফাত পূর্ব পর্যন্ত কুরআন নাজিল হওয়া ও বিধান পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় সংকলনের এ কাজে কেউ মনোনিবেশ করেননি। অতঃপর প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর সময় মুসায়লামা নামক এক জঘন্য মিথ্যাবাদী ভণ্ড নবির আবির্ভাব ঘটলে তার বিরুদ্ধে ইয়ামামা নামক স্থানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে কুরআনের বহু হাফেজ সাহাবি শহিদ হন। এতে সাহাবিগণ কুরআন বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করেন। তখন হজরত উমার (رضي الله عنه) হজরত আবু বকর (رضي الله عنه)কে কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলনের পরামর্শ দেন। হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) প্রথমে সম্মত না হলেও পরে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এ কাজে রাজি হন। তিনি প্রধান ওহি লেখক হজরত যায়েদ বিন সাবেত (رضي الله عنه) কে প্রধান করে একটি কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন করেন এবং তাঁদের উপর কুরআন সংকলনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ বোর্ডের সদস্যগণ কঠোর সাধনা করে প্রস্তর খণ্ড, খেজুরের শাখা, চামড়া ইত্যাদিতে বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত কুরআনকে একত্রিত করে হাফেজদের হিফজের সাথে মিলিয়ে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। এ কাজে হজরত উমার (رضي الله عنه) সহ আরো বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবি তাঁকে সাহায্য করেন। এটি হচ্ছে আল–কুরআনের প্রথম সংকলন।

হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর ইন্তিকালের পর কুরআনের এই পাণ্ডুলিপিটি হজরত উমার (رضي الله عنه) এর তত্ত্বাবধানে ছিল। হজরত উমার (رضي الله عنه) এর ইন্তিকালের পর তাঁর কন্যা রসুল (ﷺ) এর স্ত্রী হজরত হাফসা (رضي الله عنها) এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। এরপর হজরত উসমান (رضي الله عنه) –এর শাসনামলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআন তেলাওয়াতে হেরফের দেখা দেয়। তখন হজরত হুজাইফা (رضي الله عنه) এর পরামর্শক্রমে তিনি হজরত হাফসা (رضي الله عنها) এর কাছে সংরক্ষিত কপিটি নিয়ে একই ধরনের ৭ (সাত)টি কপি তৈরি করে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন এবং একটি কপি নিজের কাছে রেখে অন্যান্য কপিগুলো আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে ফেলেন। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে সে রীতির কুরআনই বিদ্যমান রয়েছে। হজরত উসমান (رضي الله عنه) এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা রেখে জাতিকে কুরআন পাঠে বিভক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেন বিধায় তাকে جامع القرآن বা কুরআন একত্রকারী বলা হয়।

২য় পাঠ

জীবন সমস্যা সমাধানে আল কুরআনের ভূমিকা

মানব জাতিকে আল্লাহ তাআলা ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। শয়তান ও কুপ্রবৃত্তি মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে রাখে। এজন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে পথহারা বান্দাদের হিদায়াতের জন্য নবি-রসুল পাঠাবার সাথে সাথে হিদায়াতের বাণী হিসেবে কিতাব দান করেছেন। সর্বশেষে গোটা মানব জাতিকে পথ দেখানোর জন্য মহানবি (ﷺ) কে দান করেছেন আল কুরআন। যা সকল মানুষের জন্য হিদায়াত এবং তাতে রয়েছে তাদের জীবন সমস্যার সঠিক সমাধান।

জীবন সমস্যা সমধানে আল কুরআন:

মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয় জীবন কেমন হবে–এ সকল দিকের পূর্ণাঙ্গ সমাধান রয়েছে কুরআন মাজিদে। আল্লাহ তাআলা বলেন– مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ আমি (এ) কিতাবে কোনো কিছু বাদ দেইনি। (সুরা আনআম-৩৮)

ব্যক্তিগত জীবনে আল কুরআন:

আল কুরআন মানুষকে আলোর পথ দেখায়। আর এ বিষয়টির প্রমাণ রয়েছে নিচের আয়াতটিতে।

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

অর্থ : আলিফ-লাম-রা। এই কিতাব, এটি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ। (সুরা ইব্রাহিম:১) বুঝা গেল, এ কিতাব মানুষের ব্যক্তি চরিত্রকে উন্নত করে। এজন্য বলা হয়, এ কিতাব هُدًى لِلنَّاسِ তথা সমস্ত মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক।

পারিবারিক জীবনে আল কুরআন:

পারিবারিক জীবন সুন্দর করার দিকনির্দেশনাও এ কিতাব দিয়ে থাকে। যেমন, স্ত্রীদের সাথে সদাচরণের আদেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ তোমরা স্ত্রীদের সাথে ন্যায়সংগত আচরণ কর। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ নারীদের তেমন ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন অধিকার আছে তাদের উপর পুরুষদের।

সামাজিক জীবনে আল কুরআন :

সামাজিক জীবনে কেমনভাবে চলতে হবে সে দিকনির্দেশনাও আল কুরআনে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا} [البقرة: ٨٣]

আর তোমরা সদ্ব্যবহার কর পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং এতিম-মিসকিনদের সাথে। আর মানুষের সাথে সুন্দর কথাবার্তা বলো।

এমনকি বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর সাথে কী আচরণ করতে হবে তাও বলে দেওয়া হয়েছে আল কুরআনে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

{وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا} [النساء: ٣٦]

তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না। আর পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্থ, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করো। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক অহংকারীকে । (সুরা নিসা-৩৬)

অর্থনৈতিক জীবনে আল কুরআন :

অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য হলো, ব্যবসা বৈধ আর সুদ হারাম। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا আর আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। আবার লেনদেনের আদব সম্পর্কে বলা হয়েছে-

{يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ} [البقرة: ٢٨٢]

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার করো তখন তা লিখে রাখো। (সুরা বাকারা, ২৮২)

সামরিক জীবনে আল কুরআন :

সামরিক জীবন সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে-

{وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: ٦٠]

তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো, এর মাধ্যমে তোমরা ভীতি প্রদর্শন করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে।

ধর্মীয় জীবনে আল কুরআন :

ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে- {يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً} [البقرة: ٢٠٨]

হে ইমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রবেশ কর।

আন্তর্জাতিক জীবনে আল কুরআন :

মুসলমানদের আন্তর্জাতিক জীবন কেমন হবে সে সম্পর্কে আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا} [آل عمران: ١٠٣]

তোমরা একত্রিত হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পৃথক হয়ো না। (সুরা আলে ইমরান-১০৩)

মোট কথা, মানুষের জীবনবিধান হলো আল কুরআন। এতে মানব জীবনের সার্বিক নির্দেশনা রয়েছে। তাই সর্বক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশনা মানতে হবে। যেমন বলা হয়েছে-

{وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ } [المائدة: ٤٥]

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই জালিম।

মানব জীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা রয়েছে আল কুরআনে। তাইতো ইহা মহানবি (ﷺ) এর চরিত্র। হাদিসে বলা হয়েছে كان خلقه القرآن অর্থাৎ, তার চরিত্র হলো আল কুরআন। আমাদের উচিত জীবনবিধান হিসেবে আল কুরআনকে আঁকড়ে ধরা।

৩য় পাঠ

আল কুরআনের অলৌকিকত্ব

আল কুরআনুল কারিম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত সর্বশেষ কিতাব। যা অলৌকিকতায় ভরপুর। আলোচ্য পাঠে আমরা আল কুরআনের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে জানব।

প্রকাশ থাকে যে, إعجاز القرآن বা আল কুরআনের অলৌকিকতা প্রমাণিত সত্য। إعجاز শব্দের শাব্দিক অর্থ অপারগ করা বা অক্ষম করা। আর إعجاز القرآن এর পারিভাষিক অর্থ হলো- আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উহার অনুরূপ কোন সুরা বা আয়াত তৈরী করতে অপারগ প্রমাণিত করা। কারণ القرآن হলো মহানবি (ﷺ) এর শ্রেষ্ঠতম মুজিযা। এ কারণেই আরবগণ বালাগাত ও ফাসাহাতে পূর্ণ অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের অনুরূপ কিছু তৈরি করতে অপারগ প্রমাণিত হয়েছে।

আল কুরআনে প্রথম চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে সুরা বনি ইসরাইলে–

{قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا} [الإسراء: ٨٨]

বল, যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে, সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলার শেষ চ্যালেঞ্জ ছিল এভাবে-

{وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: ٢٣]

আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা এটার অনুরূপ কোন সুরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতিত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর।

ইতিহাস সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে সেই জানে মক্কার কাফেররা এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নিজেদের অপারগতা স্বীকার করে বলেছিল ليس هذا كلام البشر –এটা কোনো মানব রচিত বাণী নয়।

তবে আল কুরআন শুধু মক্কার কাফেরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়েনি, বরং কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি এর চ্যালেঞ্জ জারি রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষ যদি সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালায় তথাপি তারা এর একটি আয়াতেরও অনুরূপ কিছু রচনা করতে পারবে না। কারণ, আল কুরআনের অলৌকিকত্বের অনেক দিক রয়েছে। যেমন–

১. এ কুরআন তার ভাষার অপূর্ব গাঁথুনীতে এবং বালাগাত ও ফাসাহাতে অনিন্দ্য সুন্দর এবং ব্যবহারে অলৌকিক। যেমনটা রচনা করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

২. এর তেলাওয়াত এতই মধুর যে, বার বার শুনলেও বিরক্তি আসে না। এটাও কুরআনের অলৌকিকত্ব।

৩. ভাষাগত সৌন্দর্যের সাথে সাথে এ কুরআন মানব জাতির জন্য শরিয়া বা আইন প্রণয়ন করেছে।

৪. এতে রয়েছে নির্ভুল ভবিষ্যৎ বাণী, যা রচনা করা মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেমন বদর যুদ্ধের পূর্বক্ষণে নাজিল হয়েছিল- {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} [القمر: ٤٥]

   এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (সুরা কমার–৪৫)

   বাস্তবেও তাই হয়েছিল।

৫. এতে প্রাচীন ঘটনাবলী সঠিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এটাও আল কুরআনের একটি অলৌকিকত্বের দিক। কেননা, কোনো মানুষের পক্ষে এরূপ রচনা করা সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

{تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا} [هود: ٤٩]

এগুলো অদৃশ্যের সংবাদ, যা আমি আপনার প্রতি ওহি করে পাঠিয়েছি, যা আপনি বা আপনার জাতি ইতিপূর্বে জানতেন না। (সুরা হুদ–৪৯)

৬. এ কুরআনে এমন সব বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে, যা বর্তমানে বিজ্ঞানীদের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন প্রাণের আদি উৎস হলো পানি। বিজ্ঞানীরা এ তথ্য সম্প্রতি আবিষ্কার করলেও বহু পূর্ব থেকে আল কুরআনে তা মজুদ আছে। যেমন–

{وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ} [الأنبياء: ٣٠]

আর আমি জানদার সকল কিছু পানি থেকে তৈরি করেছি, তারা কি ইমান আনবে না ? (সুরা আম্বিয়া–৩০)

এভাবে চিকিৎসা, পদার্থ, রসায়ন, উদ্ভিদ, মহাকাশ বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের সকল শাখার গুরুত্বপূর্ণ থিয়োরি আল কুরআনে রয়েছে।

তাই এমন সকল গুণকে একত্র করে ভাষার সর্বোন্নত ব্যবহার নিশ্চিত করা সত্যিই অলৌকিক। যা কখনও কোনো মানুষ বা জিনের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যই মহাগ্রন্থ আল কুরআন মহানবি (ﷺ) এর সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. আল কুরআন নাজিলের পদ্ধতি কয়টি ?

ক. ৩টি খ. ৭টি

গ. ৫টি ঘ. ৬টি

২. الروح الأمين বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে ?

ক. ইসরাফিল ফেরেশতা খ. আজরাইল ফেরেশতা

গ. জিবরাইল ফেরেশতা ঘ. মিকাইল ফেরেশতা।

৩. مما نزلنا على عبدنا এর মধ্যে عبد দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে ?

ক. মুহাম্মদ (ﷺ) কে খ. মুসা (عليه السلام) কে

গ. ইসা (عليه السلام) কে ঘ. ইব্রাহিম (عليه السلام) কে

৪. হজরত ওমর বিন আব্দুল আজিজের সংকলন নীতির সাথে কোন খলিফার সংকলন নীতির মিল পাওয়া যায়?

ক. আবু বকর (رضي الله عنه) খ. ওমর (رضي الله عنه)

গ. ওসমান (رضي الله عنه) ঘ. আলি (رضي الله عنه)

৫. হাদিস সংকলনের হুকুম কী ?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. মুস্তাহাব ঘ. মাকরুহ

৬. প্রধান ওহি লেখক কে ছিলেন?

ক. ওমর (رضي الله عنه) খ. আলি (رضي الله عنه)

গ. মুআবিয়া (رضي الله عنه) ঘ. যায়েদ বিন সাবেত (رضي الله عنه)

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. আল কুরআন অবতরণের পদ্ধতিসমূহ সংক্ষেপে লেখ।

২. আল কুরআনের সংরক্ষণ পদ্ধতিসমূহ লেখ।

৩. সামাজিক জীবনে আল কুরআনের ভূমিকা উল্লেখ কর।

৪. আল কুরআনের অলৌকিকত্বের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে তা ব্যাখ্যা কর।

৫. ব্যাখ্যা কর : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাজভিদসহ পঠন ও অর্থসহ মুখস্থকরণ

কুরআন মাজিদ আল্লাহ প্রদত্ত এক মহাগ্রন্থ। তাই তার পঠন রীতিও নির্ধারিত। হজরত জিবরাইল (عليه السلام) প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে তাজভিদ সহকারে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাজভিদ সহকারে কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন– [المزمل: ٤] {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} অর্থাৎ, "আপনি কুরআনকে তারতিল সহকারে পাঠ করুন।"

তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন তেলাওয়াত করা ফরজ। কুরআন মাজিদকে তাজভিদ অনুযায়ী তেলাওয়াত না করলে ভুল তেলাওয়াতের কারণে নামাজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া অশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত করায় পাপ হয়। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে নবি করিম (ﷺ) বলেন :

رب تال للقرآن والقرآن يلعنه (كذا في الإحياء عن أنس)

অর্থাৎ,"কুরআনের এমন কিছু পাঠক আছে যাদেরকে কুরআন লানৎ করে।"

কিয়ামতের ময়দানে কুরআন মাজিদ তাজভিদ সহকারে পাঠকারীর পক্ষে কুরআন মাজিদ স্বয়ং সাক্ষ্য দিবে। আর ভুল পাঠকারীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। তাই তাজভিদের জ্ঞান অর্জন করা অতীব জরুরি। এ প্রসঙ্গে আল্লামা জাজরি বলেন :

الأخذ بالتجويد حتم لازم + من لم يجود القرآن آثم

অর্থাৎ,"তাজভিদকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক, যে কুরআনকে তাজভিদ সহকারে পড়ে না সে পাপী।"

তাই ইলমে তাজভিদের কায়দাগুলো জানা অতীব জরুরি। কুরআনকে তাজভিদ অনুযায়ী পড়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক এর অর্থ মুখস্থ করাও জরুরি। কেননা, প্রয়োজনমত কুরআন মুখস্থকরণ ও ব্যাখ্যা জানা ফরজে আইন। অবশ্য পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করা ও সমগ্র কুরআনের ব্যাখ্যা জানা ফরজে কেফায়া।

কুরআন মাজিদকে অর্থসহ বুঝা ও তা নিয়ে গবেষণার তাগিদও রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন

{ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا} [محمد: ٢٤]

অর্থ : তারা কি কুরআন মাজিদকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে না ? নাকি তাদের কলবের উপর তালাবদ্ধ করা হয়েছে।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানব জীবনের সংবিধান। তাছাড়া দৈনন্দিন ফরজ ইবাদত তথা সালাত আদায়ের জন্য ইহা শিক্ষা করা অপরিহার্য। কারণ সালাতে কিরাত পড়া ফরজ।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন– [المزمل: ٢٠] {فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} কুরআন হতে যা তোমাদের নিকট সহজতর তা তোমরা পাঠ কর। (সুরা মুজ্জাম্মিল : ২০)

হাদিস শরিফে আছে–(رواه البخاري) خيركم من تعلم القرآن و علمه – তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (বুখারি)

কুরআন নাজিলের পর সাহাবায়ে কেরাম তা মুখস্থ করে নিতেন। কেননা, প্রবাদে আছে– العلم في الصدور لا في السطور ইলম হলো উহা যা বক্ষে থাকে, যা ছত্রে থাকে তা প্রকৃত ইলম নয়। যেমন – বাংলা প্রবাদে আছে- 'গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন, নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন'। তাই আমাদেরকে কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে উহা মুখস্থ করে নেওয়ার দিকটাকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া নামাজে যে কিরাত পড়তে হয় তাও মুখস্থই পড়তে হয়। দেখে তেলাওয়াত করলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়। কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার ফজিলত প্রসঙ্গে হাদিসে বলা হয়েছে– إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ (رواه الحكيم عن أبي أمامة) যে অন্তর কুরআন মুখস্থ করেছে আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দিবেন না। সমগ্র কুরআন মুখস্থ করা ফরজে কেফায়া। কিন্তু প্রয়োজন পরিমাণ কুরআন মুখস্থ করা ফরজে আইন। মোটকথা, কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে উহা মুখস্থকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে মুখস্থ ও অনুবাদ শিক্ষার নিমিত্তে ১১টি সুরা প্রদত্ত হলো।

৮৩. সুরা আল–মুতাফফিফিন
মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ৩৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়,	١. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ [لا]
২. যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে,	٢. اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ [ز/ص]
৩. এবং যখন তাদের জন্য মাপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।	٣. وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ [ط]
৪. তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে	٤. اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ [لا]
৫. মহাদিবসে	٥. لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ [لا]

৬. যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে ।	٦. يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ [ط]
৭. কখনও না, পাপাচারীদের আমলনামা তো সিজ্জিনে আছে ।	٧. كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ [ط]
৮. সিজ্জিন সম্পর্কে তুমি কী জান?	٨. وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ [ط]
৯. তা চিহ্নিত আমলনামা ।	٩. كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ [ط]
১০. সেই দিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের,	١٠. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ [لا]
১১. যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে,	١١. الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ [ط]
১২. কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী তা অস্বীকার করে ;	١٢. وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ [لا]
১৩. তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে, 'এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা ।'	١٣. اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ [ط]
১৪. কখনও নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জঙ ধরিয়েছে ।	١٤. كَلَّا بَلْ [سكتة] رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
১৫. না, অবশ্যই সেই দিন তারা তাদের প্রতিপালক হতে অন্তর্হিত থাকবে ;	١٥. كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ [ط]
১৬. অতঃপর তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে ;	١٦. ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ [ط]
১৭. এরপর বলা হবে, এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে ।'	١٧. ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ [ط]
১৮. অবশ্যই পূণ্যবানদের আমলনামা ইল্লিয়িনে ।	١٨. كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ [ط]
১৯. ইল্লিয়িন সম্পর্কে তুমি কী জান?	١٩. وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ [ط]
২০. তা চিহ্নিত আমলনামা ।	٢٠. كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ [لا]

২১. যারা আল্লাহ্র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তারা তা দেখে।	٢١. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ [ط]
২২. পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে,	٢٢. اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ [لا]
২৩. তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে।	٢٣. عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ [لا]
২৪. তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে,	٢٤. تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ [ج]
২৫. তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করানো হবে;	٢٥. يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ [لا]
২৬. তার মোহর মিস্‌কের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।	٢٦. خِتٰمُهٗ مِسْكٌ [ط] وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ [ط]
২৭. তার মিশ্রণ হবে তাস্‌নিমের,	٢٧. وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ [لا]
২৮. এটি একটি প্রসবণ, যা হতে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে।	٢٨. عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ [ط]
২৯. যারা অপরাধী তারা তো মুমিনদেরকে উপহাস করত।	٢٩. اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ [ز/٣]
৩০. এবং তারা যখন মুমিনদের নিকট দিয়ে যেত তখন চোখ টিপে ইশারা করত।	٣٠. وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ [ز/٣]
৩১. এবং যখন তাদের আপনজনের নিকট ফিরে আসত তখন তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে।	٣١. وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ [ز/٣]
৩২. এবং যখন তাদেরকে দেখত তখন বলত, 'এরাই তো পথভ্রষ্ট।'	٣٢. وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ [لا]
৩৩. তাদেরকে তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি।	٣٣. وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ [ط]
৩৪. আজ মুমিনগণ উপহাস করছে কাফেরদেরকে,	٣٤. فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ [لا]

৩৫. সুসজ্জিত আসন থেকে তাদেরকে অবলোকন করে।	٣٥. عَلَى الْأَرَآئِكِ [لا] يَنْظُرُوْنَ [ط]
৩৬. কাফেররা তাদের কৃতকর্মের ফল পেল তো?	٣٦. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ [ع]

৮৪. সুরা আল ইনশিকাক

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ২৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,	١. اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ
২. ও তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে এবং এটাই তার করণীয়।	٢. وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
৩. এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে।	٣. وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ
৪. ও পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে।	٤. وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ
৫. এবং তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে, এটা তার করণীয়; তখন তোমরা পুনরুত্থিত হবেই।	٥. وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
৬. হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর সাধনা করতে থাক, পরে তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে।	٦. يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ
৭. যাকে তার আমলনামা তার দক্ষিণ হাতে দেয়া হবে	٧. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ
৮. তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে	٨. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا
৯. এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে।	٩. وَيَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا
১০.এবং যাকে তার 'আমলনামা তার পৃষ্ঠের পিছন দিক হতে দেয়া হবে	١٠. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ
১১. সে অবশ্য তার ধ্বংস আহ্বান করবে;	١١. فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُوْرًا

বাংলা অর্থ	আরবি
১২. এবং জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে;	١٢. وَيَصْلٰى سَعِيْرًا
১৩. সে তো তার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল,	١٣. اِنَّهٗ كَانَ فِيْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا
১৪. সে তো ভাবত যে, সে কখনই ফিরে যাবে না;	١٤. اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ
১৫. নিশ্চয়ই ফিরে যাবে; তার প্রতিপালক তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।	١٥. بَلٰٓى اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا
১৬. আমি শপথ করি অস্তরাগের,	١٦. فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ
১৭. এবং রাত্রির আর তা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার,	١٧. وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ
১৮. এবং শপথ চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণ হয়;	١٨. وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ
১৯. নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করবে।	١٩. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ
২০. সুতরাং তাদের কী হল যে, তারা ঈমান আনে না।	٢٠. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ
২১. এবং তাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হলে তারা সিজ্‌দা করে না? (সাজদাহ)	٢١. وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ [السجدة]
২২. পরন্তু কাফেরগণ তাকে অস্বীকার করে।	٢٢. بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ
২৩. এবং তারা যা পোষণ করে আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবগত।	٢٣. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ
২৪. সুতরাং তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও;	٢٤. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ
২৫. কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার।	٢٥. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ

৮৫. সুরা আল বুরুজ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ২২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ বুরূজবিশিষ্ট আকাশের,	١. وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ
২. এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,	٢. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ
৩. শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের–	٣. وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ
৪. ধ্বংস হয়েছিল কুণ্ডের অধিপতিরা–	٤. قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ
৫. ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল আগুন,	٥. النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ
৬. যখন তারা এর পাশে উপবিষ্ট ছিল;	٦. اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ
৭. এবং তারা মুমিনদের সঙ্গে যা করছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল।	٧. وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ
৮. তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা বিশ্বাস করত পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহর উপর	٨. وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ
৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব যার; আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।	٩. الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ، وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ
১০. যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তওবা করে নাই তাদের জন্য তো আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা।	١٠. اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ
১১. অবশ্যই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এটাই মহাসাফল্য।	١١. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ، ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ

১২. তোমার প্রতিপালকের আক্রমণ বড়ই কঠিন।	১২. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ
১৩. তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান,	١٣. اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ
১৪. এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়,	١٤. وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ
১৫. আর্‌শের অধিকারী ও সম্মানিত।	١٥. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ
১৬. তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।	١٦. فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ
১৭. তোমার নিকট কি পৌঁছেছে সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত-	١٧. هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ
১৮. ফেরআউন ও সামুদের?	١٨. فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ
১৯. তবু কাফেররা মিথ্যা আরোপ করায় রত;	١٩. بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ
২০. এবং আল্লাহ তাদের অলক্ষে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন।	٢٠. وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ
২১. বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন,	٢١. بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ
২২. সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।	٢٢. فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ

৮৬. সুরা আত তারিক

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ১৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ আকাশের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার;	١. وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ
২. তুমি কি জান রাতে যা আবির্ভূত হয় তা কী?	٢. وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ
৩. তা উজ্জ্বল নক্ষত্র।	٣. النَّجْمُ الثَّاقِبُ
৪. প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে।	٤. اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

৫. সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কী হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে!	٥. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ
৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে,	٦. خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ
৭. এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে।	٧. يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ
৮. নিশ্চয়ই তিনি তার প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান।	٨. اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ
৯. যেই দিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হবে,	٩. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ
১০. সেই দিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না এবং সাহায্যকারীও নয়।	١٠. فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ
১১. শপথ আসমানের, যা ধারণ করে বৃষ্টি,	١١. وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ
১২. এবং শপথ যমিনের, যা বিদীর্ণ হয়,	١٢. وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ
১৩. নিশ্চয়ই আল-কুরআন মীমাংসাকারী বাণী।	١٣. اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ
১৪. এবং এটা নিরর্থক নয়।	١٤. وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ
১৫. তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে,	١٥. اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا
১৬. এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি।	١٦. وَّاَكِيْدُ كَيْدًا
১৭. অতএব কাফেরদেরকে অবকাশ দাও; তাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য।	١٧. فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

৮৭. সুরা আল আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. আপনি আপনার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন,	١. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى [١]
২. যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন।	٢. الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى

আরবি	অর্থ
٣. وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى	৩. এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন,
٤. وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى	৪. এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন,
٥. فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى	৫. পরে তাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।
٦. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى	৬. নিশ্চয় আমি আপনাকে পাঠ করাব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না,
٧. اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى	৭. আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করবেন তা ব্যতীত। তিনি জানেন যা প্রকাশ্য ও যা গোপনীয়।
٨. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى	৮. আমি তোমার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ।
٩. فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى	৯. উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দাও;
١٠. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى	১০. যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে।
١١. وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى [ۚ]	১১. আর তা উপেক্ষা করবে যে নিতান্ত হতভাগা,
١٢. الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى	১২. যে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করবে,
١٣. ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى	১৩. অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।
١٤. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى	১৪. নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে।
١٥. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى	১৫. এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে।
١٦. بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا	১৬. কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও,
١٧. وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى	১৭. অথচ আখেরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী।
١٨. اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى	১৮. এটা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে–
١٩. صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى	১৯. ইব্রাহিম ও মুসার গ্রন্থে।

৮৮. সুরা আল গাশিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ২৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. তোমার নিকট কি কিয়ামতের সংবাদ এসেছে?	١. هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ
২. সেই দিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত,	٢. وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ خَاشِعَةٌ
৩. ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হবে,	٣. عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ
৪. তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে	٤. تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً
৫. তাদেরকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হতে পান করান হবে: ,	٥. تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ
৬. তাদের জন্য খাদ্য থাকবে না কণ্টকময় গুল্ম ব্যতীত,	٦. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ
৭. যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে না।	٧. لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ
৮. অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হবে আনন্দোজ্জ্বল,	٨. وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاعِمَةٌ
৯. নিজেদের কর্ম-সাফল্যে পরিতৃপ্ত,	٩. لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ
১০. সুমহান জান্নাতে-	١٠. فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
১১. সেখানে তারা অসার বাক্য শুনবে না,	١١. لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً
১২. সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ,	١٢. فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ
১৩. উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন শয্যা,	١٣. فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ
১৪. প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র,	١٤. وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ
১৫. সারি সারি উপাধান,	١٥. وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ
১৬. এবং বিছান গালিচা;	١٦. وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ

১৭. তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?	١٧. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
১৮. এবং আকাশের দিকে, কিভাবে তাকে উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে?	١٨. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
১৯. এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে?	١٩. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
২০. এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে?	٢٠. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
২১. অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা,	٢١. فَذَكِّرْ . إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ
২২. তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও।	٢٢. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ
২৩. তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরি করলে	٢٣. إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ
২৪. আল্লাহ তাকে দিবে মহাশাস্তি।	٢٤. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ
২৫. তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট;	٢٥. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ
২৬. অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই কাজ।	٢٦. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم

৮৯. সুরা আল ফাজর

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ৩০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ উষার,	١) وَالْفَجْرِ
২. শপথ দশ রাতের,	٢) وَلَيَالٍ عَشْرٍ
৩. শপথ জোড় ও বেজোড়ের	٣) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ
৪. এবং শপথ রাতের যখন তা গত হতে থাকে-	٤) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ
৫. নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য।	٥) هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ

অনুবাদ	আয়াত
৬. তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক কি করেছিলেন আদ বংশের-	٦. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
৭. ইরাম গোত্রের প্রতি-যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?-	٧. اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ
৮. যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয় নাই;	٨. الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ
৯. এবং সামুদের প্রতি, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল;	٩. وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ
১০. এবং বহু সৈন্য-শিবিরের অধিপতি ফেরআউনের প্রতি?	١٠. وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ
১১. যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল,	١١. الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ
১২. এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল।	١٢. فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ
১৩. অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।	١٣. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ
১৪. তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।	١٤. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ
১৫. মানুষ তো এরূপ যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করে, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।'	١٥. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىْۤ اَكْرَمَنِ
১৬. 'এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন তার রিযিক সংকুচিত করে, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করেছেন।'	١٦. وَاَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىْۤ اَهَانَنِ
১৭. না, কখনও নয়। বরং তোমরা তো ইয়াতিমকে সম্মান কর না,	١٧. كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ
১৮. এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না,	١٨. وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ
১৯. এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ কর,	١٩. وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا

২০. এবং তোমরা ধনসম্পদ অতিশয় ভালোবাস;	٢٠. وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا
২১. এটা সংগত নয়। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে,	٢١. كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا
২২. এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও,	٢٢. وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا
২৩. সেই দিন জাহান্নামকে আনা হবে এবং সেই দিন মানুষ উপলব্ধি করবে, তখন এই উপলব্ধি তার কী কাজে আসবে ?	٢٣. وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى
২৪. সে বলিবে, 'হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম!'	٢٤. يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ
২৫. সেই দিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না।	٢٥. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ
২৬. এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেউ করতে পারবে না।	٢٦. وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ
২৭. হে প্রশান্তচিত্ত !	٢٧. يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
২৮. তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে,	٢٨. ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
২৯. আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও,	٢٩. فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ
৩০. আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।	٣٠. وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ

৯০. সুরা আল বালাদ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা : ২০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. আমি শপথ করছি এই নগরের	١. لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ
২. আর তুমি এই নগরের অধিবাসী,	٢. وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ
৩. শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে।	٣. وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ
৪. আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে।	٤. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ

৫. সে কি মনে করে যে, কখনও তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?	٥. اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ
৬. সে বলে, 'আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করেছি।'	٦. يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا
৭. সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখে নি ?	٧. اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗۤ اَحَدٌ
৮. আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করি নাই দুই চোখ?	٨. اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ
৯. আর জিহ্বা ও দুই ঠোঁট?	٩. وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ
১০. আর আমি তাকে দুইটি পথ দেখিয়েছি।	١٠. وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ
১১. সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করে নি।	١١. فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ
১২. তুমি কি জান-বন্ধুর গিরিপথ কী?	١٢. وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ
১৩. এটা হচ্ছেঃ দাসমুক্তি।	١٣. فَكُّ رَقَبَةٍ
১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার দান	١٤. اَوْ اِطْعَامٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ
১৫. ইয়াতিম আত্মীয়কে,	١٥. يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
১৬. অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে,	١٦. اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ
১৭. তদুপরি সে অন্তর্ভুক্ত হয় মুমিনদের এবং তাদের, যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের ও দয়া-দাক্ষিণ্যের ;	١٧. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ
১৮. এরাই সৌভাগ্যশালী।	١٨. اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ
১৯. আর যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই হতভাগা।	١٩. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ
২০. তারা পরিবেষ্টিত হবে অবরুদ্ধ আগুনে।	٢٠. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ

তৃতীয় অধ্যায়

আল কুরআন

১ম পরিচ্ছেদ

ইমান

১ম পাঠ : কিয়ামত

এই পৃথিবী নশ্বর। একদিন ছিল না। এখন আছে, আবার থাকবে না। পৃথিবীসহ সব সৃষ্টির ধ্বংস হওয়ার এ ঘটনাকে কিয়ামত বলে। কিয়ামতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পরকাল ঘটাবেন এবং পাপ-পূণ্যের হিসাব শেষে বান্দাকে জান্নাত বা জাহান্নাম দিবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
৯৬. এমনকি যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্তি দেয়া হবে এবং এরা প্রতি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে।	٩٦. حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ
৯৭. অমোঘ প্রতিশ্রুত কাল আসন্ন হলে অকস্মাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, আমরা সীমালংঘনকারীই ছিলাম।' (সুরা আম্বিয়া ৯৬-৯৭)	٩٧. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
১. পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে,	١. اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا
২. এবং পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দিবে,	٢. وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا
৩. এবং মানুষ বলবে, 'এর কী হলো?'	٣. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا
৪. সে দিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে,	

٤. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا	
٥. بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا	৫. কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন,
٦. يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ	৬. সে দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়,
٧. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ	৭. কেউ অনুপরিমাণ সৎ কর্ম করলে সে তা দেখবে
٨. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ	৮. এবং কেউ অনুপরিমাণ অসৎ কর্ম করলে সে তাও দেখবে। (সুরা যিলযাল : ১-৮)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

فتحت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব فتح মাসদার الفتح মাদ্দাহ ف + ت + ح জিনস صحيح অর্থ- খুলে দেওয়া হলো।

ينسلون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার النسلان মাদ্দাহ ن + س + ل জিনস صحيح অর্থ- তারা দ্রুত ছুটে যায়।

واقترب : و শব্দটি حرف عطف ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاقتراب মাদ্দাহ ق + ر + ب জিনস صحيح অর্থ- আর সে নিকটবর্তী হলো।

شاخصة : ছিগাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم فاعل বাব فتح মাসদার الشخص মাদ্দাহ ش+خ+ص জিনস صحيح অর্থ- অবলোকনকারী।

أبصار : এটি বহুবচন, এর একবচন بصر মাদ্দাহ ب+ص+ر জিনস صحيح অর্থ চক্ষুসমূহ।

كفروا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الكفر মাদ্দাহ ك + ف + ر জিনস صحيح অর্থ- তারা কুফরি করল।

زلزلت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব فعللة মাসদার الزلزلة মাদ্দাহ ز+ل + ز+ل জিনস مضاعف رباعي অর্থ- প্রকম্পিত করা হলো।

أخرجت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإخراج
মাদ্দাহ خ + ر + ج জিনস صحيح অর্থ- সে বের করে দিল।

أثقالها : ها শব্দটি ضمير مجرور متصل আর أثقال বহুবচন, একবচনে ثقل মাদ্দাহ ث +ق+ل অর্থ তার বোঝাসমূহ। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে- জমিনের নিচের খাজানা বা ধনভাণ্ডারসমূহ।

قال : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার القول
মাদ্দাহ ق + و + ل জিনস أجوف واوي অর্থ- সে বলল।

تحدث : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التحديث
মাদ্দাহ ح + د + ث জিনস صحيح অর্থ- সে বর্ণনা করে বা করবে।

أخبارها : ها শব্দটি ضمير مجرور متصل আর أخبار বহুবচন, একবচনে خبر মাদ্দাহ خ +ب+ر অর্থ তার সংবাদসমূহ।

أوحى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيحاء
মাদ্দাহ و + ح + ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- সে অবহিত করেছে।

يصدر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الصدور
মাদ্দাহ ص + د + ر জিনস صحيح অর্থ- সে প্রকাশ করে বা করবে।

ليروا : এখানে ل টি لام كي ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت مجهول বাব فتح
মাসদার الرؤية মাদ্দাহ ر + ء + ى জিনস مركب অর্থ- যাতে তাদের দেখানো হয়।

أعمالهم : هم শব্দটি ضمير مجرور متصل আর أعمال শব্দটি عمل এর বহুবচন। অর্থ তাদের আমলসমূহ।

يعمل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার العمل
মাদ্দাহ ع + م + ل জিনস صحيح অর্থ- সে তা দেখবে।

يره : ه শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف
বাব فتح মাসদার الرؤية মাদ্দাহ ر + ء + ي জিনস مركب অর্থ- সে তা দেখবে।

তারকিব:

মূল বক্তব্য :

এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ধ্বংস হওয়াকে কিয়ামত বলা হয়। ভূমি কম্পনের মাধ্যমে কিয়ামত সংগঠিত হবে। কিয়ামতের দিন সকল মানুষ একত্রিত হবে এবং তারা তাদের পাপ-পূণ্য দেখতে পাবে। সে অনুযায়ী ফলাফল ভোগ করবে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে অনেক নিদর্শন সংঘটিত হবে। সেসব নিদর্শনের মধ্যে বড় একটি নিদর্শন হল ইয়াজুজ-মাজুজের প্রকাশ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সে কথাই আলোচ্য আয়াতে আলোচনা করেছেন।

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কিত আলোচনা :

তাফসিরে মাআরেফুল কুরআনে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ -

১. ইয়াজুজ-মাজুজ সাধারণ মানুষের মতই মানুষ এবং নুহ (عليه السلام) এর সন্তান-সন্ততি। অধিকাংশ হাদিসবিদ ও ইতিহাসবিদগণ তাদেরকে ইয়াফেস ইবনে নুহের বংশধর সাব্যস্ত করেছেন। এ কথা বলা বাহুল্য যে, ইয়াফেসের বংশধর নুহ (عليه السلام) এর আমল থেকে জুলকারনাইন এর আমল পর্যন্ত দুর দুরান্তে বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সব সম্প্রদায়ের নাম ইয়াজুজ মাজুজ হওয়া জরুরি নয়। তবে, তারা সবাই জুলকারনাইনের প্রাচীরের ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য তাদের কিছু গোত্র ও সম্প্রদায় প্রাচীরের এপারেও থাকতে পারে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজ শুধু তাদেরই নাম যারা বর্বর অসভ্য ও রক্তপিপাসু জালেম।

২. ইয়াজুজ–মাজুজের সংখ্যা বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার চাইতে অনেকগুণ বেশি। কমপক্ষে এক ও দশের ব্যবধান।

৩. ইয়াজুজ–মাজুজের যে সব সম্প্রদায় ও গোত্র জুলকারনাইনের প্রাচীরের কারণে ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে, তারা কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত এভাবে আবদ্ধ থাকবে। তাদের বের হওয়ার সময় মাহদি (عليه السلام) এর আবির্ভাব অতঃপর দাজ্জালের আগমনের পরে হবে। যখন ইসা (عليه السلام) অবতরণ করে দাজ্জালের নিধন কার্য সমাপ্ত করবেন।

৪. ইয়াজুজ–মাজুজের মুক্ত হওয়ার সময় জুলকারনাইনের প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে সমতল ভূমির সমান হয়ে যাবে তখন ইয়াজুজ–মাজুজের অগণিত লোক এক যোগে পর্বতের উপর থেকে অবতরণের সময় দ্রুত গতির কারণে মনে হবে যেন তারা পিছলে পিছলে গড়িয়ে পড়ছে। এই অপরিসীম মানব গোষ্ঠীর সাধারণ জনবসতি ও সমগ্র পৃথিবীর উপর ঝাপিয়ে পড়বে। তাদের হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজের মোকাবেলা করার সাধ্য কারো থাকবে না। আল্লাহর রসুল হজরত ইসা (عليه السلام) আল্লাহর আদেশে তুর পর্বতে আশ্রয় নিবেন। এছাড়া যেখানে যেখানে কেল্লা ও সংরক্ষিত স্থান থাকবে লোকজন সেখানেই আত্মগোপন করে প্রাণরক্ষা করবে। পানাহারের রসদ–সামগ্রী নিঃশেষ হওয়ার পর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে যাবে। এই বর্বর জাতি অবশিষ্ট জন বসতিকে খতম করে দেবে এবং নদ-নদীর পানি নিঃশেষে পান করে ফেলবে।

৫. হজরত ইসা (عليه السلام) ও তার সঙ্গীদেরই দোআয় এই পঙ্গপাল সদৃশ অগণিত লোক নিপাত হয়ে যাবে। তাদের মৃতদেহ সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং দুর্গন্ধের কারণে পৃথিবীতে বাস করা দুরূহ হয়ে পড়বে।

৬. হজরত ইসা (عليه السلام) ও তার সঙ্গীদের দোআয় তাদের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে অথবা অদৃশ্য করে দেওয়া হবে এবং বিশ্বব্যাপী বৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে ধুয়ে পাক–সাফ করা হবে।

৭. এরপর প্রায় চল্লিশ বছর পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ভূপৃষ্ঠ তার বরকতসমূহ উদগীরণ করে দেবে। কেউ দরিদ্র থাকবে না এবং কেউ কাউকে বিব্রত করবে না। সর্বত্রই শান্তি ও সুখ বিরাজ করবে।

৮. শান্তি শৃঙ্খলার সময় কাবা গৃহের হজ্জ্ব ও ওমরাহ অব্যাহত থাকবে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত ইসা (عليه السلام) এর ওফাত হবে এবং তিনি রসুল (ﷺ) এর পাশে রওজা মোবারকে সমাহিত হবেন। অর্থাৎ, তিনি হজ্জ্ব ও ওমরার উদ্দেশে হেজাজ সফর করার সময় ওফাত পাবেন।

৯. রসুল (ﷺ) এর জীবনের শেষভাগে স্বপ্ন ও ওহির মাধ্যমে তাঁকে দেখানো হয় যে, জুলকারনাইনের প্রাচীরে একটি ছিদ্র হয়ে গেছে। তিনি একে আরবদের ধ্বংস ও অবনতির লক্ষণ বলে সাব্যস্ত করেন। প্রাচীরে ছিদ্র হয়ে যাওয়াকে কেউ কেউ প্রকৃত অর্থেও নিয়েছেন এবং কেউ কেউ রূপক অর্থও বুঝিয়েছেন যে, প্রাচীরটি এখন দূর্বল হয়ে পড়েছে। ইয়াজুজ মাজুজের বের হওয়ার সময় নিকটে এসে গেছে এবং এর আলামত আরব জাতির অধঃপতনরূপে প্রকাশিত হবে। والله أعلم

টীকা :

إذا زلزلت الأرض زلزالها এর ব্যাখ্যা :

আল্লাহর বাণী–إذا زلزلت الأرض زلزالها আয়াতে প্রথম শিংগা ফুঁৎকার–এর পূর্বেকার ভূকম্পন বুঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পরবর্তী ভূকম্পন বুঝানো হয়েছে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। প্রথম ফুঁৎকারের পরবর্তী ভূকম্পনের পর মৃতরা জীবিত হয়ে কবর থেকে উত্থিত হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও তাফসিরবীদগণের উক্তি এ ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ যে, আলোচ্য আয়াতে কোনো ভূকম্পন ব্যক্ত হয়েছে। তবে এ স্থলে দ্বিতীয় ভূকম্পন বুঝানোর সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ, এরপর কিয়ামতের অবস্থা তথা হিসাব নিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (মাজহারি)

আর যদি এর দ্বারা কিয়ামতের ভূকম্পন বুঝানো হয় তাহলে তার অনুরূপ কথা বলা হয়েছে সুরা হজ্জের প্রথম আয়াতে। যেমন আল্লাহর বাণী– يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم অর্থ- হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার।

وأخرجت الأرض أثقالها : এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে রসুল (ﷺ) বলেন, পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিশালাকার স্বর্ণ খণ্ডের আকারে উদগীরণ করে দিবে। তখন যে ব্যক্তি ধন সম্পদের জন্য কাউকে হত্যা করেছিল সে তা দেখে বলবে, এজন্যই কি আমি এত বড় অপরাধ করেছিলাম। চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল সে বলবে, এজন্যই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম। যে ব্যক্তি অর্থের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল সে বলবে, এজন্যই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম। অতঃপর কেউ এ স্বর্ণ–খণ্ডের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না। (মুসলিম শরিফ)

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره :

আলোচ্য আয়াতে خير বলতে ঐ আমল উদ্দেশ্য, যা ইমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা ইমান ব্যতিত কোনো আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ইমান ছাড়া কোনো ভাল বা সৎ কাজ করলে দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেওয়া হয়।

তাই এই আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয় যে,যার মধ্যে অণু পরিমাণ ইমান থাকবে তাকে অবশেষে জাহান্নাম থেকে বের করে নেওয়া হবে। কেননা, এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সৎকর্মের ফল পরকালে পাওয়া জরুরি। এমনকি কোনো সৎকর্ম না থাকলেও ইমানই একটি বিরাট সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মুমিন ব্যক্তি চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিন্তু কাফের ব্যক্তি কোনো সৎকাজ করলে তা ইমানের অভাবে তা পণ্ডশ্রম হবে। তাই পরকালে তার কোনো সৎকাজই থাকবে না। (মাআরেফুল কুরআন–পৃ.১৪৭১)

ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره :

আলোচ্য আয়াতে অসৎকর্ম বলতে, যে অসৎকর্ম থেকে জীবদ্দশায় তাওবা করা হয়নি এমন অসৎকর্ম বোঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন ও হাদিসে অকাট্য প্রমাণ আছে যে, তাওবা করলে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে যে গুনাহ থেকে তাওবা করা হয়নি তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক পরকালে তা অবশ্যই সামনে আসবে। একারণেই রসুল (ﷺ) হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) কে বলেছিলেন, দেখ, এমন গুনাহ থেকেও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও, যাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা হয়। কেননা, এর জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে। (ইবনে মাজাহ, নাসায়ি)

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, কুরআনের এই আয়াতটি সর্বাধিক ব্যাপক অর্থবোধক। হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে রসুল (ﷺ) এই আয়াতকে একক, অনন্য ও সর্বব্যাপক বলে অভিহিত করেছেন।

কিয়ামতের আলোচনা:

কিয়ামত শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ উঠা। পরিভাষায়– ইহকালীন জীবন শেষে পরকালীন জীবনের সূচনায় ধ্বংসযজ্ঞের প্রক্রিয়াকে কিয়ামত বলা হয়। কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন। কোনো নবি বা ফেরেশতা এর সঠিক সময় জানে না। এই কিয়ামত দুই প্রকার।

১. قيامة صغرى (ছোট কিয়ামত)

২. قيامة كبرى (বড় কিয়ামত)

১. قيامة صغرى : কিয়ামতে ছোগরা বা ছোট কিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মৃত্যু। যেমন, রসুল (ﷺ) এরশাদ করেছেন من مات فقد قامت قيامته যে ব্যক্তি মরে যায়, তার কিয়ামত তখনই শুরু হয়ে যায়। কেননা, মৃত্যুর সাথে সাথেই ব্যক্তি জান্নাতের শান্তি বা জাহান্নামের শাস্তি লাভ করবে। (মাআরেফুল কুরআন–পৃ. ৮৭১)

২. قيامة كبرى

কিয়ামতে কোবরা বা বড় কিয়ামত দ্বারা হজরত ইস্রাফিলের (عليه السلام) এর শিংগায় ফুৎকারের মাধ্যমে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী–

{فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (١٤) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١٥)} [الحاقة: ١٣ - ١٥]

অর্থ : যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, একটি মাত্র ফুৎকার, পর্বতমালাসহ পৃথিবী উত্তোলিত হবে এবং এক ধাক্কায় চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে। সেদিন মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে।

কিয়ামতে কোবরার ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

{يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ (٦) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (٧) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٨) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (٩) يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (١٠)} [القيامة: ٦ – ١٠]

অর্থ : সে প্রশ্ন করে কিয়ামত দিবস কবে। যখন দৃষ্টি চমকে যাবে। চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং চন্দ্র ও সূর্য একত্রিত করা হবে। সেদিন মানুষ বলবে পলায়নের জায়গা কোথায়? (সুরা কিয়ামাহ : ৬–১০)

কিয়ামতের ভয়াবহতার অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে সুরা ইয়াসিনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের বাকবিতণ্ডা কালে। তখন তারা ওসিয়ত করতেও সক্ষম হবে না এবং তাদের পরিবার পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না। যখন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে তখনই তারা তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটবে।(ইয়াসিন: ৪৯–৫১)

তবে এ কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার পূর্বে কিছু আলামত প্রকাশিত হবে। আর এই আলামতকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. আলামতে কোবরা।
২. আলামতে ছোগরা।

আলামতে কোবরার বর্ণনা: কিয়ামতের বড় আলামত হলো মোট ১০টি। যেমন :

হজরত হুজায়ফা ইবনে আসীদ (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রসুল (ﷺ) আমাদের নিকট আগমন করে বললেন, তোমরা কী নিয়ে আলোচনা করছিলে ? তারা বললো, আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন রসুল (ﷺ) বললেন, যে পর্যন্ত ১০টি নিদর্শন না দেখবে সে পর্যন্ত কিয়ামত সংগঠিত হবে না। আর সে নিদর্শনগুলো হলো–

১. পূর্ব দিক থেকে ধোঁয়া বাহির হওয়া।
২. দাজ্জালের প্রকাশ।
৩. দাব্বাতুল আরদ এর আত্মপ্রকাশ।
৪. পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা।
৫. ইসা ইবনে মারিয়ম (ﷺ) এর অবতরণ।
৬. ইয়াজুজ–মাজুজের প্রকাশ।
৭. পূর্ব দিকে ভূমিধস।
৮. পশ্চিম দিকে ভূমিধস।

৯. আরব উপদ্বীপে ভূমিধস।

১০. শেষটি হল ইয়ামানের দিক থেকে আগুন বের হওয়া, যা মানুষদেরকে তাড়িয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবে। (মুসলিম শরিফ)

উপরের আলামতগুলো যখন প্রকাশিত হবে তখনই কিয়ামত সংগঠিত হবে। এর উপর বিশ্বাস রাখা ফরজ।

কিয়ামতের ছোট আলামতের বর্ণনা :

রসুল (ﷺ) থেকে কিয়ামতের অনেক ছোট আলামতের বর্ণনা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ–

১. রসুল (ﷺ) এর আগমন ও ইন্তেকাল।
২. বাইতুল মাকদাসের বিজয়।
৩. ফিতনা–ফাসাদ বেড়ে যাওয়া।
৪. জেনা ব্যভিচার বৃদ্ধি পাওয়া।
৫. গায়িকাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া।
৬. ভণ্ডনবিদের প্রকাশ।
৭. সম্পদ বেড়ে যাওয়া।
৮. হত্যা বৃদ্ধি পাওয়া।
৯. ভূমিকম্প বৃদ্ধি পাওয়া।
১০. মদ্যপান বৃদ্ধি পাওয়া।
১১. ইলম উঠে যাওয়া এবং অজ্ঞতা বৃদ্ধি পাওয়া।
১২. লোকজন কর্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।
১৩. মদ ও হারাম খাওয়া বৃদ্ধি পাওয়া।
১৪. সময়ের ব্যবধান কমে আসা।
১৫. মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়া।
১৬. কথা বৃদ্ধি পাওয়া, কাজ কমে যাওয়া।
১৭. কাফেরদের রীতি নীতির অনুসরণ করা।
১৮. ইস্তাম্বুল বিজয় হওয়া।
১৯. রোম ও মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ হওয়া।
২০. কাবা শরিফ ধ্বংস হওয়া।
২১. মাহদি (ﷺ) এর আত্মপ্রকাশ। (الرحلة إلى الدار الآخرة صـ ٢٣٠-٢٧٨)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. ইয়াজুজ–মাজুজের আগমন কিয়ামতের আলামত।
২. ভূকম্পনের মাধ্যমেই কিয়ামত সংগঠিত হবে।
৩. মানুষের অজান্তেই কিয়ামত সংগঠিত হবে।
৪. কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবী তার গর্ভে গচ্ছিত ধন ভাণ্ডার বের করে দিবে।
৫. কিয়ামতের দিন মানুষকে তার কৃত কর্মের হিসাব দিতে হবে এবং সে অনুযায়ী সে ফল ভোগ করবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. কিয়ামত কয় প্রকার?

ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

২. أبصار কোন ধরনের جمع ?

ক. جمع صوري খ. جمع سالم
গ. جمع مكسر ঘ. جمع منتهى الجموع

৩. حدب শব্দের অর্থ কী?

ক. উঁচুভূমি খ. নিচুভূমি
গ. মালভূমি ঘ. সমতলভূমি

৪. কিয়ামত অস্বীকার করা ইসলামের কেমন বিধান অমান্য করার শামিল?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নাত ঘ. মুস্তাহাব

৫. اَلْبَلَدَ শব্দের অর্থ কী?

ক. বন্দর খ. অঞ্চল
গ. মেরু অঞ্চল ঘ. নগর

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কিয়ামত বলতে কী বুঝায়? লেখ।

২. ব্যাখ্যা কর : وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

৩. কিয়ামত কত প্রকার ও কী কী? তা উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর।

৪. কিয়ামতের বড় আলামতগুলো উল্লেখ কর।

৫. কিয়ামতের ছোট আলামতসমূহ লেখ।

৬. تركيب কর : وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ

৭. তাহকিক কর : فُتِحَتْ، يَنْسِلُوْنَ، شَاخِصَةٌ، اَثْقَالَهَا، تُحَدِّثُ

২য় পাঠ

বেহেশত ও দোজখ

বেহেশত ও দোজখ হলো পূণ্যবান ও পাপীদের শেষ ঠিকানা এবং তাদের কাজের ফলাফল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বান্দার হিসাব নিকাশের পর তাকে জান্নাত বা জাহান্নাম দান করবেন। যেমন এরশাদে বারি তাআলা-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
৭১. কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন এর জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন এর প্রবেশ দ্বারগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রসুল আসে নি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করত এবং এ দিনের সাক্ষাত সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করত?' এরা বলবে, 'অবশ্যই এসেছিল।' বস্তুত কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।	٧١. وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ
৭২. তাদেরকে বলা হবে, 'জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর এটাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল।'	٧٢. قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ
৭৩. যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে ও এর দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি 'সালাম', তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।'	٧٣. وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ
৭৪. তারা প্রবেশ করে বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা বসবাস করব।' সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম! (সুরা জুমার : ৭১-৭৪)	٧٤. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ. [الزمر: ٧١ – ٧٤]

تحقيات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

وسيق : শব্দটি و حرف عطف অর্থ– এবং, ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব نصر মাসদার السوق মাদ্দাহ س +و+ق জিনস أجوف واوي অর্থ– হাঁকানো হয়েছে।

كفروا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الكفر মাদ্দাহ ك +ف+ر জিনস صحيح অর্থ– তারা কুফরি করল।

زمرا : শব্দটি বহুবচন, একবচনে زمرة অর্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল, পৃথক পৃথক দল।

يتلون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার التلاوة মাদ্দাহ ت +ل+و জিনস ناقص واوي অর্থ– তারা তেলাওয়াত করে।

ينذرونكم: كم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإنذار মাদ্দাহ ن +ذ+ر জিনস صحيح অর্থ– তারা তোমাদেরকে ভয় দেখাবে।

قالوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق +و+ل জিনস أجوف واوي অর্থ– তারা বলল।

الكافرين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার الكفر মাদ্দাহ ك +ف+ر জিনস صحيح অর্থ– অস্বীকারকারীগণ।

ادخلوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার الدخول মাদ্দাহ د +خ+ل জিনস صحيح অর্থ– তোমরা প্রবেশ করো।

المتكبرين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব تفعل মাসদার التكبر মাদ্দাহ ك +ب+ر জিনস صحيح অর্থ– অহংকারীগণ।

اتقوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব افتعال মাসদার الاتقاء মাদ্দাহ و + ق + ي জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় করত।

الجنة : শব্দটি একবচন, বহুবচনে الجنات/الجنان মাদ্দাহ ج + ن + ن জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ উদ্যান, বাগান।

طبتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضى مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الطيب মাদ্দাহ ط +ي+ب জিনস أجوف يائي অর্থ– তোমরা খুশি হলে।

صدقنا : শব্দটি ماضي مثبت معروف ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ضمير منصوب متصل نا : বাব نصر মাসদার الصدق মাদ্দাহ ص+ق+د জিনস صحيح অর্থ– তিনি আমাদেরকে সত্য বলেছেন।

نتبوأ : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التبوء মাদ্দাহ ب +و+ء জিনস مركب অর্থ– আমরা বসবাস করবো।

العالمين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব سمع মাসদার العلم মাদ্দাহ ع + ل + م জিনস صحيح অর্থ আমলকারীগণ।

তারকিব :

মূল বক্তব্য : আলোচ্য আয়াতে কারিমাগুলোতে মহান আল্লাহ তাআলা জান্নাতি এবং জাহান্নামি উভয় দলের অবস্থার বর্ণনা করেছেন। জাহান্নামিদেরকে কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের পরে দলবদ্ধভাবে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে জাহান্নামের ফেরেস্তারা তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে। অপর পক্ষে জান্নাতিদেরকে সম্মানের সহিত জান্নাতে আহ্বান করা হবে এবং তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করা হবে।

টীকা :

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا : অর্থাৎ, কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাকিয়ে নেওয়া হবে। যাদুল মাআসির নামক তাফসির গ্রন্থে আবু উবায়দা রহ.এর বক্তব্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে الزمر শব্দটি বহুবচন। একবচনে زمرة অর্থ হচ্ছে– এক দলের পর একদল তথা দলে দলে। তাফসিরে

ইবনে কাসিরে বলা হয়েছে উক্ত আয়াতে জাহান্নামিদেরকে কিভাবে হাকিয়ে নেওয়া হবে তা বলা হয়েছে, তথা তাদের করুণ দশার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেদিন তাদেরকে ভয়, ধমক এবং তিরস্কারের সহিত জাহান্নামে হাকিয়ে নেওয়া হবে। যখন তারা সেখানে পৌঁছবে তখন জাহান্নামের ফেরেশতারা তাদেরকে তিরস্কার করে বলবে- তোমাদের নিকট কি কোনো পয়গম্বর আসেন নি এবং এই ব্যাপারে সতর্ক করেন নি? তারা বলবে হ্যাঁ, তখন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

জাহান্নামের পরিচয় : জাহান্নাম শব্দের অর্থ হল দোজখ। পরিভাষায়- জাহান্নাম বলা হয় পরকালের এমন চিরস্থায়ী আগুনের ঘরকে, যেখানে কাফের মুশরিকরা তাদের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ অনন্তকাল বাস করবে।

জাহান্নামের সংখ্যা : জাহান্নামের সংখ্যা সাতটি যথা-

১. জাহান্নাম (جهنم)

২. জাহিম (جحيم)

৩. সায়ির (السعير)

৪. লাজা (لظى)

৫. সাকার (سقر)

৬. হাবিয়া (هاوية)

৭. হুতামাহ (حطمة)

জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে এবং প্রত্যেকটি দরজার ভিতরে আবার অনেক কামরা আছে। যেমন আল্লাহ বলেন- {لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ} [الحجر: ٤٤]

উহার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক শ্রেণি আছে। (সূরা হিজর-৪৪)

জাহান্নামের বর্ণনা :

১. জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করানোর জন্য তাদের শরীরে নতুন নতুন চামড়া তৈরি করা হবে যাতে তারা কঠোর শাস্তি ভোগ করতে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন-

{كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا} [النساء: ٥٦]

অর্থাৎ যখনই তাদের চামড়া দগ্ধ হবে তখনই তার স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করা হবে (সূরা নিসা-৫৬)

২. জাহান্নামিদের জন্য আগুনের খাট বানানো হবে এবং আগুনের লেপ-তোষক দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন- {لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} [الأعراف: ٤١]

অর্থাৎ, তাদের জন্য রয়েছে আগুনের শয্যা এবং তাদের উপর থাকবে আগুনের চাদর।

৩. জাহান্নামে লোকদেরকে আগুনের সেক দেওয়া হবে- তাদের কপালে, পৃষ্ঠে এবং পার্শ্বদেশে। জিন এবং মানুষ দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করা হবে।

৪. জাহান্নামিদেরকে পূঁজযুক্ত পানি পান করানো হবে। যেমন আল্লাহ বলেন-

{وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ} [إبراهيم: ١٦]

৫. জাহান্নামের অধিবাসীদের মাথার উপর গরম পানি ঢালা হবে। এতে তাদের পেটের নাড়ি ভূড়ি চামড়াসহ খসে পড়ে যাবে এবং তাদেরকে হাতুড়ি দিয়ে পিটানো হবে। যেমন আল্লাহ বলেন-

{يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ} [الحج: ١٩]

৬. জাহান্নামের লোকদেরকে সাপ ও বিচ্ছু দংশন করবে।

৭. জাহান্নামে লোকদেরকে আগুনের শিকল পেঁচিয়ে দেওয়া হবে।

৮. জাহান্নামে লোকদেরকে গরম পানি পান করানো হবে। যেমন আল্লাহর বাণী-

{وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ} [محمد: ١٥]

তাদেরকে পান করানো হবে ফুটন্ত পানি। অতঃপর তা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে। (মুহাম্মদ-১৫)

১০. জাহান্নামে কন্টকময় যাক্কুম ফল খাওয়ানো হবে। যেমন আল্লাহর বাণী-

{لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ} [الواقعة: ٥٢]

তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে।

১১. জাহান্নামে কন্টকপূর্ণ ঝাড় খাওয়ানো হবে। ইহা তাদের ক্ষুধার কোনো উপকারে আসবেনা। আল্লাহর বাণী-

{لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ } [الغاشية: ٦]

কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্য কোনো খাদ্য নেই।

১২. জাহান্নামে লোকদেরকে পুঁজ খাওয়ানো হবে। যেমন আল্লাহর বাণী-

{وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ} [الحاقة: ٣٦]

কোনো খাদ্য নেই। ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত।

বেহেশতের পরিচয় :

বেহেশত শব্দটি ফারসি শব্দ। অর্থ হল জান্নাত। পরিভাষায়- বেহেশত বলা হয় পরকালের চিরস্থায়ী শান্তির ঘরকে, যেখানে মুমিন, মুসলমান ও মুত্তাকিরা তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ চিরস্থায়ী শান্তি ভোগ করবে।

বেহেশতে যাওয়ার শর্তাদি :

বেহেশতে যাওয়ার শর্তাদি অনেক। তন্মধ্যে ১. ইমান ২. নেক আমল ৩. আল্লাহ পাকের রহমত ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী-

{إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (١٠٧) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا (١٠٨)} [الكهف: ١٠٧، ١٠٨]

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে جنة الفردوس সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে হবে না।

বেহেশতের সংখ্যা : বেহেশত মোট ৮টি। যথা –

১. জান্নাতুল ফেরদাউস (جنة الفردوس)

২. জান্নাতুল খুলদ (جنة الخلد)

৩. জান্নাতু আদন (جنة عدن)

৪. জান্নাতুন নায়িম (جنة النعيم)

৫. জান্নাতুল মা'ওয়া (جنة المأوى)

৬. দারুল কারার (دار القرار)

৭. দারুল মাকাম (دار المقام)

৮. দারুস সালাম (دار السلام)

মনে রাখা প্রয়োজন, এক একটি জান্নাতের প্রস্থ সাত আসমান এবং সাত জমিনের সমপরিমাণ। আর দৈর্ঘ্যের কোনো সীমা নেই।

বেহেশতের নেয়ামত : হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – « قَالَ اللهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَاَتْ ، وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ . (رواه البخاري)

আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং যা মানুষের কলবে কল্পনায়ও আসে না। (বুখারি)।

* জান্নাতিরা জান্নাতে চিরকাল থাকবে, সেখানে শুধু শান্তি আর শান্তি। আল্লাহ বলেন-

{وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ} [فصلت: ٣١]

সেখানে তোমাদের মনে যা চাইবে, তোমরা যা দাবি করবে, তাই পাবে।

* সেখানে থাকবে নহর বা প্রস্রবণ। যেমন আল্লাহ পাক বলেন-

{مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَّ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ... الخ} [محمد: ١٥]

মুত্তাকিদের জন্য ওয়াদাকৃত জান্নাতের উপমা এই যে, তাতে আছে নির্মল পানির নহর। স্বাদ বিকৃত হয়নি এমন দুধের ঝর্ণা, শরাবের ঝর্ণা যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু হবে এবং পরিষ্কার মধুর ঝর্ণা। তাদের জন্য আরো থাকবে সর্বপ্রকার ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা। (সুরা মুহাম্মদ -১৫)

* জান্নাতের সব কিছুই স্থায়ী। যেমন- {اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا} [الرعد: ٣٥] অর্থাৎ, জান্নাতের খাবার এবং ছায়া সব স্থায়ী হবে। মুসলিম শরিফের হাদিসে বলা হয়েছে, জান্নাতিরা পানাহার করবে কিন্তু থুথু ফেলবে না। পেশাব পায়খানা করবে না এবং নাক ঝাড়বে না। সাহাবাগণ বললেন : তাহলে ভক্ষণকৃত খাবার কী হবে? নবি (ﷺ) বললেন : মেশকের ঘ্রাণ বিশিষ্ট একটি তৃপ্তির ঢেকুর ছাড়বে। তাতেই হজম হয়ে যাবে।

* প্রত্যেক জান্নাতবাসী পুরুষের জন্য ৭০ জন করে হুর থাকবে এবং খেদমতের জন্য গেলমান থাকবে। তাদের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত হবে আল্লাহ পাকের দিদার।

* সেখানে না শীত না গরম থাকবে। জান্নাতিরা সোফায় হেলান দিয়ে বসে থাকবে। সুন্দর দামি গালিচা বিছানো থাকবে এবং সারি সারি পান পাত্র থাকবে।

আয়াতের শিক্ষা :

১. দোজখ কাফির মুশরিকদের স্থায়ী নিবাস।
২. দোজখে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে।
৩. দোজখে পাপীদেরকে হাকিয়ে নেওয়া হবে।
৪. দোজখ খুব নিকৃষ্ট স্থান।
৫. বেহেশত মুত্তাকীদের স্থায়ী নিবাস।
৬. জান্নাতে শুধু শান্তি আর শান্তি।
৭. জান্নাতে যা কামনা করবে তাই পাবে।
৮. বেহেশতে আল্লাহর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. জাহান্নামের স্তর কয়টি?

ক. ৫টি
খ. ৬টি
গ. ৭টি
ঘ. ৮টি

২. سيق এর মূল অক্ষর কী?

ক. سقي
খ. سيق
গ. سوق
ঘ. سقو

৩. يتلون এর বাব কী?

ক. نصر
খ. ضرب
গ. سمع
ঘ. فتح

৪. الجنة শব্দের অর্থ কী?

ক. ফল
খ. ঝর্ণা
গ. বাগান
ঘ. সুখ

৫. زمر শব্দের অর্থ কী?

ক. বড় বড় দল
খ. একক ব্যক্তি
গ. সংঘবদ্ধ জামাত
ঘ. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ব্যাখ্যা কর : وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا

২. জাহান্নামিদের খাদ্য ও পানীয়ের বর্ণনা দাও।

৩. বেহেশতের পরিচয় দাও। বেহেশতে যাওয়ার শর্তসমূহ উল্লেখ কর।

৪. বেহেশত কয়টি ও কী কী? তা উল্লেখ কর।

৫. কুরআন সুন্নাহর আলোকে বেহেশতের কতিপয় নেয়ামত উল্লেখ কর।

৬. ترکیب কর : يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ

৭. তাহকিক কর : سِيْقَ، اِتَّقَوْا، اَلْجَنَّةُ، طِبْتُمْ، تَبَوَّأُ

২০২৫

৩য় পাঠ
খতমে নবুয়ত

মানবজাতিকে সত্যপথের দিশা দিতে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে অসংখ্য নবি ও রসুল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের ধারার শেষ পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ নবি ও রসুল হিসেবে হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে প্রেরণ করেছেন। এ বিশ্বাসকে ختم النبوة সংক্রান্ত আকিদা বলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
৪০. মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়; বরং তিনি আল্লাহর রসুল এবং শেষ নবি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সুরা আহযাব : ৪০)	مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰـكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِـيّٖنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا [الأحزاب: ٤٠]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

رجالكم : كم শব্দটি ضمير مجرور متصل আর رجال শব্দটি বহুবচন। একবচন رجل অর্থ তোমাদের পুরুষগণ।

رسول : একবচন, বহুবচন رسل মাদ্দাহ ر+س+ل অর্থ রসুল, দূত, সংবাদবাহক।
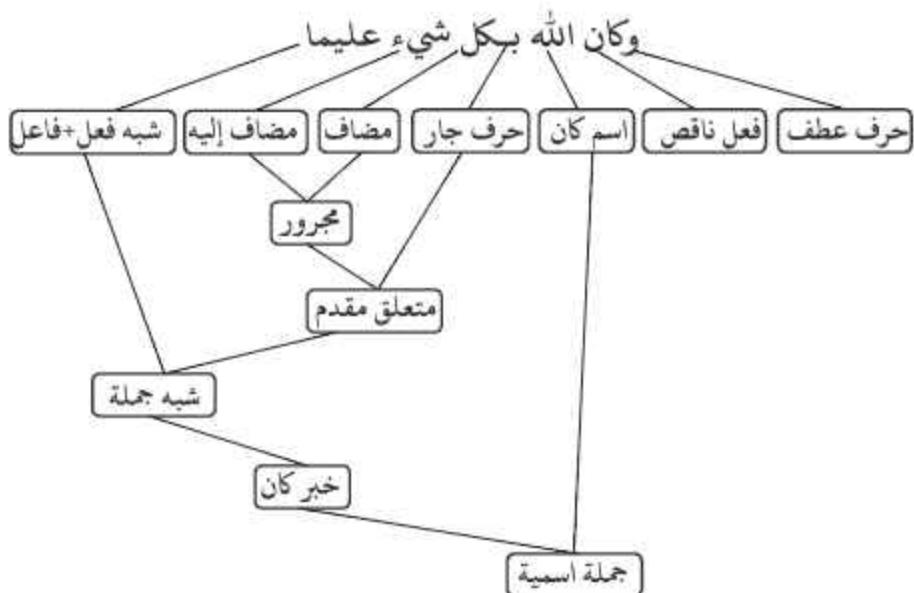
وخاتم : و শব্দটি حرف عطف আর خاتم শব্দটি একবচন, বহুবচন خواتيم অর্থ সীল, ছাপ, শেষ, সমাপ্তি।

النبيين : শব্দটি বহুবচন, একবচন النبي শব্দটি نبوة থেকে এসেছে। মাদ্দাহ ن + ب+ ء অর্থ নবিগণ।

شيء : শব্দটি একবচন, বহুবচনে أشياء অর্থ জিনিস, বস্তু, বিষয়।

عليما : صفة مشبهة ইহা আল্লাহ তাআলার ১টি সিফাতি নাম। অর্থ সর্বজ্ঞাত, মহাজ্ঞানী।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন এ পৃথিবীতে অসংখ্য নবি এবং রসুল প্রেরণ করেছেন। নবি প্রেরণের এ ধারাবাহিকতায় মহানবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে সর্বশেষ নবি এবং রসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি কোনো পুরুষের পিতা হিসেবে প্রেরিত হননি, বরং একজন নবি এবং রসুল হিসেবেই প্রেরিত হয়েছেন। সে কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ :

এ আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা হিসেবে তাফসিরে মাআরেফুল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, জাহেলি যুগের প্রথা অনুযায়ী মক্কার কাফেররা হজরত যায়েদ বিন হারেসা (رضي الله عنه) কে রসুল (ﷺ) এর সন্তান বলে মনে করত। যায়েদ (رضي الله عنه) হজরত যয়নাব (رضي الله عنها) কে তালাক দেওয়ার পর নবি (ﷺ) এর সাথে তার বিয়ে সংঘটিত হয়। এতে কাফিররা মহানবি (ﷺ) কে পুত্র বধুকে বিয়ে করেছেন বলে কটাক্ষ করত। এ ধারণা অপনোদনের জন্য এটুকু বলা যথেষ্ট ছিল যে, রসুল (ﷺ) হজরত যায়েদ এর পিতা নন, তার পিতার নাম হারেসা (رضي الله عنه)। এ ব্যাপারে এরশাদ হয়েছে ما كان محمد أبا أحد من رجالكم অর্থাৎ, রসুল (ﷺ) তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষের পিতা নন। যে ব্যক্তির সন্তান সন্ততিদের মধ্যে কোনো পুরুষ নেই তাঁর প্রতি এরূপ কটাক্ষ করা কিভাবে যুক্তি সংগত হতে পারে যে, তার পুত্র রয়েছে এবং তাঁর পরিত্যক্ত পত্নী, তাঁর পুত্রবধু বলে তার জন্য হারাম হবে। (তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন পৃ: ১০৮৬)

খতমে নবুয়ত সম্পর্কিত আলোচনা

খতমে নবুয়ত এর পরিচয় :

ختم النبوة একটি আরবি যৌগিক শব্দ। এখানে দুটি অংশ রয়েছে ختم ও النبوة

(ختم) খতম শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল সীল মারা, মোহরাঙ্কিত করা, কোনো বস্তুর শেষে পৌছা, সর্বশেষ বা চূড়ান্তরূপ ইত্যাদি। (মু'জামুল ওসিত)

এ শব্দটিকে তিনভাবে পড়া যায় خَاتِم (খাতেম) خَاتَم (খাতাম) خِتَام (খিতাম)। শব্দ কয়টির অর্থ হলো- শেষ। (লিসানুল আরব)

আল কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

{مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ} [الأحزاب: ٠]

(خاتم) খাতাম শব্দের (ت) তা অক্ষরে যবর দিয়ে পড়লে এর অর্থ দাঁড়ায় শেষ নবি। তাহলে উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি সু স্পষ্ট যে, খতমে নবুয়ত এর অর্থ হল নবুয়তের শেষ বা সমাপ্তি।

পরিভাষায়- খতমে নবুয়ত বলতে বুঝায় মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে নবুয়তের ধারার সমাপ্তি হওয়া যে, হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর পর আর কোনো নবি কিংবা রসুল আসবে না।

খতমে নবুয়ত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দলিল :

১ম দলিল :

{مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا} [الأحزاب: ٤٠]

মুহাম্মদ (ﷺ) যে সর্বশেষ নবি উল্লিখিত আয়াতটি এ কথার উপর সুস্পষ্টভাবে দালালত করে। মুহাম্মদ (ﷺ) এর পর কোনো নবি আসবেন না -এটি মুসলিম জাতির মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত।

২য় দলিল :

মহান আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

{اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا} [المائدة: ٣]

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।(সুরা মায়েদা:৩)

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা দীন ইসলামকেই একমাত্র ধর্ম হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং সকল প্রকার নেয়ামত পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে দীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। যার কারণে আর কোনো নতুন শরিয়ত প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। ফলে আর কোনো নবি আগমনের প্রয়োজনও নেই। অতএব আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে রসুল (ﷺ) এর শেষ নবি হওয়ার ব্যাপারটি সাব্যস্ত হয়ে যায়।

তাফসিরে ইবনে কাসিরে আল্লামা ইবনে কাসির (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে উম্মতের উপর বড় নেয়ামত। কেননা, আল্লাহ তাআলা উম্মতের উপর দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। যার ফলে উম্মতে মুহাম্মদি দ্বিতীয় কোনো নবি এবং ধর্মের প্রতি মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহ পাক সর্বশেষ নবি প্রেরণ করলেন মানুষ এবং জিনদের জন্য। সুতরাং তিনি যা হালাল করেছেন তা উম্মতের জন্য হালাল এবং যা হারাম করেছেন তা উম্মতের জন্য হারাম। আর তিনি যে শরিয়ত দিয়েছেন তা ছাড়া কোনো দীন নেই। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

৩য় দলিল :

{وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ} [البقرة: ٤]

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে সব বিষয়ের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার প্রতি এবং সে সব বিষয়ের উপর যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। (সুরা বাকারা : ৪)

উল্লেখিত আয়াতটিও রসুল (ﷺ) এর শেষ নবি হওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে দালালত করে। কেননা, মহান রব্বুল আলামিন পূর্ববর্তী নবিদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ইমান আনার কথা বলেছেন।

উল্লিখিত আয়াতটি যে খতমে নবুয়ত এর ব্যাপারে দলিল এ সম্পর্কে তাফসিরে মারেফুল কুরআনে বলা হয়েছে-

এ আয়াতের বর্ণনা রীতিতে একটি মৌলিক বিষয়ের মীমাংসাও বলে দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে মহানবি (ﷺ) ই শেষ নবি এবং তার নিকট প্রেরিত ওহিই শেষ ওহি। কেননা, কুরআনের পরে যদি কোনো আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকত, তবে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি যেভাবে ইমান আনার কথা বলা হয়েছে, পরবর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনার ব্যাপারেও একই কথা বলা হতো। বরং এর প্রয়োজনীয়তাই বেশী ছিল। কেননা, তাওরাত ও ইঞ্জিলসহ বিভিন্ন আসমানি কিতাবের প্রতি ইমান তো পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল এবং এগুলো সম্পর্কে কম বেশী সবাই অবগত ছিল। তাই মহানবি (ﷺ) এর পরেও যদি ওহি বা নবুয়তের ধারা অব্যাহত রাখা আল্লাহর অভিপ্রায় হত তবে অবশ্যই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং নবি রসুলের প্রতি ইমান আনার বিষয়টির সাথে পরবর্তী কিতাব

এবং নবি-রসুলের প্রতি ইমান আনার বিষয়টি সু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হতো। যাতে পরবর্তী লোকেরাও এ সম্পর্কিত বিভ্রান্তির কবল থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

কিন্তু কুরআনের যে সব জায়গায় ইমানের কথা উল্লেখ রয়েছে সেখানেই পূর্ববর্তী নবিদের এবং তাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহের উপর ইমান আনার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোথাও পরবর্তী কোনো কিতাবের কথা উল্লেখ নাই। পবিত্র কুরআন মাজিদে এ বিষয়ে ন্যূনতম পঞ্চাশটি স্থানে উল্লেখ রয়েছে। (তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন, পৃ-১৫)

আলোচ্য আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব। মুহাম্মদ (ﷺ) এর শরিয়তই শেষ শরিয়ত এবং হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) ই সর্বশেষ নবি।

পবিত্র হাদিস শরিফ থেকে খতমে নবুয়তের দলিল :

রসুল (ﷺ) শেষ নবি হওয়ার ব্যাপারে মুতাওয়াতির পর্যায়ে প্রায় অর্ধশতাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১ম হাদিস :

عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال : وانه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي (ابن حبان: ٧٢٣٨)

অর্থাৎ, হজরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রসুল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মধ্যে ৩০ জন মিথ্যাবাদীর আগমন ঘটবে। যারা প্রত্যেকেই নিজেকে নবি বলে দাবি করবে। অথচ আমি হলাম সর্বশেষ নবি আমার পরে আর কোনো নবি আসবে না। (ইবনে হিব্বান)

আলোচ্য হাদিসটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, রসুল (ﷺ) এরপর মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কেউ নবি বলে দাবি করবে না। সুতরাং একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রসুল (ﷺ) ই সর্বশেষ নবি এবং রসুল।

২য় হাদিস :

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِىَ الاَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ » (مسلم:١١٩٥)

অর্থাৎ, ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে সকল নবিদের ওপর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে ১. আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক ভাষা প্রদান করা হয়েছে ২. আমাকে ভয় ভীতির মাধ্যমে সাহায্য প্রদান করা হয়েছে ৩. আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ করা হয়েছে ৪. জমিনকে আমার জন্য পবিত্রতার

উপাদান এবং মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৬. আমাকে সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমার দ্বারা নবিগণের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। (মুসলিম-১১৯৫)

৩য় হাদিস :

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ « اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلاَ رَسُوْلَ بَعْدِى وَلاَ نَبِيَّ » (رواه الترمذي: ٢٤٤١)

হজরত আনাস (﵁) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুল (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয়ই নবুয়ত এবং রিসালাতের ধারা সমাপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আমার পরে আর কোনো রসুল এবং কোনো নবি আসবেন না। (তিরমিজি:২৪৪১)

৪র্থ হাদিস :

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِعَلِيٍّ « اَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى إِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِى » (رواه مسلم:٦٣٧٠)

হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (﵁) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুল (ﷺ) হজরত আলি (﵁) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ, যেরূপ মুসার সাথে হারুনের মর্যাদা। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবি নাই। (মুসলিম-৬৩৭০)।

সুতরাং উপরোক্ত হাদিসগুলো রসুল (ﷺ) এর শেষনবি হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। তাই রসুল (ﷺ) শেষ নবি হওয়ার ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

খতমে নবুয়ত সম্পর্কে কাদিয়ানিদের আপত্তি এবং তাদের জবাবে ওলামায়ে কিরামের বক্তব্য :

কাদিয়ানিদের আপত্তি এবং অভিমত :

সুরা আহযাবে রসুল (ﷺ) এর শেষ নবি হওয়ার ব্যাপারে যে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে সে আয়াতের ব্যাপারে কাদিয়ানিরা বলে যে এ আয়াতটি রসুল (ﷺ) এর শেষ নবি হওয়ার ব্যাপারে দালালাত করে না। তারা আয়াতটির তিন ধরনের তাবিল করে।

১. আয়াতে বর্ণিত খাতাম শব্দটি আখের বা শেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, বরং শব্দটি أفضل (আফজাল) বা উত্তম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. আয়াতে বর্ণিত "খাতাম" শব্দটি সিল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. আয়াতে বর্ণিত "খতামুন্নাবিয়িন" দ্বারা পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত সম্বলিত নবিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কিন্তু মুহাম্মদ নবিদের সমাপ্তকারী নন। (নাউজুবিল্লাহ)

তাদের আপত্তির জবাবে মুসলিম উলামায়ে কিরামের বক্তব্য :

তাদের প্রথম তাবিলে আয়াতে বর্ণিত "খাতাম" শব্দের অর্থ শেষ না ধরে আফজাল অর্থ ধরা সম্পূর্ণরূপে আরবি ভাষার নিয়ম, কুরআন, হাদিস ও ইজমায়ে উম্মত এবং মুফাসসিরদের মতের বিরোধী। কেননা মুফাসসিরগণ খাতাম শব্দের অর্থ শেষ ধরেছেন।

১. অভিধানবিদ ইমাম জাওহারি (র) বলেন, خاتمة الشيء آخره و محمد ﷺ خاتم الأنبياء .

অর্থাৎ, বস্তুর খাতিম তার শেষকে বলা হয়ে থাকে। আর মুহাম্মদ (ﷺ) হলেন নবিগণের শেষ।

২. বিশিষ্ট ভাষাবিদ ইবনে ফারিস (র.) বলেন,

(ختم) অর্থ বস্তুর শেষ প্রান্তে পৌছা। আর নবি করিম (ﷺ) খাতামুন নাবিয়্যিন। কেননা, তিনি নবিগণের সর্বশেষ নবি (মুজামু মাকায়সিল লুগাহ : ২৪৫)

৩. বিশিষ্ট ভাষাবিদ মজদুদ্দিন ফিরোজাবাদি (র) এর মতে, প্রত্যেক বস্তুর পরিণতি ও শেষ এর খাতিম এর ন্যায় জাতির সর্বশেষ ব্যক্তি খাতিম এর মত।

৪. ইমাম ইবনে জারির তাবারি (র.) বলেন- ولكن رسول الله و خاتم النبيين أي آخرهم অর্থাৎ, তিনি আল্লাহর রসুল ও নবিগণের শেষকারী অর্থাৎ, তাদের মধ্যে সর্বশেষ।

৫. ইমাম নাসাফি (র.) তার স্বীয় তাফসির গ্রন্থে এবং **ইমাম কুরতুবি (র.)** তার স্বীয় তাফসির গ্রন্থে (خاتم) খা-তাম শব্দটি আখির তথা শেষ অর্থে গ্রহণ করেছেন।

উপরোক্ত ভাষাবিদদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে خاتم অর্থ – শেষ। আর তারা যে خاتم এর অর্থ أفضل আফজাল গ্রহণ করেছে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সুতরাং তাদের মতটি গ্রহণযোগ্য নয়।

তাদের ২য় তাবিলের জবাব :

কাদিয়ানিরা আয়াতে বর্ণিত "খাতাম" শব্দের অর্থ "সিল" গ্রহণ করে, যা নিতান্তই খোঁড়া যুক্তি এবং অগ্রহণযোগ্য। কেননা, আরবগণ কখনোই একে মোহর তথা সিল অর্থে গ্রহণ করেননি।

স্বয়ং গোলাম আহমাদও একে মোহর তথা সিল অর্থে গ্রহণ করেনি। সে তার নিজের ব্যাপারে বলেছে كنت خاتما لأولاد أبويَّ আমি আমার পিতা মাতার সন্তানাদির খাতিম ছিলাম। অর্থাৎ সর্বশেষ সন্তান।

এখানে গোলাম আহমাদ নিজেও خاتم "খাতাম" শব্দের অর্থ "শেষ" গ্রহণ করে নিয়ে নবুয়তের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল, তারা যে দাবি করেছে তা সম্পূর্ণই অগ্রহণযোগ্য। যা কুরআন, হাদিস এবং ভাষাবিদদের মতামতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

তাদের ৩য় তাবিলের জবাব :

আয়াতে বর্ণিত নাবিয়্যিন দ্বারা শরিয়ত সম্বলিত নবির সমাপ্তকারী বলে তারা যে তাবিল করেছে, তা সম্পূর্ণ উদ্ভট এবং মিথ্যা যা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং আয়াতে বর্ণিত নাবিয়্যিন শব্দটি সাধারণ ও মুক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে।

উসুলে ফিকহের নিয়ম অনুযায়ী এ ধরনের শব্দকে বাক্যের মধ্যে যতক্ষণ না বিশেষ বা সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ততক্ষণ তা নিত্য অবস্থার উপরই গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ, মুক্ত অর্থ গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা শরিয়ত সম্বলিত এবং শরিয়ত ব্যতিত সকল নবিকেই শামিল করছে।

অন্য হাদিসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। রসুল (ﷺ) বলেছেন, বনি ইসরাইলকে নবিগণ পরিচালনা করতেন। যখনই তাদের একজন নবি বিদায় নিতেন তার স্থলে অন্য নবির আগমন হতো। তবে আমার পরে কোনো নবি নেই, অচিরেই অনেক খলিফার আগমন হবে।

অত্র হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ শরিয়ত সম্বলিত এবং শরিয়ত সম্বলিত নয় বলে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং তাদের তৃতীয় আপত্তিটিও সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হল।

সবশেষে এসে এ কথাই বলা যায় যে, তারা যে তিনটি আপত্তি করেছে তার দ্বারা রসুল (ﷺ) এর শেষ নবি না হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। কারণ তাদের প্রত্যেকটি আপত্তিই অগ্রহণযোগ্য।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. মুহাম্মদ (ﷺ) কোনো পুরুষের পিতা নন।
২. মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল।
৩. মুহাম্মদ (ﷺ) সর্বশেষ নবি।
৪. ইসলামি আকিদা অনুযায়ী গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ও তার অনুসারীরা কাফের।
৫. আল্লাহ তাআলা সবকিছুর খবর রাখেন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. خاتم শব্দের বহুবচন কী?

ক. خاتمة   খ. خواتم
গ. خاتمون   ঘ. خاتمات

২. সর্বশেষ নবির নাম কী?

ক. হজরত ইসা (আ.)   খ. হজরত হারুন (আ.)
গ. হজরত মুসা (আ.)   ঘ. হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)

৩. وكان الله بكل شيء عليما আলোচ্য আয়াতে الله শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে?

ক. خبر كان   খ. اسم كان

গ. مبتدأ   ঘ. خبر

৪. خاتم শব্দের অর্থ কী?

ক. শেষ   খ. উঁচু

গ. সম্মান   ঘ. শুরু

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

২. خَتْمُ النبوة বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর।

৩. কুরআনের দলিল দিয়ে প্রমাণ কর যে, মুহাম্মদ (ﷺ) শেষ নবি?

৪. হাদিসের আলোকে খতমে নবুয়ত প্রমাণ কর।

৫. وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا : কর تركيب

৬. তাহকিক কর : رِجَالٌ ، مُحَمَّدٌ ، رَسُوْلٌ ، عَلِيْمٌ ، اَلنَّبِيِّيْنَ

৪র্থ পাঠ
শাফায়াত

কিয়ামতের ময়দান হবে ভয়ানক বিভীষিকাময়। সেদিন সকলে নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু মহানবি (ﷺ) উম্মতকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর নিকট শাফায়াত করবেন। এ সম্পর্কে কুরআনি ঘোষণা হলো-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
২৫. আমি তোমার পূর্বে এমন কোন প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই অহি ব্যতিত যে, 'আমি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নেই; সুতরাং আমারই ইবাদত কর।'	٢٥. وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ
২৬. তারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা।	٢٦. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ
২৭. তারা তার আগ বাড়িয়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।	٢٧. لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ
২৮. তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। (সুরা আম্বিয়া : ২৫-২৮)	٢٨. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ [الأنبياء:٢٥-٢٨]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

وما أرسلنا: و শব্দটি حرف عطف ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي منفي معروف বাব إفعال মাসদার الإرسال মাদ্দাহ ر+س+ل জিনস صحيح অর্থ আর আমি রসুল প্রেরণ করি নাই।

نوحي : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيحاء মাদ্দাহ و+ح+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ আমি ওহি প্রেরণ করি।

فاعبدون : এখানে ف শব্দটি حرف عطف আর ن শব্দটি نون وقاية ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার العبادة মাদ্দাহ ع+ب+د জিনস صحيح অর্থ সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।

اتخذ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاتخاذ মাদ্দাহ أ+خ+ذ জিনস مهموز فاء অর্থ সে গ্রহণ করে।

مكرمون : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব إفعال মাসদার الإكرام মাদ্দাহ ك+ر+م জিনস صحيح অর্থ সম্মানিতগণ।

لا يسبقونه: ه শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব ضرب মাসদার السبق মাদ্দাহ س+ب+ق জিনস صحيح অর্থ তারা তার আগে বাড়ে না, অগ্রসর হয় না।

يعملون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার العمل মাদ্দাহ ع+م+ل জিনস صحيح অর্থ তারা আমল বা কাজ করে।

ولا يشفعون: و শব্দটি حرف عطف ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব فتح মাসদার الشفاعة মাদ্দাহ ش+ف+ع জিনস صحيح অর্থ তারা সুপারিশ করে না।

ارتضى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الارتضاء মাদ্দাহ ر+ض+و জিনস ناقص واوي অর্থ তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

مشفقون : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإشفاق মাদ্দাহ ش+ف+ق জিনস صحيح অর্থ ভীতুগণ।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

এ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা যত নবি-রসুল প্রেরণ করেছেন সকলের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ছিল শিরক থেকে দূরে থেকে একমাত্র তার ইবাদত করা। এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর মাখলুক বা তার সৃষ্টি। তিনি সন্তান গ্রহণ থেকে মুক্ত। আর এটা তার জন্য সমীচীনও নয়। সুতরাং ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার কন্যা নয়। তিনি মানুষের পূর্বের ও পরের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা নবি-রসুলদেরকে শাফায়াত করার অনুমতি প্রদান করবেন। তারা শুধু মুত্তাকি বান্দা তথা আল্লাহ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। আলোচ্য আয়াতগুলোতে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

টীকা :

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا এর ব্যাখ্যা :

আলোচ্য আয়াতটি خزاعة গোত্র সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। তারা ফেরেশতাদের ইবাদত করত এই উদ্দেশ্যে যে, ফেরেশতারা তাদের জন্য সুপারিশ করবে। অথচ ফেরেশতারা হলো আল্লাহর বান্দাহ। যেমন আল্লাহর বাণী- بل عباد مكرمون বরং তারা হলো আল্লাহর সম্মানিত বান্দাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ করা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। যেমন আল্লাহর বাণী- لم يلد ولم يولد অর্থাৎ, তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। (সুরা ইখলাছ)

এছাড়াও সুরা জিনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন- ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা কোনো পত্নী ও সন্তান গ্রহণ করেন নি। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের এই সব ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা এসব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

لا يشفعون إلا لمن ارتضى :

আল্লাহর বাণী- لا يشفعون إلا لمن ارتضى অর্থাৎ, তারা (ফেরেশতারা) ঐ ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যারা তাওহিদের স্বীকৃতি দিয়েছে তাদের জন্য ফেরেশতারা সুপারিশ করবে। হজরত মুজাহিদ (রহ.) বলেন, যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পরকালে সুপারিশ করবে এবং দুনিয়াতে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। (কুরতুবি)

শাফায়াতের পরিচয় :

الشفاعة শব্দটি اسم مصدر এটি বাব فتح এর অন্তর্গত الشفع থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. সাহায্য করা ২. সুপারিশ করা ৩. সহানুভূতি প্রদর্শন করা।

পারিভাষিক পরিচয় : শাফায়াতের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লামা মুফতি আমিমুল ইহসান (রহ.) বলেন- অন্যের সাহায্যার্থে ও তার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার উদ্দেশ্যে তার সাথে মিলিত হওয়ার নামই শাফায়াত। মূল কথা হলো, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তিকে তার অপরাধ ও শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করাকে শাফায়াত বলা হয়। শাফায়াত সম্পর্কে বিশ্বাস করা ইমানের অঙ্গ এবং অস্বীকার করা কুফরি।

শাফায়াতের স্তর : শাফায়াতের মোট ৪টি স্তর রয়েছে। যথা-

১. নবি করিম (ﷺ) এর খাস শাফায়াত, যা তিনি হাশরবাসীর জন্য কিয়ামতের ময়দানের কষ্ট থেকে মুক্তি ও তাদের দ্রুত হিসাবের উদ্দেশ্যে করবেন।
২. এমন শাফায়াত, যা রসুল (ﷺ) এর সাথে খাস এবং যা তিনি উম্মতকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য করবেন।
৩. তৃতীয় স্তরের শাফায়াত হলো ঐ সকল লোকদের জন্য, যাদের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল।
৪. ৪র্থ হলো ঐ সকল লোকদের জন্য, যারা অপরাধের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছিল তবে তারা মুমিন ছিল।

শাফায়াত সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ :

খারেজি, মুতাজিলা ও অন্যান্য কতিপয় ফেরকা, কবিরা গুনাহকারীর জন্য শাফায়াত অস্বীকার করে থাকে।

তারা দলিল হিসাবে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে উল্লেখ করে। যেমন-

{وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ} [البقرة: ٤٨]

সেদিন কারো সুপারিশ গৃহীত হবে না, কারো নিকট থেকে ক্ষতি পূরণ গ্রহণ করা হবে না এবং তারা সাহায্যও পাবে না।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর সে দিন আসার পূর্বে, যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না। (বাকারা-২৫৪)

তিনি আরো বলেন, যখন আল্লাহ তাআলা ব্যতিত অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না। (আনআম : ৭০)

উপরের আয়াতগুলো থেকে মুতাজিলা ও অন্যান্য ফেরকার অনুসারীগণ দাবি করেন যে, কিয়ামতের দিন কারো জন্য কোনো শাফায়াত থাকবে না।

মুলত এসব আয়াতের অর্থ তা নয়। এসব আয়াতে মূলত শাফায়াতের বিষয়ে মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল যে ফেরেশতাগণ, নবিগণ বা আল্লাহর প্রিয় পাত্রগণ শাফায়াতের ক্ষমতা ও অধিকার সংরক্ষণ করেন।

অথচ শাফায়াতের ক্ষমতা ও অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো- আল্লাহ তাআলার নিকট যে ব্যক্তি শাফায়াতের অনুমতি গ্রহণ করবেন এবং যার জন্য শাফায়াত করবেন তার প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট থাকলে শাফায়াতের সুযোগ দিবেন। যেমন আল্লাহর বাণী- [الأنبياء:] {وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ} অর্থাৎ, তারা সুপারিশ করবে শুধু তাদের জন্য, যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট এবং তারা তার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। (আম্বিয়া-২৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, যাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ব্যতিত অন্য কারো সুপারিশ গৃহীত হবে না। (সাবা-২৩)

উপরের আয়াতগুলি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা যাকে সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রদান করবেন সে আল্লাহর ইচ্ছায় সুপারিশ করতে পারবেন।

তাছাড়া অগণিত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন নবিগণ, আলেম ও শহিদগণ এবং মানুষের বিভিন্ন আমল সুপারিশ করবে।

হাদিসে বর্ণিত শাফায়াতের পর্যায় গুলোকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়-

১. الشفاعة العظمى : শাফায়াতে উজমা। এর দ্বারা রসুল (ﷺ) কর্তৃক বিচার শুরুর পূর্বে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করা বুঝায়।

২. রসুল (ﷺ) এর শাফায়াতে তার উম্মতের কিছু মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৩. রসুল (ﷺ) এর শাফায়াতে অনেক গুনাহগার ক্ষমা পাবে।

৪. রসুল (ﷺ) এর সুপারিশে অনেক জাহান্নামি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে।

৫. উম্মতে মুহাম্মদির উলামা ও শহিদগণ শাফায়াত করবেন।

৬. সন্তানগণ পিতামাতার জন্য শাফায়াত লাভ করবেন।

৭. কুরআন তার তেলাওয়াতকারী ও আমলকারীর জন্য শাফায়াত করবে।

পরকালের শাফায়াতের বিষয়টি পার্থিব শাফায়াতের মতো নয় :

পরকালে আল্লাহর নিকট শাফায়াতের বিষয়টি দুনিয়ায় পরস্পরের নিকট শাফায়াত করা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা, সেদিন যাকে ইচ্ছা তার জন্য শাফায়াত করা যাবে না। শাফায়াতের বিয়ষটি সম্পূর্ণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রনাধীন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন : قل لله الشفاعة جميعا (হে রসুল) আপনি বলে দিন, শাফায়াতের বিষয়টি আল্লাহর নিয়ন্ত্রনাধীন। অথচ দুনিয়াতে যাকে ইচ্ছা শাফায়াত করা যায়।

পরকালে কারা শাফায়াতের অনুমতি পাবেন :

পরকালে কেবল তারাই শাফায়াত করার অনুমতি পাবেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা অনুমতি প্রদান করবেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন- ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له অর্থাৎ, তার নিকট কেবল তাদের সুপারিশই উপকারী হবে যাদেরকে তিনি সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। (সুরা সাবা-২৩)

কুরআন ও হাদিসের বর্ণনানুযায়ী যারা শাফায়াত করতে পারবেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন-

ক. রসুল (ﷺ) ও অন্যান্য নবিগণ। খ. মুমিন ব্যক্তি।
গ. মুমিনদের মৃত নাবালেগ শিশু। ঘ. আলেমগণ।
ঙ. শহিদগণ। চ. ফেরেশতাগণ।
ছ. কুরআন মাজিদ। জ. রোজা। ইত্যাদি

শাফায়াতের পর্যায় : শাফায়াতের পর্যায় ২টি।

ক. শাফায়াতের ১ম পর্যায়। খ. শাফায়াতের ২য় পর্যায়।

শাফায়াতের প্রথম পর্যায় : রসুল (ﷺ) এর শাফায়াত। হাশরের ময়দানে বিচার চলাকালীন রসুল (ﷺ) একাধিক শাফায়াত করবেন। হাদিসের বর্ণনানুযায়ী তা নিম্নরূপ-

১. **শাফায়াতে কোবরা:** এটা প্রথম শাফায়াত, যা হাশরের মাঠের ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য করবেন।

২. দ্বিতীয় শাফায়াত হবে উম্মতের মধ্যকার কতিপয় লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য।

৩. রসুল (ﷺ) এমন লোকদের জন্য শাফায়াত করবেন যাদের পাপ ও পূণ্য সমান হবে তাদের মুক্তির জন্য।

৪. চতুর্থ শাফায়াত ঐ সকল লোকদের জন্য যাদের পাপের সংখ্যা পূণ্যের চেয়ে অল্প পরিমাণে বেশি।

৫. পঞ্চম শাফায়াত সকল জান্নাতিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবার জন্য।

শাফায়াতের দ্বিতীয় পর্যায় : জান্নাতি ও জাহান্নামিদের মাঝে ফয়সালার পর পুনরায় আল্লাহ তাআলা শাফায়াতের অনুমতি প্রদান করবেন।

জান্নাতবাসীদের জন্য রসুল (ﷺ) এর শাফায়াত :

রসুল (ﷺ) জান্নাতবাসীদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে সুপারিশ করবেন।

মুমিন জাহান্নামীদের জন্য রসুল (ﷺ) এর শাফায়াত : হাশরের ময়দানে যে সকল মুমিন ব্যক্তি শিরক ছাড়া অন্যান্য অপরাধের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে তাদের জন্য এ পর্যায়ে রসুল (ﷺ) শাফায়াত করবেন। যেমন হাদিসে এসেছে রসুল (ﷺ) বলবেন- ربي أمتي ربي أمتي فيحد له حدا فيدخلهم الجنة অর্থাৎ, রসুল (ﷺ) বলবেন, আমার উম্মত, আমার উম্মত তখন আল্লাহ তাকে শাফায়াতের জন্য একটা সীমারেখা নির্ধারণ করে দিবেন। ফলে তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (বুখারি)

কবিরা গুনাহকারীদের জন্য শাফায়াত সাব্যস্ত কিনা : পবিত্র কুরআন ও হাদিস প্রমাণ করে যে, কবিরা গুনাহকারীদের জন্য আল্লাহর দরবারে শাফায়াত গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন : হাদিস শরিফে আছে شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي আমার সুপারিশ আমার উম্মতের কবিরা গুনাহকারীদের জন্য। (আবু দাউদ)

মুশরিকদের জন্য কারো শাফায়াত নেই : মুলত শাফায়াত হলো জাহান্নামবাসীদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণা নাজিলের একটি বিশেষ মাধ্যম। আর মুশরিকরা এই করুণা পাওয়ার যোগ্য নয়, যার কারণে তারা যেমন রসুল (ﷺ) এর শাফায়াত পেয়ে সৌভাগ্যবান হবে না, তেমনি তারা অপর কোনো মুমিনের শাফায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্যও হবে না। যেমন রসুল (ﷺ) বলেন- أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه আমার শাফায়াতে সে লোকই ধন্য হবে, যে নিজ থেকে একনিষ্ঠভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর স্বীকৃতি দিয়েছে। (বুখারি শরিফ) সুতরাং আলোচ্য হাদিস প্রমাণ করে যে, মুশরিকদের জন্য কোনো শাফায়াত নেই।

পরকালে রসুল (ﷺ) এর শাফায়াতের সংখ্যা :

ইবনে আবিল ইজ্জ বলেন, রসুল (ﷺ) পরকালে মোট আট বার শাফায়াত করবেন। ইমাম নববি বলেন, মহানবি (ﷺ) মোট ৫ বার করবেন। কিন্তু সোলায়মান ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, রসুল (ﷺ) পরকালে মোট ৬ বার শাফায়াত করবেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর এই শাফায়াতের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. আল্লাহ তাআলা এক ও অদ্বিতীয়।
২. ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার বান্দা, সন্তান নন।
৩. ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার বাধ্যবান্দা।
৪. ফেরেশতারা কিয়ামতে শাফায়াত করতে পারবেন।
৫. আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও অনুমোদন ছাড়া শাফায়াত চলবে না।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. مشفقون অর্থ কী?

ক. একজন (পু.) ভীত | খ. সকল (পু.) ভীত
গ. একজন (পু.) খুশি | ঘ. সকল (পু.) খুশি

২. শাফায়াতের পর্যায় কতটি?

ক. ২টি | খ. ৩টি
গ. ৪টি | ঘ. ৫টি

৩. শাফায়াত অস্বীকারকারীকে কাদের সাথে তুলনা করা যায়?

ক. শিয়া | খ. মুরজিয়া
গ. সুন্নি | ঘ. মুতাজিলা

৪. শাফায়াত অস্বীকার কাজটি কোন পর্যায়ের?

ক. شرك | খ. كفر
গ. فسق | ঘ. جهل

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ব্যাখ্যা কর : وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا

২. শাফায়াতের পরিচয় ব্যাখ্যা কর।

৩. শাফায়াতের স্তরসমূহ উল্লেখ কর।

৪. শাফায়াতের পর্যায় কয়টি ও কী কী? তা উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর।

৫. تركيب কর : وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ

৬. তাহকিক কর : اِرْتَضٰى، يَعْمَلُوْنَ، اِتَّخَذَ، نُوْحِيْ، مُكْرَمُوْنَ

২য় পরিচ্ছেদ

ইলম

১ম পাঠ

জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত
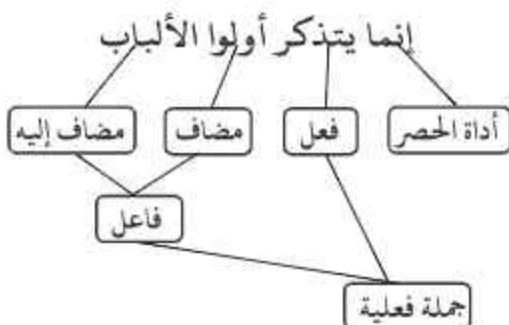
মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। তার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞানে। জ্ঞানের কারণেই ফেরেশতারা আদম (عليه السلام)কে সাজদা করেছিল। তাইতো ইসলামে জ্ঞানের মর্যাদা অনেক বেশী। জ্ঞানের মর্যাদা সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
৯. যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন যামে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে তা করে না? বলুন, 'যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?' বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। (সুরা জুমার : ৯)	اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهٖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ [الزمر: ٩]
১১. হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিও, আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন এবং যখন বলা হয়, 'উঠে যাও', তোমরা উঠে যেও। তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। (সুরা মুজাদালা: ১১)	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ [المجادلة: ١١]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

قانت : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার القنوت মাদ্দাহ ق+ن+ت জিনস صحيح অর্থ অনুগত, ধার্মিক।

ساجد : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার السجود মাদ্দাহ س+ج+د জিনস صحيح অর্থ সাজদাকারী।

يرجو : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الرجاء মাদ্দাহ ر+ج+و জিনস ناقص واوي অর্থ সে আশা করে।

يتذكر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التذكر মাদ্দাহ ذ+ك+ر জিনস صحيح অর্থ সে উপদেশ গ্রহণ করে।

قيل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق+و+ل জিনস أجوف واوي অর্থ তাকে বলা হলো।

تفسحوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعل মাসদার التفسح মাদ্দাহ ف+س+ح জিনস صحيح অর্থ তোমরা প্রশস্ত করো।

يفسح : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার الفسح মাদ্দাহ ف+س+ح জিনস صحيح অর্থ তিনি প্রশস্ত করে দিবেন।

انشزوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার النشز মাদ্দাহ ن+ش+ز জিনস صحيح অর্থ তোমরা উঠে যাও।

يرفع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার الرفع মাদ্দাহ ر+ف+ع জিনস صحيح অর্থ তিনি উচু করে দিবেন।

درجات : শব্দটি বহুবচন, একবচনে درجة মাদ্দাহ د+ر+ج জিনস صحيح অর্থ শ্রেণি, মর্যাদা, পদ।

خبير : صفة مشبهة এটা আল্লাহ তাআলার একটি সিফাতি নাম। মাদ্দাহ خ+ب+ر জিনস صحيح অর্থ মহাবিজ্ঞ, সর্বজ্ঞ।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল বান্দাদের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, জ্ঞানীরা এবং মূর্খেরা কি সমান? পরবর্তী আয়াতে জ্ঞানীদের মর্যাদার নিদর্শন স্বরূপ মজলিসে তাদের সম্মান প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে এ মর্যাদা আল্লাহ তাআলারই দান।

শানে নুজুল : ইবনে আবি হাতেম (রহ.) মুকাতিল থেকে বর্ণনা করেন

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا ... الخ আয়াতটি জুমার দিনে নাজিল হয়। বদরি সাহাবিদের কয়েকজন আগমন করল, কিন্তু মজলিসে জায়গার সংকীর্ণতা ছিল। এজন্য তাদের জন্য জায়গা করে দেওয়া হলো না। ফলে তারা পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। তখন রসুল (ﷺ) বদরি সাহাবিদের সংখ্যা অনুযায়ী কয়েক জন লোককে মজলিস থেকে উঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে বসতে দিলেন।এতে উক্ত লোকজন অসন্তুষ্ট হলো। তখন এ আয়াতটি নাজিল হয়।

টীকা :

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَاۤئِمًا ... الخ:

যারা স্বীয় প্রভূর রহমতের আশায় এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার ভয়ে সেজদা ও কিয়াম করে রাত কাটায়, তারা এবং যারা এরূপ করে না তারা কি সমান ? [আবু হাইয়ান (র.) বলেন এর দ্বারা বুঝা যায়, দিনে কিয়াম অপেক্ষা রাতের কিয়াম উত্তম] অতঃপর বলা হলো, যারা জ্ঞানী এবং যারা জ্ঞানী নয় তারা কি সমান? কখনো সমান নয়। কেননা, যে আলেম সে সত্য বুঝে এবং এস্তেকামাতের পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। পক্ষান্তরে, যে জাহেল সে ভ্রষ্ঠতার মাঝে হাবুডুবু খায়। (التفسيرا لمنير)

আবু হাইয়ান (রহ.) বলেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষের কামালিয়াত বা পূর্ণতা ২টি গুণের মধ্যে সীমিত, আর তা হলো ইলম এবং আমল। সুতরাং যেমন জ্ঞানী ও জাহেল সমান নয়। তদ্রূপ অনুগত এবং অবাধ্য বান্দা সমান নয়। আর এখানে علم দ্বারা ঐ ইলম উদ্দেশ্য, যা দ্বারা আল্লাহ তাআলার মারেফাত অর্জিত হয় এবং বান্দা তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে নাজাত পায়। (التفسير المنير)

ড. ওয়াহবা জুহাইলি বলেন "আয়াতে মুমিনদের গুণ বর্ণনায় ইলম এর পূর্বে আমলের বর্ণনা এনে আমলের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। কেননা, যে ইলম অনুযায়ী আমল করা হয় না তা মুলত علم ই নয়।

ড. জুহাইলি আরো বলেন, هل يستوى الذين ... الخ আয়াতে علم এবং علماء দের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, علم বা জ্ঞান এর গুরুত্ব ও ফজিলত অনেক। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো–

ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত:

ইলমের ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

١- {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ} [الزمر: ٩]

যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান ?

٢- {يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: ١١]

তোমাদের মধ্যে যারা ইমানদার এবং যারা জ্ঞানী আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদাকে বহুগুণে উন্নত করেন।

٣- {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا} [البقرة: ٢٦٩]

যাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাকে প্রভূত কল্যাণ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত ৩টি দ্বারা ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত বুঝা যায়। কেননা, আল্লাহ তাআলাই আলেমদের মর্যাদা উন্নত করেছেন এবং তিনিই তাদেরকে প্রভূত কল্যাণ দানের ঘোষণা দিয়েছেন।

তাছাড়াও ইলমের গুরুত্বের আরেকটি কারণ হলো, ইলম নবিদের রেখে যাওয়া সম্পদ। যেমন হাদিস শরিফে আছে–

وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ (أبو داود:٣٦٤٣)

নিশ্চয় নবিরা দিরহাম বা দিনারের উত্তরাধিকারী বানান না। তারা ইলমের উত্তরাধিকারী বানান।

অন্য হাদিসে আছে– مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ (البخاري: ٧١) অর্থ- আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের তত্ত্বজ্ঞান দান করেন।

তাছাড়া মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহ পাকের দান বা নেয়ামত বিরাজমান। এ নেয়ামতরাজির মধ্যে ইলম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। ইলমের মাধ্যমেই তিনি আদি মানব হজরত আদম (عليه السلام) কে ফেরেশতাকুলের উপর মর্যাদা দিয়েছিলেন।

হজরত সুলায়মান (عليه السلام) কে ইলম ও সম্পদ এর মাঝে এখতিয়ার দিলে তিনি ইলম গ্রহণ করেন। ফলে তাকে মালও দেওয়া হল।

ইলম যে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ দান- এ সম্পর্কে হজরত আলি (رضي الله عنه) বলেন,

رَضِيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا+ لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجُهَّالِ مَالٌ

فَاِنَّ الْمَالَ يَفْنٰى عَنْ قَرِيْبٍ+ وَاِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَّا يَزَالُ

অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ তাআলার বন্টনে সম্মত আছি। তিনি আমাদেকে ইলম ও আমাদের শত্রুদেরকে সম্পদ দিয়েছেন। কারণ সম্পদ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়, কিন্তু ইলম সর্বদা বাকি থাকে।

ইলমের গুরুত্বের কারণেই হাদিস শরিফে আমলের চেয়ে ইলমকে উত্তম বলা হয়েছে। যেমন-

১. হাদিস শরিফে আছে–

عن حذيفة بن اليمان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم فضل العلم خير من فضل العبادة (الطبراني:٣٩٦٠)

অতিরিক্ত ইলম অতিরিক্ত ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। (তবারানি-৩৯৬০)

২. হজরত ইবনে উমার (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে–

عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : قليل العلم خير من كثير العبادة (الطبراني في الأوسط)

অনেক ইবাদত অপেক্ষা অল্প ইলমও ভাল। (তবারানি)

৩. ইলমের মর্যাদা বর্ণনায় হাদিস শরিফে আরো বলা হয়েছে–

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة" (الطبراني في الأوسط)

ইলম শিখতে শিখতে যার মৃত্যু আসে আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাত হবে এমতাবস্থায় যে, তার মাঝে এবং নবিদের মাঝে নবুয়তের মর্যাদার পার্থক্য ছাড়া কোনো পার্থক্য থাকবে না।

৪. ইলমের ফজিলত বর্ণনায় হাদিস শরিফে আরো আছে–

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ (رواه أبو داود رقم :٣٦٤٣و الترمذي رقم : ٢٦٨٢ وابن ماجة رقم: ٢٢٣)

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণে রাস্তায় চলে তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। আর ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীর কর্মের সম্মানে তাদের পাখা বিছিয়ে দেয়। আর আলেমের জন্য আসমান ও জমিনের সবাই ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মাছও। আর আবেদের উপর আলেমের মর্যদা ঐরূপ, যেরূপ সমস্ত তারকার উপর পুর্ণিমার রাতের চাঁদের মর্যাদা।

৫. ইলমের ফজিলতে আরো বর্ণিত আছে–

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم

يعلمه أخاه المسلم . (رواه ابن ماجة:٢٤٣)

সর্বোত্তম সদকাহ হলো কোনো মুসলিম ব্যক্তির علم শিখে তা অপর কোনো মুসলিম ভাইকে শিক্ষা দেওয়া।

৬. আরো বর্ণিত আছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُبْعَثُ الْعَالِمُ وَالْعَابِدُ، فَيُقَالُ لِلْعَابِدِ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ: اثْبُتْ حَتّٰى تَشْفَعَ لِلنَّاسِ بِمَا اَحْسَنْتَ اَدَبَهُمْ " (البيهقي في شعب الإيمان:١٥٨٨)

আলেম ও আবেদের পূণরুত্থান হবে। অতঃপর আবেদকে বলা হবে তুমি জান্নাতে যাও। আর আলেমকে বলা হবে তুমি দাঁড়াও, যাতে তুমি মানুষকে যে আদব শিক্ষা দিয়েছ সে কারণে তাদের সুপারিশ করতে পার।

৭. অন্য হাদিসে বলা হয়েছে–

فَضْلُ هٰذَا الْعَالِمِ الَّذِى يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِى يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِي عَلٰى اَدْنَاكُمْ رَجُلاً (رواه الدارمي:٣٤٩)

যে আলেম ফরজ নামাজ পড়ার পর মানুষকে কল্যাণের শিক্ষাদানে বসে যায় সে ঐ আবেদ থেকে যে দিনে রোজা রাখে এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে তদ্রূপ উত্তম, যেমন আমি তোমাদের সর্বনিম্ন ব্যক্তি থেকে উত্তম।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا ... الخ :

ওহে ইমানদারগণ! যদি তোমাদের বলা হয় মজলিসে জায়গা প্রশস্ত কর, তবে তোমরা প্রশস্ত করে দিও। তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাদের জন্য জান্নাতে জায়গা প্রশস্ত দিবেন।

ড. জুহাইলি বলেন, আয়াতটি মুসলমানদের সকল নেক মজলিসের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। চাই সেটা যুদ্ধের মজলিস হোক বা জিকিরের মজলিস বা ইলমের মজলিস হোক বা জুমা অথবা ইদের মজলিস হোক না কেন। যে প্রথমে আসবে সেই প্রথমে বসবে। তবে আগমনকারী ভাইয়ের জন্য জায়গা প্রশস্ত করতে হবে। যেমন হাদিস শরিফে আছে, কোনো ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তিকে তার মজলিশে বসার জন্য না উঠায়। বরং তোমরা মজলিস প্রশস্ত কর। (তিরমিজি)

হাদিস শরিফে আছে, মহানবি (ﷺ) মজলিসে যেখানে জায়গা পেতেন সেখানেই বসে যেতেন। তবে তার থেকেই মজলিস শুরু হতো। সাহাবায়ে কেরাম তাদের স্তর অনুযায়ী বসতেন। আবু বকর (رضي الله عنه) ডান পাশে বসতেন, উমার (رضي الله عنه) বামপাশে বসতেন এবং উসমান ও আলি (رضي الله عنهما) সামনে বসতেন।

মুসলিম শরিফে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে রসুল (ﷺ) বলেছেন–

لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُوْلُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ (مسلم:١٠٠٠)

আমার পাশে যেন তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী এবং বয়স্ক তারা থাকে। অতঃপর যারা জ্ঞানী, অতঃপর যারা জ্ঞানী ।

এজন্যই যখন বদরি সাহাবারা আসল মহানবি (ﷺ) কয়েকজনকে উঠিয়ে তাদেরকে সে স্থানে বসতে দিলেন। এর দ্বারা মর্যাদাবানদের মর্যাদা দিলেন এবং জ্ঞানী বা আলেমদের সম্মান দেখালেন।

ইলমের কারণেই শিকারি কুকুরের শিকার ইসলামে হালাল বলা হয়েছে। অথচ সাধারণ কুকুরের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, তা যদি কোনো পাত্রে মুখ লাগায় তবে ৭ বার পানি দিয়ে এবং ১বার মাটি দিয়ে ধৌত করতে হবে।

এর দ্বারাও ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত প্রমাণিত হয়।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১। রাত জেগে নফল পড়া আল্লাহর নিকট মর্যাদা লাভের অন্যতম কারণ।

২। আলেমের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি।

৩। মজলিসে আলেমদেরকে সম্মান দেওয়া আবশ্যক।

৪। মজলিসের কর্তা কাউকে উঠিয়ে দিলে তার উঠে যাওয়া কর্তব্য।

৫। আল্লাহ তাআলা ইমানদার জ্ঞানীদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন ।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. قِيل এর মূল অক্ষর কী ?

ক. قول খ. قيل

গ. وقل ঘ. ولي

২. قانت অর্থ কী ?

ক. অনুগত খ. ভদ্র

গ. সরল ঘ. চরিত্রবান

৩. ফেরেশতা কর্তৃক আদম (عليه السلام)কে সাজদা করার কারণ কী ছিল?

ক. জ্ঞান খ. বয়স

গ. দীর্ঘকায় ঘ. আমল

৪. اُنْشُزُوْا শব্দের অর্থ কী?

ক. উঠে যাও খ. উঁচু কর

গ. সাহায্য কর ঘ. দীর্ঘ কর

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

২. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا....الخ আয়াতের শানে নুজুল লেখ।

৩. ইলমের ফজিলত বর্ণনা কর।

৪. ইলমের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ।

৫. اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُوْلُوْ الْأَلْبَابِ : ترکیب কর

৬. তাহকিক কর : يَتَذَكَّرُ، يَرْفَعُ، دَرَجَاتٌ، سَاجِدٌ، قَانِتٌ

২য় পাঠ

জ্ঞানের মাধ্যমে চরিত্র গঠন

মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে পার্থক্য হয় জ্ঞানের দ্বারা। জ্ঞান মানুষকে মহৎ বানায়। জ্ঞানের মাধ্যমেই ভাল ও মন্দের মাঝে পার্থক্য করা যায়। তাইতো যিনি যত জ্ঞানী তিনি তত চরিত্রবান হবেন, এটাই জ্ঞানের দাবি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
৭৯. কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুয়ত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, 'আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও', এটা তার জন্য সঙ্গত নয়; বরং 'তোমরা রব্বানি হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।' (সুরা আলে ইমরান: ৭৯)	مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ . [آل عمران: ٧٩]

تحقيقات الألفاظ : শব্দ বিশ্লেষণ

أن يؤتيه : এখানে أن টি حرف ناصب আর ه শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيتاء মাদ্দাহ أ+ت+ي জিনস مركب অর্থ তিনি তাকে দেন।

الحكم : শব্দটি মাসদার, মাদ্দাহ ح + ك +م অর্থ প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, বিজ্ঞতা।

الكتاب : শব্দটি একবচন, বহুবচনে الكتب মাদ্দাহ ك + ت+ب জিনস صحيح অর্থ বই। এখানে كتاب দ্বারা উদ্দেশ্য পবিত্র কুরআন।

يقول : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق+و+ل জিনস أجوف واوي অর্থ তিনি বলেন।

تُعَلِّمُوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التعليم মাদ্দাহ ع+ل+م জিনস صحيح অর্থ তোমরা শিক্ষা দাও।

الدرس মাসদার نصر বাব مضارع مثبت معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر ছিগাহ : تدرسون মাদ্দাহ د+ر+س জিনস صحيح অর্থ তোমরা পাঠ কর।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

সুরা আলে ইমরানের আলোচ্য আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা যাকে নবুওয়াত ও হেকমত দান করেছেন, তার জন্য আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি দাওয়াত না দিয়ে নিজের ইবাদতের প্রতি আহবান করা শোভনীয় নয়। বরং জ্ঞানীরা ইলমের চাহিদার কারণে আমলদার হবেন।

শানে নুজুল :

১. ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, আবু রাফে কুরাজি বলেন, যখন নাজরানের ইহুদি ও নাসারা পাদ্রীগণ নবি করিম (ﷺ) এর নিকট একত্রিত হলো, নবি করিম (ﷺ) তাদেরকে ইসলামের দিকে ডাকলেন। তারা বলল, হে মুহাম্মদ (ﷺ)! আপনি কি চান যে, নাসারারা ইসা (عليه السلام) কে যেভাবে ইবাদত করে আমরাও আপনার ঐরূপ ইবাদত করি? নবি করিম (ﷺ) বললেন, معاذ الله তখন আল্লাহ তাআলা অত্র আয়াত নাজিল করেন। (বায়হাকি)

২. হাসান বসরি (র) বলেন, আমার নিকট এ মর্মে হাদিস পৌছেছে যে, এক ব্যক্তি রসুল (ﷺ) কে বলল, হে আল্লাহর রসুল (ﷺ)! আমরা পরস্পরকে যেভাবে সালাম দেই আপনাকেও তদ্রূপ সালাম দেই। আমরা কি আপনাকে সাজদা করব না ? তিনি বললেন, না। তবে তোমরা তোমাদের নবিকে সম্মান কর এবং হকদারকে হক দিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলা ছাড়া কাউকে সাজদা করা বৈধ নয়। [তাফসিরে মুনির)

টীকা :

ما كان لبشر ... الخ : কোনো মানুষের জন্য এটা শোভনীয় নয় যাকে আল্লাহ তাআলা কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিয়েছেন এবং নবুয়াত দান করেছেন, অতঃপর সে বলবে, তোমরা আল্লাহ

তাআলাকে বাদ দিয়ে আমাকে রব বানাও। কাজি ছানাউল্লাহ বলেন, এ আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায়, গাইরুল্লাহর ইবাদত আল্লাহর ইবাদতের বিপরীত এবং ইবাদত তাওহিদের মাঝে সীমিত। অর্থাৎ, নবিদের কাজ হলো ইমানের দাওয়াত দেওয়া, শিরকের দাওয়াত নয়।

ড. জুহাইলি বলেন, আয়াতের অর্থ হলো– যার উপর আল্লাহ তাআলা কিতাব নাজিল করেছেন বা যাকে হেকমত শিক্ষা দিয়েছেন এবং নবুয়ত ও রেসালাত দান করেছেন, তার জন্য শোভনীয় নয় যে, সে মানুষকে বলবে, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে আমার ইবাদত করো। কেননা, এটা শিরক। অথচ আল্লাহর কোনো শরিক নাই।

হাদিসে কুদসিতে আছে– আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি শরিক (অংশীদার হওয়া) থেকে মুক্ত। কেউ শিরকযুক্ত আমল করলে আমি তা পরিত্যাগ করি। (মুসলিম)

মুসনাদে আহমদে আছে, নবি (ﷺ) বলেন, কেয়ামতের দিনে একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতে কাউকে শরিক করেছে সে যেন উক্ত শরিক থেকেই প্রতিদান গ্রহণ করেন। (التفسير المنير)

এখানে ما كان তথা- "সমীচীন নয়" বলে অসম্ভব হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ তাআলা কোনো নবি বা রসুলের নিকট অহি আমানত রাখবেন, অথচ সে গিয়ে নিজের ইবাদতের জন্য আহবান করবে। কারণ, আমানতদার সর্বদা আমানত আদায়ে সচেষ্ট থাকে। নবি সর্বদা লা-শরিক আল্লাহ ইবাদতের দাওয়াত দেন। আল কুরআনের বলা হয়েছে–

{وَمَا أُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ} [البينة: ٥]

আর তাদেরকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্যই আদেশ করা হয়েছে।

وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ ... الخ : বরং তোমরা রব্বানি হয়ে যাও, কেননা, তোমরা কিতাবের তালিম দাও এবং নিজেরা কিতাব পড়ো।

তাফসিরে মাজহারিতে এ আয়াতের তাফসিরে বলা হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ অর্থ كونوا فقهاء علماء তোমরা ফকিহ আলেম হও। সায়িদ বিন জুবাইর (র.) বলেন, فقهاء معلمين ফকিহ শিক্ষক হয়ে যাও। সায়িদ বিন জুবায়ের (র.) আরো বলেন, الرباني هو الذي يعمل بعلمه রব্বানি বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে তার ইলম মোতাবেক আমল করে।

কাজি ছানাউল্লাহ (র.) বলেন–

حاصل الأقوال: الرباني هو الكامل المكمل في العلم والعمل والإخلاص و مراتب القرب.

মোটকথা, ঐ ব্যক্তিকে রব্বানি বলা হয়, যে তার ইলম, আমল, এখলাস এবং নৈকট্যের স্তরের দিক থেকে কামেল বা পরিপূর্ণ এবং মুকাম্মেল বা পরিপূর্ণকারী।

আলেমে রব্বানিকে رباني বলার কারণ হলো- তিনি ইলমের প্রতিপালন করেন এবং ছাত্রদেরকে বড় ও কঠিন ইলমের পরিবর্তে ছোট ও সহজ ইলমের দ্বারা প্রতিপালন কাজ শুরু করেন।

হজরত আলি (رضي الله عنه) বলেন, তাদেরকে রব্বানি বলা হয় কারণ, তারা আমলের মাধ্যমে ইলমের পরিচর্যা করেন।

যাহোক, আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা রব্বানি হও তথা আমলদার জ্ঞানী হও। কারণ, তোমরা কিতাবের জ্ঞান রাখ এবং অন্যদেরকে তা শিক্ষা দাও। ইলমের উপকারিতা হলো- আমল করা এবং আত্মশুদ্ধি করা আর তালিমের উপকারিতা হলো- অন্যকে শুদ্ধ করা। (মাজহারি)

তাফসিরে কাসেমিতে বলা হয়েছে-

كونوا ربانيين أي كونوا عابدين مرتاضين بالعلم والعمل والمواظبة على الطاعات حتى تصيروا ربانيين بغلبة النور على الظلمة.

তোমরা রব্বানি (رباني) হও তথা ইলম, আমল ও ধারাবাহিক ইবাদতের মাধমে আবেদ হও। যাতে অন্ধকারের উপর নুরের প্রাধান্যের মাধ্যমে তোমরা রব্বানি বা আল্লাহওয়ালা বান্দা হতে পার।

بما كنتم تعلمون الكتاب ... الخ :

কারণ, তোমরা মানুষকে কিতাব শিক্ষা দিয়ে থাক এবং নিজেরাও কিতাব পড়ে থাক। কেননা, ইলম মানুষকে ইবাদতের এখলাসের দিকে টানে। (محاسن التأويل)

ড. জুহাইলি বলেন, আয়াতটি প্রমাণ করে যে, সঠিক ইলম সর্বদা আমল, আনুগত্য এবং শরিয়া মোতাবেক চলার বিষয়কে চাহিদা করে। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে চিনে সে তাঁকে ভয় করে আর যে তাঁকে ভয় করে সে তাঁর হুকুম মানে। তাই যে ব্যক্তি শরিয়ার জ্ঞানার্জন করল, কিন্তু তদনুযায়ী আমল করল না, আল্লাহর নিকট তাঁর কোনো গুরুত্ব নাই। তার ইলম তার ধ্বংসের কারণ হবে।

তাছাড়া ইলম মোতাবেক আমল ছাড়া আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব নয়। আর যে علم আমলের জন্য উৎসাহিত করে না, তা সত্যিকারের علم না। (التفسير المنير)

علم বা জ্ঞানের মাধ্যমে চরিত্র গঠন:

علم এর মাধ্যমে চরিত্র গঠন বলে ইলম অনুযায়ী আমল করার কথা বুঝানো হয়েছে। ইলম মোতাবেক আমল করা ফরজ। কিয়ামতে চারটি প্রশ্নের ১টি প্রশ্ন হবে ইলম সম্পর্কে।

হাদিস শরিফে আছে–

عن أبي برزة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه

مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها". (الطبراني)

যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দেয়, কিন্তু নিজেকে ভুলে যায়, সে ঐ সলিতার ন্যায় যা নিজে পুড়ে মানুষকে আলো দান করে। (তবারানি)

হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত হাদিসে রসুল (ﷺ) বলেন,

أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه (الطبراني)

কিয়ামতের দিন সবচেয়ে অধিক শাস্তি হবে ঐ আলেমের, যার ইলম তাকে কোনো উপকার করেনি। (তবারানি)

অন্য হাদিসে আছে-

كل علم وبال على صاحبه إلا من عمل به (الطبراني)

প্রত্যেক ইলম তার মালিকের জন্য ধ্বংসের কারণ, তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে তদানুযায়ী আমল করে। (তবারানি)

হজরত অলিদ বিন উকবা থেকে বর্ণিত, রসুল (ﷺ) বলেন, জান্নাতি একদল লোক জাহান্নামি একদল লোকের নিকট গিয়ে বলবে, তোমরা কেন জাহান্নামে এসেছ? অথচ, আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের নিকট থেকে যা শিখেছি তার কারণেই জান্নাতে এসেছি। তখন তারা বলবে, আমরা শুধু বলতাম, কিন্তু আমল করতাম না। (তবারানি)

আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন–

{كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ} [الصف: ٣]

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত হলো তোমাদের কর্তৃক যা বলা, তা আমল না করা।

মোট কথা, ইলমানুযায়ী আমল করতে হবে। অন্যথায় হাদিসের ভাষায় ঐ ইলম হয় علم اللسان (ইলমুল লিসান) যা কিয়ামতে বান্দার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিবে আর ঐ আলেমকে বলা হবে عالم اللسان যাকে منافق বলা হয়।

তাই আমাদের কর্তব্য হলো, ইলম মোতাবেক আমল করে নিজেদের চরিত্র গঠন করা।

আয়াতের শিক্ষা ও ইংগিত :

১। আল্লাহ তাআলা নবিদেরকে নবুয়তের সাথে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিয়েছেন।
২। জ্ঞানীর উচিত আল্লাহর প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেওয়া।
৩। জ্ঞানী ব্যক্তিদের খোদাদ্রোহী হওয়া সমীচীন নয়
৪। জ্ঞানের চাহিদা হলো আমল করা।
৫। জ্ঞানদানের নিয়ম হলো, ছোট থেকে বড় বা সহজ থেকে কঠিন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. الحكم -এর অর্থ কী?

ক. হেকমত খ. জ্ঞান
গ. মুজিজা ঘ. হুকুম

২. كونوا এর মাদ্দাহ কী?

ক. كين খ. كون
গ. وكن ঘ. نوك

৩. كونوا عبادا لي আয়াতাংশে عبادا তারকিবে কী হয়েছে?

ক. حال খ. تمييز
গ. مفعول ঘ. خبر كان

৪. تُعَلِّمُوْنَ অর্থ কী?

ক. শিক্ষা দাও খ. শিক্ষা গ্রহণ কর
গ. শিক্ষার জন্য বের হও ঘ. আমলসহ শেখো

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. مَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ ...... الخ আয়াতের শানে নুজুল লেখ।
২. وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيّٖنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।
৩. ইলম অনুযায়ী চরিত্র গঠনের গুরুত্ব আলোচনা কর।
৪. ব্যাখ্যা কর : كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَاتَفْعَلُوْنَ
৫. تركيب কর : كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
৬. তাহকিক কর : يَقُوْلُ، اَلْحُكْمُ، تُعَلِّمُوْنَ، اَلْكِتَابُ، تَدْرُسُوْنَ

৩য় পাঠ

জ্ঞানার্জনের জন্য কষ্ট স্বীকার ও গৃহত্যাগ

জ্ঞানই আলো। জ্ঞান অমূল্য রতন। দামী কিছু অর্জন করতে হলে অবশ্যই কষ্ট স্বীকার করতে হয় তাই যুগে যুগে যারা জ্ঞানার্জন করেছেন তারা জ্ঞানের জন্য কষ্ট স্বীকার করেছেন, জ্ঞানের জন্য সফর করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
মুমিনদের সকলে এক সঙ্গে অভিযানে বাহির হওয়া সঙ্গত নয়, এদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞান অনুশীলন করতে পারে এবং এদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়। (সুরা তাওবা : ১২২)	١٢٢. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ [التوبة: ١٢٢]
৬৬. মুসা তাকে বলল, 'সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দিবেন, এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি?' ৬৭. সে বলল, 'আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না', ৬৮. 'যে বিষয়ে আপনার জ্ঞানায়ত্ব নয় সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে?' ৬৯. মুসা বলল, 'আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।' ৭০. সে বলল, 'আচ্ছা, আপনি যদি আমার অনুসরণ করবেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি।' (সুরা কাহাফ : ৬৬-৭০)	٦٦. قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ٦٧. قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ٦٨. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ٦٩. قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ٧٠. قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا [الكهف: ٦٦ – ٧٠]

تحقيقات الألفاظ: (শব্দ বিশ্লেষণ)

المؤمنون : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ+م+ن জিনস مهموز فاء অর্থ মুমিনগণ।

لينفروا : এখানে ل টি لام جحود এর পরে أن উহ্য থেকে পরবর্তী মুজারেকে নছব দিয়েছে। ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার النفر মাদ্দাহ ن+ف+ر জিনস صحيح অর্থ তাদের বের হওয়া ।

ليتفقهوا : এখানে ل টি تعليل এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর পরে أن উহ্য থেকে পরবর্তী মুজারেকে নছব দিয়েছে। ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التفقه মাদ্দাহ ف+ق+ه জিনস صحيح অর্থ তারা যাতে ফিকহ শিখতে পারে।

رجعوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الرجوع মাদ্দাহ ر+ج+ع জিনস صحيح অর্থ তারা ফিরল।

أتبعك : ك শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاتباع মাদ্দাহ ت+ب+ع জিনস صحيح অর্থ আমি আপনার অনুসরণ করব।

أن تعلمن : ان শব্দটি حرف ناصب আর ن টি نون وقاية ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التعليم মাদ্দাহ ع+ل+م জিনস صحيح অর্থ তুমি আমাকে শিক্ষা দিবে।

لن تستطيع : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفي بلن معروف বাব استفعال মাসদার الاستطاعة মাদ্দাহ ط+و+ع জিনস أجوف واوي অর্থ তুমি কখনো সক্ষম হবে না।

تصبر : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الصبر মাদ্দাহ ص+ب+ر জিনস صحيح অর্থ তুমি ধৈর্য ধারণ করবে।

لم تحط : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفي بلم الحجد معروف বাব إفعال মাসদার الإحاطة মাদ্দাহ ح+و+ط জিনস أجوف واوي অর্থ তুমি বেষ্টন করনি।

خبرا : শব্দটি اسم مصدر অর্থ সংবাদ রাখা।

ستجدني : ني শব্দটি ضمير منصوب متصل আর س শব্দটি নিকটবর্তী ভবিষ্যত বুঝানোর জন্য। ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الوجدان মাদ্দাহ و+ج+د জিনস مثال واوي অর্থ অচিরেই তুমি আমাকে পাবে।

لا أعصي : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ مضارع منفي معروف বাব ضرب মাসদার العصيان মাদ্দাহ ع+ص+ي জিনস ناقص يائي অর্থ আমি অমান্য করব না।

فلا تسألني: এখানে ف শব্দটি জাযাইয়া, আর ني শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব فتح মাসদার السؤال মাদ্দাহ س+ء+ل জিনস مهموز عين অর্থ তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো না।

أحدث : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإحداث মাদ্দাহ ح+د+ث জিনস صحيح অর্থ আমি বর্ণনা করব।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

ইলমের অপর নাম আলো। জীবনকে এ আলোয় আলোকিত করতে কষ্ট স্বীকার করতে হয়। জ্ঞানের সফরে পাড়ি দিতে হয় সুদূর পথ। আলোচ্য আয়াতগুলিতে জ্ঞানের জন্য কষ্ট স্বীকারের অন্যতম দিক জ্ঞানের জন্য সফর করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

শানে নুজুল : (ক) ইবনে আবি হাতেম ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন {إِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا} [التوبة: ٣٩] আয়াতটি নাজিল হয়, তখনও একদল লোক তাদের স্বজাতিকে দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য গ্রামে রয়ে গিয়েছিল। তখন মুনাফিকরা বলল, গ্রামে কিছু লোক রয়ে গেছে, গ্রামের লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। তখন وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً আয়াত নাজিল হয়।

(খ) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, ধর্মযুদ্ধের প্রতি প্রবল আগ্রহের কারণে মহানবি (ﷺ) যখন কোনো সারিয়া প্রেরণ করতেন তখন মুমিনগণ সকলে বের হয়ে যেতেন এবং নবি (ﷺ) কে গুটিকয়েক লোকের মাঝে রেখে যেতেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

টীকা : وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ ...الخ : এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ড. জুহাইলি বলেন, আয়াতের অর্থ হলো "মুমিনদের শান এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা সকলে যুদ্ধে চলে যাবে এবং নবি (ﷺ) কে একা রেখে যাবে। কেননা, ধর্মযুদ্ধ ফরজে কেফায়া। কতকে করলেই হয়। ফরজে আইন নয়। তবে যদি রসুল (ﷺ) ধর্মযুদ্ধে বের হন এবং সকল জনগণকে শরিক হতে বলেন তখন ফরজে আইন হয়ে যায়।

সুতরাং এ সময় প্রত্যেক গোত্র থেকে কিছু মানুষ অবশ্যই নবির সাথে বের হওয়া কর্তব্য যাতে তারা দীনের ব্যাপারে গভীর বুঝ অর্জন করতে পারে এবং মুজাহিদরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে জনগণকে ভয় দেখাতে পারে। (التفسير المنير)

আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, ইলম তলব করা এবং কুরআন ও সুন্নাহতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা ফরজে কেফায়া। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- [النحل: ٤٣] {فَاسْأَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ} যদি তোমরা না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর।

অবশ্য, প্রয়োজন পরিমাণ علم শিক্ষা করা ফরজে আইন হওয়ার দলিল হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন মহানবি (ﷺ) বলেন, طلب العلم فريضة على كل مسلم প্রত্যেক মুসলিমের উপর علم শিক্ষা করা ফরজ। (বায়হাকি)

ড. জুহাইলি বলেন, ولينذروا আয়াতাংশ প্রমাণ করে যে, ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো- সৃষ্টিকে হকের প্রতি দাওয়াত দেওয়া এবং لعلهم يحذرون দ্বারা বুঝা যায়, ছাত্রের ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহর ভয় অর্জন করা। (التفسير المنير)

মোট কথা, এ আয়াতে ইলম শিক্ষার জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

قال له موسى هل أتبعك ... الخ :

মুসা (আঃ) খিজির (আ.) কে বললেন, আমি কি এ শর্তে আপনার পেছনে চলতে পারি যে, আপনাকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তা থেকে আপনি আমাকে তালিম দেবেন?

মুসা (আঃ) জ্ঞানার্জনের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতগুলিতে। আল্লাহ তাআলা তাকে খিজির (আঃ) এর নিকট পাঠিয়েছিলেন।

মুসা ও খিজির (আ.) এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা:

সহিহ বুখারি ও মুসলিম গ্রন্থে সাহাবি হজরত উবাই বিন কাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রসুল (সা.) বলেন, একদা মুসা (আ.) বনি ইসরাইলের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, সবচেয়ে জ্ঞানী কে? তিনি বললেন, আমি। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি বেজার হলেন। কারণ তিনি জ্ঞানের নেসবত আল্লাহ তাআলার প্রতি ফিরাননি। আল্লাহ তাআলা তাকে অহি পাঠালেন যে, মাজমাউল বাহরাইন নামক স্থানে আমার একজন বান্দা আছেন, যে তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। মুসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! আমি কিভাবে তার নিকট যাবো? আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি ঝুড়ির ভিতর একটি ভাজা মাছ নিবে। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে তাকে সেখানে পাবে।

তখন মুসা (আ.) তার খাদেম ইউশা কে সাথে নিয়ে রওয়ানা দিলেন, সাগর পাড়ে একটি পাথরের পাশে তারা দু'জন যখন শুয়ে পড়লেন, ঝুড়ি থেকে মাছটি তাজা হয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং পানিতে সুড়ঙ্গ করে সাগরে চলে গেল। মুসা (আ.) যখন জাগ্রত হলেন ইউশা মাছের সংবাদ দিতে ভুলে গেলেন। তারা বাকি দিন এবং রাত হাঁটলেন। এমনকি পরবর্তী দিন সকালে মুসা (আ.) খাদেমের নিকট খাবার চাইলেন। বললেন, এই সফরে আমাদের অনেক ক্লান্তি এসেছে। অথচ মুসা (আ.) নির্ধারিত স্থান অতিক্রম করতে তেমন কোনো কষ্ট ভোগ করেননি।

অতঃপর যখন খাদেম বলল, আমরা যখন পাথরের পাশে শুয়ে পড়েছিলাম তখন মাছটি সাগরে চলে যায়। শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। মুসা (আ.) বললেন, আমরা তো উহাই খুজতেছি। তখন তারা পশ্চাতে ফিরে আসলেন এবং পাথরের নিকট এসে তথায় চাদর মুড়ি দেওয়া একজন লোক দেখতে পেলেন। মুসা (আ.) তাকে সালাম দিলেন। সে বলল, এখানে সালাম কিভাবে আসল, আপনি কে ? তিনি বললেন, আমি মুসা। তিনি বলল, বনি ইসরাইলের মুসা? মুসা (আ.) বললেন, হ্যাঁ। আমি আপনার কাছে এসেছি এ জন্য যে, আপনি আপনার জ্ঞান থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন। তিনি বললেন, আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না। হে মুসা! আমি এমন ইলমের উপর আছি যা আপনি জানেন না, আল্লাহ তাআলা আমাকে উহা শিক্ষা দিয়েছেন। অনুরূপ আপনি এমন ইলম জানেন যা আল্লাহ তাআলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা আমি জানিনা।

মুসা (আ.) বললেন, ইনশা আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার অবাধ্য হব না। খিজির (আ.) তাঁকে বললেন, যদি আপনি আমার পিছনে চলেন, তবে আমি বর্ণনা না করা পর্যন্ত আপনি আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করবেন না।

অতঃপর তাঁরা দু'জন নদীর পাড় দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। পাশ দিয়ে একটি নৌকা গেল। তারা তাদেরকে নৌকায় আরোহণ করাতে বলল। লোকজন খিজির (আ.) কে চিনতে পেরে বিনা ভাড়ায় নৌকায় উঠালো। যখন তারা নৌকায় উঠলো হঠাৎ খিজির (আ.) নৌকার একটি তক্তা উঠিয়ে ফেললেন। মুসা (আ.) বললেন, এরা আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় নৌকায় তুলল আর আপনি তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য নৌকার তক্তা উঠিয়ে দিলেন? আপনি তো খারাপ কাজ করলেন।

রসুল (ﷺ) বলেন, এ প্রথম আপত্তিটি মুসা (ﷺ) এর বিস্মৃতির কারণে হয়েছিল। অতঃপর একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার ডালিতে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক ঠোকর পানি তুলল, তখন খিজির (ﷺ) বললেন এ পাখিটি সাগর থেকে যতটুকু পানি কমিয়েছে আমার ইলম এবং আপনার ইলম আল্লাহর ইলমের তুলনায় অতটুকুও নয়।

অতঃপর তারা দুজন নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের পাড় দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। খিজির (ﷺ) দেখলেন, একটি ছেলে অন্যান্য ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করছে। খিজির (ﷺ) তাকে হত্যা করলেন। মুসা (ﷺ) বললেন, আপনি বিনা কারণে একটি পবিত্র আত্মাকে হত্যা করলেন? আপনি তো গর্হিত কাজ করেছেন।

খিজির (ﷺ) বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি ধৈর্য্যধারণ করতে পারবেন না?

মুসা (ﷺ) বললেন, এরপর আমি যদি আর প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। আমার আরজ কবুল করুন।

অতঃপর তারা দুজন হাঁটতে হাঁটতে গ্রামে এলেন এবং গ্রামবাসীর নিকট খাবার চাইলে তারা অস্বীকার করল। সেখানে তিনি একটি ভগ্নপ্রায় দেওয়াল দেখে সেটা হাতের ইশারায় মেরামত করে দিলেন। তখন মুসা (ﷺ) বললেন, এ কওম আমাদেরকে মেহমানদারি করল না, আপনি তো ইচ্ছা করলে তাদের নিকট থেকে প্রতিদান গ্রহণ করতে পারতেন।

খিজির (ﷺ) বললেন, এটাই হলো আপনার মাঝে এবং আমার মাঝে বিচ্ছেদের সময়। তবে আপনাকে আমি কাজগুলোর ব্যাখ্যা শুনাবো।

রসুল (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তাআলা মুসা (ﷺ) এর উপর রহম করুন। তিনি যদি সবর করতেন তবে আল্লাহ তাআলা আমাদের নিকট তাদের আরো ঘটনা বর্ণনা করতেন (বুখারি)

ড. জুহাইলি বলেন, এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, ইলম শিক্ষার জন্য সফর করা উত্তম। আরো বুঝা যায়, জ্ঞানার্জনের জন্য কষ্ট স্বীকার করা দরকার।

ইলম অর্জনের জন্য গৃহ ত্যাগের হুকুম :

ইলম অর্জনের জন্য গৃহ ত্যাগের হুকুম দুই প্রকার। যথা-

- **ক. ফরজে আইন :** ইলমের জন্য গৃহ ত্যাগ করা ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প পথে যদি শিক্ষা অর্জনের পথ না থাকে তাহলে গৃহ ত্যাগ করা ফরজে আইন।
- **খ. ফরজে কেফায়া :** ফরজে কেফায়া জ্ঞান অর্জনের জন্য গৃহ ত্যাগ করাও ফরজে কেফায়া।

ইলমের জন্য গৃহ ত্যাগের গুরুত্ব :

ইলম বা জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন করতে হলে গৃহ ত্যাগের বিকল্প নেই। ঘরে বসে কিতাব পড়ে সব ইলম অর্জন করা যায় না। যেমন হাদিস শরিফে আছে- إنما العلم بالتعلم ইলম কেবল শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।" (বুখারি)

উস্তাদের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য ঘরের বাইরে সফর করতে হয়। যেমন-

- হজরত মুসা (عليه السلام) ইলম অর্জনের জন্যই হজরত খিজির (عليه السلام) এর কাছে যান এবং তার সাথে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করেন। (বুখারি)
- বুখারি শরিফে আছে- ورحل جابر مسيرة شهر لحديث واحد আর হজরত জাবের (رضي الله عنه) ১টি হাদিস শেখার জন্য ১ মাসের পথ সফর করেছিলেন।
- মুহাদ্দিসিনে কেরামও হাদিস সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন এলাকায় সফর করতেন।

জ্ঞানার্জনের জন্য গৃহত্যাগের ফজিলত :

ইলম তলবের জন্য গৃহ ত্যাগের অনেক ফজিলত রয়েছে। যেমন–

১. হাদিসে বলা হয়েছে-

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع (رواه الترمذي:٢٦٤٧)

যে ব্যক্তি ইলম তলবের উদ্দেশ্যে বের হলো সে বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকল।

২. গৃহত্যাগী শুধু আল্লাহর রাস্তাই থাকে না বরং এর মাধ্যমে তার জান্নাতের পথ সুগম হয়। যেমন–

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة (رواه الترمذي:٢٦٤٦)

যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য কোনো পথে চলে, এতে সে জান্নাতের পথকে সুগম করে নেয়।

৩. শুধু তাই নয়, তার সম্মানে ফেরেশতারা তাদের পাখা বিছিয়ে দেন। যেমন হাদিসে আছে-

ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم الا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع (أحمد عن صفوان : ١٨١١٨)

"যে ব্যক্তি ইলম তালাশের জন্য বাড়ি থেকে বের হয়, তার কাজের সম্মানে ফেরেশতারা তার জন্য পাখা বিছিয়ে দেয়।" শুধু তাই নয়, ইলম অর্জনের জন্য ঘর হতে বের হয়ে দরজার সামনে এলেই তার সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়। যেমন হাদিসে আছে–

ما انتعل عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوبا في طلب علم إلا غفر الله له ذنوبه حيث يخطو عتبة بابه (الطبراني عن علي)

কোনো বান্দা ইলম তালাশে পোষাক পরিধান করে, জুতা ও মুজা পরে যখন সে ঘরের চৌকাঠ অতিক্রম করে, সাথে সাথে আল্লাহ পাক তার সব গোনাহ মাফ করে দেন। (তবারানি)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. ইলম অর্জনের জন্য– সকলের একত্রে গৃহ ত্যাগ করা উচিত নয়।
২. ফরজে কেফায়া ইলম অর্জনের জন্য বড় দল হতে ছোট ছোট দল বের হওয়া জরুরি।
৩. ইলম শিক্ষাই একমাত্র মাকছুদ নয়, বরং দীনকে অনুধাবন করতে হবে।
৪. আলেমের কাজ কওমকে সতর্ক করা।
৫. আলেমরা সতর্ক করলে আশা করা যায়, লোকেরা সতর্ক হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১। لا أعصي لك أمرا আয়াতে أمرا শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে?

ক. فاعل   খ. نائب الفاعل

গ. مفعول به   ঘ. مفعول له

২। জ্ঞানের বুৎপত্তি অর্জন করার হুকুম কী ?

ক. فرض عين   খ. فرض كفاية

গ. واجب   ঘ. سنة

৩। لا أعصي এর باب কী ?

ক. ضرب   খ. فتح

গ. نصر   ঘ. كرم

৪। মুসা (عليه السلام) শিক্ষার জন্য কার নিকট গিয়েছিলেন?

ক. সুলাইমান (عليه السلام)   খ. ঈসা (عليه السلام)

গ. খিজির (عليه السلام)   ঘ. মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم)

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً ...... الخ আয়াতের শানে নুজুল লেখ।

২. মুসা (عليه السلام) ও খিজির (عليه السلام) এর ঘটনা সংক্ষেপে লেখ।

৩. ইলম অর্জনের জন্য গৃহ ত্যাগের হুকুম কী? লেখ।

৪. জ্ঞানার্জনের জন্য গৃহত্যাগের ফজিলত বর্ণনা কর।

৫. لَا أَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا : تركيب কর

৬. তাহকিক কর : خُبْرًا، لَمْ تُحِطْ، تَصْبِرُ، رَجَعُوْا، اَلْمُؤْمِنُوْنَ

৩য় পরিচ্ছেদ

ইবাদত

১ম পাঠ

হজ্জের গুরুত্ব ও বিধান

হজ্জের মূল তাৎপর্য হলো কা'বাঘর কেন্দ্রিক কতগুলো ইবাদত পালন করা। এটি আর্থিক ও দৈহিক ফরজ ইবাদত। এর কিছু নিয়ম-পদ্ধতি ও শর্ত আছে। হজ্জের ফরজিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
৯৬. নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, এটা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। ৯৭. এটাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যেমন মাকামে ইবরাহিম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যারা সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন। (সুরা আলে ইমরান : ৯৬-৯৭)	٩٦. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ٩٧. فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ [آل عمران: ٩٦، ٩٧]

تحقيقات الألفاظ : শব্দ বিশ্লেষণ

أول : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل অর্থ– সর্বপ্রথম।

وضع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব فتح মাসদার الوضع মাদ্দাহ و+ض+ع জিনস مثال واوي অর্থ– নির্মিত হয়েছিল।

مباركا : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব مفاعلة মাসদার المباركة মাদ্দাহ ب+ر+ك জিনস صحيح অর্থ- বরকতময়।

استطاع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব استفعال মাসদার الاستطاعة মাদ্দাহ ط+و+ع জিনস أجوف واوي অর্থ– সে ক্ষমতা রাখে।

كفر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الكفر মাদ্দাহ ك+ف+ر জিনস صحيح অর্থ– সে কুফরি করল।

غني : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব سمع মাসদার الغنٰى মাদ্দাহ غ+ن+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- অমুখাপেক্ষী।

العالمين : শব্দটি বহুবচন, একবচনে العالم অর্থ- জগতসমূহ।

তারকিব :

মুলবক্তব্য :

সুরা আলে ইমরানের আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তাআলা কাবা শরিফের প্রাচীনত্ব আর বরকতময়তার কথা উল্লেখ করে তার প্রতি গমনে সক্ষমদেরকে হজ্জ পালনের হুকুম দিয়েছেন এবং শেষের দিকে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করবে না তারা অকৃতজ্ঞ বান্দা এবং কাফেরতুল্য।

শানে নুজুল :

ইমাম কুরতুবি (র.) তাবেয়ি হজরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণনা করেন, একদা মুসলমানগণ ও ইহুদিরা পরস্পর গর্ব করল। ইহুদিরা বলল بيت المقدس উত্তম এবং তা কাবা হতেও মহান। কারণ, তা অসংখ্য নবিদের হিজরতস্থল, পবিত্রভূমিতে অবস্থিত। তখন মুসলমানগণ বলল না; বরং কাবাঘরই সর্বোত্তম। এ ঘটনা রসুল (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছলে এ আয়াতটি নাজিল হয়। (কুরতুবি, রুহুল মাআনি)

ইমাম রাজি (র) বলেন, কাবাঘর সর্বোত্তম, কারণ উক্ত ঘর তৈরির নির্দেশদাতা হলেন الله। তার ইঞ্জিনিয়ার হলেন জিব্রিল আমিন। রাজমিস্ত্রী হলেন ইব্রাহিম (عليه السلام) এবং যোগানদাতা হলেন ইসমাইল (عليه السلام) (তাফসিরে কাবির)

টিকা : ان اول بيت.....الخ :

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য নির্মিত হয়েছে। এখানে প্রথম ঘর বলে كعبة উদ্দেশ্য। প্রথম ঘর বলে কি বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে যথা–

১। হজরত কাতাদাহ ও মুজাহিদ (রহ.) এর মতে, কাবা হল পৃথিবীর প্রথম ঘর। এর পূর্বে বসবাসের জন্য অথবা ইবাদতের জন্য কোনো ঘর ছিল না। পৃথিবী সৃষ্টির ২ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ এ স্থান সৃষ্টি করেন।

২। হজরত আলি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, এখানে প্রথম ঘর বলতে ইবাদতের জন্য নির্মিত প্রথম ঘর হিসেবে কাবাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন হজরত আবু জার গিফারি (رضي الله عنه) বলেন, আমি রসুল (صلى الله عليه وسلم) কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসুল! পৃথিবীতে কোন মসজিদ সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়েছে? তিনি বললেন, المسجد الحرام তথা কাবা শরিফ (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লামা ইবনে কাছির (রহ:) বলেন, এখানে ২য় মতটাই সঠিক। (তাফসিরে ইবনে কাছির)

بكة :

মক্কা নগরীতে। আল্লামা ইবনে কাসির (র.) বলেন, بكة মক্কার একটি প্রসিদ্ধ নাম। এ অর্থে مكة ও بكة একই স্থানের ২টি নাম। মক্কাকে بكة বলার কারণ হলো– بك মানে চূর্ণ বিচূর্ণ করা। যেহেতু এ নগরীতে জালেম ও খোদাদ্রোহীরা সদা লাঞ্ছিত হয়। কেউ একে ধ্বংস করতে পারে না। তাদের দম্ভ চূর্ণ হয়। তাই একে بكة বলে।

مقام ابراهيم :

মাকামে ইব্রাহিম কাবা গৃহের একটি বড় নিদর্শন। এটি একটি পাথরের নাম। এর উপর দাঁড়িয়েই হজরত ইব্রাহিম (عليه السلام) কাবাঘর নির্মাণ করেছিলেন। বর্ণিত আছে, নির্মাণের উচ্চতার সাথে সাথে পাথরটিও আপনা আপনি উঁচু নিচু হয়ে যেত। এই পাথরের গায়ে হজরত ইব্রাহিম (عليه السلام) এর পদচিহ্ন এখনো বিদ্যমান আছে। এটি পূর্বে কাবা ঘরের নিকটে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে তাওয়াফকারীদের সুবিধার্থে একে একটি কাঁচের ঘরের ভিতরে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

হজ্জের আলোচনা :

শাব্দিক অর্থে الحج শব্দটি ح বর্ণে যের যোগে اسم হিসেবে ব্যবহৃত। এর অর্থ القصد তথা ইচ্ছা করা।

আর ح বর্ণে যবর যোগে হলে অর্থ হবে "হজ্জ করা বা হজ্জ"।

পরিভাষায়, নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কাজ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিলের লক্ষ্যে কাবা ঘরের প্রতি গমনের ইচ্ছা করাকে হজ্জ বলে।

হজ্জের হুকুম : হজ্জ প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতিতে ফরজে আইন। এটি ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদি ফরজ এবং এর অস্বীকারকারী কাফের।

হজ্জের ফরজসমূহ : হজ্জের ফরজ ৩টি

১। ইহরাম বাঁধা

২। উকুফে আরাফা।

৩। তাওয়াফে জিয়ারত করা।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ : হজ্জের ওয়াজিব ৬টি।

১। সাফা-মারওয়া সায়ি করা।

২। মুজদালিফায় মাগরিব-ইশা একত্রে আদায় করা এবং ভোর পর্যন্ত অবস্থান করা।

৩। জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা।

৪। মাথা মুণ্ডানো বা চুল খাটো করা।

৫। হজ্জের কুরবানী করা

৬। বিদায়ি তাওয়াফ করা।

হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তাবলি : জীবনে একবার হজ্জ করা ফরজ। হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য ৫টি শর্ত রয়েছে। যথা–

১. মুসলমান হওয়া। অতএব, কাফেরের উপর হজ্জ ফরজ নয়।

২। বালেগ হওয়া। অতএব, ছোট বাচ্চার উপর হজ্জ ফরজ নয়।

৩। আকেল বা জ্ঞানবান হওয়া। সুতরাং পাগলের উপর হজ্জ ফরজ নয়।

৪। স্বাধীন হওয়া। অতএব, গোলামের উপর হজ্জ ফরজ নয়।

৫। আর্থিকভাবে সক্ষম হওয়া। অতএব, অক্ষমের উপর হজ্জ ফরজ নয়।

এখানে আর্থিক সক্ষমতা বলতে হজ্জ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ে পরিবারের খরচ ব্যতীত হজ্জ গমনের জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয় ও বাহন খরচের মালিক হওয়াকে বুঝানো উদ্দেশ্য। (الفقه الميسر)

হজ্জ আদায় আবশ্যক হওয়ার শর্তাবলি:

কোনো ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরজ হলেও নিম্নোক্ত শর্তাবলি না পাওয়া গেলে তার উপর হজ্জ আদায় করা জরুরি হবে না। যথা–

১। শরীর সুস্থ থাকা। অতএব, পক্ষাঘাত রোগী বা বাহনে আরোহণে অপারগ বৃদ্ধের উপর হজ্জ আদায় করা ফরজ নয়।

২। হজ্জে গমনে বাঁধা না থাকা।

৩। রাস্তা নিরাপদ হওয়া।

৪। মহিলার জন্য স্বামী বা মাহরাম পুরুষ সাথে থাকা।

৫। মহিলা ইদ্দত অবস্থায় না থাকা। (الفقه الميسر)

যাদের উপর হজ্জ ফরজ কিন্তু শর্ত না পাওয়ায় আদায় করা ফরজ নয়, তারা যদি হজ্জ আদায়ের আগে মারা যায় তাহলে তাদের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে বদলি হজ্জ করাতে হবে।

হজ্জ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি : হজ্জ আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য ৩টি শর্ত রয়েছে। যথা–

১। **ইহরাম বাঁধা**। অর্থাৎ, মিকাত বা তার পূববর্তী স্থান হতে তালবিয়া সহকারে হজ্জের নিয়ত করা। তালবিয়া হলো নিম্নোক্ত দোআ-

لبيك اللّٰهُمَّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

২। **নির্দিষ্ট সময় তথা হজ্জের মাস হওয়া**। সুতরাং হজ্জের মাসের পূর্বে বা পরে হজ্জ করলে তা শুদ্ধ হবে না। হজ্জের মাস তিনটি । যথা- শাওয়াল, জিলক্বদ ও জিলহজ্জের প্রথম ১০দিন।

৩। **নির্দিষ্ট স্থান** তথা উকুফের জন্য আরাফা এবং তাওয়াফের জন্য কাবা শরিফ। (الفقه الميسر)

হজ্জ কবুল হওয়ার শর্তাবলি : হাদিস শরিফে বলা হয়েছে–

الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

অর্থাৎ, কবুল হজ্জের একমাত্র পুরস্কার জান্নাত। (বুখারি)

তাই কবুল হজ্জ-ই সকলের কাম্য। হজ্জ কবুলের জন্য কিছু শর্ত আছে। যথা–

১। হালাল সম্পদ দ্বারা হজ্জ করা।

২। লোক দেখানো বা লোককে শোনানোর উদ্দেশ্য না রেখে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ করা।

৩। হজ্জ সম্পাদনকালীন ইহরামের আদবের পরিপন্থী কোনো কাজ না করা।

৪। হক্কুল ইবাদ আদায় করা এবং হক্কুল্লাহর জন্য এস্তেগফার করা।

৫। হাসান বসরি (র.) বলেন, কবুল হজ্জের আলামত হলো- ব্যক্তির হজ্জের পূর্বের অবস্থা থেকে পরের অবস্থা আরো ভালো হবে।

মিকাত: মিকাত হলো ঐ স্থান, বহিরাগত হাজিদের জন্য যে স্থান ইহরাম ছাড়া অতিক্রম করা বৈধ নয়। মিকাত মোট ৭টি যথা–

১। ইয়ালামলাম। ইহা ইয়ামান ও ভারতবাসীদের মিকাত।

২। জুহফা। ইহা মিশর, সিরিয়া ও মরক্কোবাসীদের মিকাত।

৩। জাতু ইরক। ইহা ইরাক ও প্রাচ্যবাসীদের মিকাত।

৪। জুলহুলাইফা। ইহা মদিনাবাসীদের মিকাত।

৫। কারনুল মানাজিল। ইহা নজদবাসীদের মিকাত।

৬। হিল। ইহা তাদের মিকাত, যারা মক্কার বাইরে কিন্তু মিকাতের ভেতরে বসবাস করে।

৭। মক্কা। যারা মক্কায় অবস্থান করে তাদের হজ্জের মিকাত হলো মক্কা শরিফ। (الفقه الميسر)

তবে মক্কায় অবস্থানকারী যদি উমরা করতে চায়, তবে তাকে ইহরাম বাঁধার জন্য হরম এলাকার বাহিরে তথা হিল্ল এলাকায় যেতে হবে।

হজ্জের গুরুত্ব ও ফজিলত : ইসলামে হজ্জের গুরুত্ব ও ফজিলত অনেক। এটি ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম এবং ফরজে আইন। হজ্জের গুরুত্ব সম্পর্কে রসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তিকে অসুস্থতা, অত্যাচারী বাদশা এবং প্রকাশ্য প্রয়োজন বাঁধা না দেয়, তা সত্ত্বেও সে হজ্জ সম্পাদন করল না, সে যেভাবে ইচ্ছা মৃত্যুবরণ করুক, ইহুদি বা নাছারা হয়ে। (আহমাদ)

হজ্জের ফজিলত সম্পর্কে হাদিস শরিফে অনেক আলোচনা রয়েছে। যেমন, রসুল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করল, এবং এর মধ্যে অশ্লীল এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকল সে যেন নবজাতকের মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসল (বুখারি ও মুসলিম)

হজ্জের পুরস্কার একমাত্র জান্নাত। এ ব্যাপারে রসুল (ﷺ) এরশাদ করেন–

الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

মাকবুল হজ্জের একমাত্র প্রতিদান জান্নাত (বুখারি)

রসুল (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন –

النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبع مائة ضعف.

হজ্জের ব্যয় জিহাদের ব্যয়ের মত। এক দিরহামের বিনিময় ৭০০ গুণ পর্যন্ত বেশি দেওয়া হবে।

ومن كفر فإن الله ... الخ :

আর যে ব্যক্তি কুফরি করবে (তার জানা উচিত) সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগত হতে অমুখাপেক্ষী।

এখানে كفر বলে হজ্জ ত্যাগ করা বা অস্বীকার করাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন হাদিস শরিফে আছে–

من ملك زادا و راحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا . (ترمذي)

যে ব্যক্তি এমন পরিমাণ পাথেয় ও বাহন খরচের মালিক হলো, যা দিয়ে সে বাইতুল্লায় যেতে সক্ষম। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে হজ্জ করল না। সে ইহুদি হয়ে মরুক বা নাসারা হয়ে মরুক তাতে যায় আসে না। (তিরমিজি)

আয়াতের শিক্ষা ইঙ্গিত :

১। কাবা শরিফ পৃথিবীর প্রথম ইবাদতখানা।
২। মাকামে ইব্রাহিম আল্লাহর একটি মহান কুদরত।
৩। কাবাঘরে প্রবেশকারী নিরাপদ।
৪। সক্ষম ব্যক্তির জন্য হজ্জ করা ফরজ।
৫। বিনা ওজরে হজ্জ পরিত্যাগ করা কুফরির নামান্তর।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্ত কয়টি ?

ক. ৪টি খ. ৫টি

গ. ৬টি ঘ. ৭টি

২. حج শব্দের শাব্দিক অর্থ কী ?

ক. জিয়ারত করা খ. তাওয়াফ করা

ঘ. ইচ্ছা করা ঘ. তালবিয়া পড়া

৩. হজ্জে আরাফার ময়দানে অবস্থান করার হুকুম কী?

ক. ফরজ খ.ওয়াজিব

গ. সুন্নাত ঘ. মুস্তাহাব

৪. বিদায়ি তাওয়াফ না করলে হজ্জের কোন হুকুম লঙ্ঘন হয়?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত ঘ. মুস্তাহাব

৫. কেউ বিদায়ি তাওয়াফ না করলে তার করণীয় কী?

ক. পুনরায় তাওয়াফ করা খ. দম দেওয়া

গ. ফিদিয়া দেওয়া ঘ. পরবর্তীতে হজ্জ করা

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ ...... الخ আয়াতের শানে নুজুল লেখ।

২. টীকা লেখ : مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، بَكَّةَ

৩. حج কাকে বলে? হজ্জের হুকুম কী? লেখ।

৪. হজ্জের ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ লেখ।

৫. হজ্জ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি লেখ।

৬. মিকাত কাকে বলে? মিকাত কয়টি ও কী কী? লেখ।

৭. تركيب কর : فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

৮. তাহকিক কর : اِسْتَطَاعَ، غَنِيٌّ ، كَفَرَ، وُضِعَ، أَوَّلُ

২য় পাঠ

নফল ইবাদতের গুরুত্ব

কিয়ামতের দিন ফরজ ইবাদতের হিসাবে ঘাটতি দেখা দিলে নফল ইবাদত দ্বারা তার ঘাটতি পূর্ণ করা হবে। তাই নফলের গুরুত্ব অপরীসীম। তাছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নফল ইবাদত অত্যন্ত সহায়ক।এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
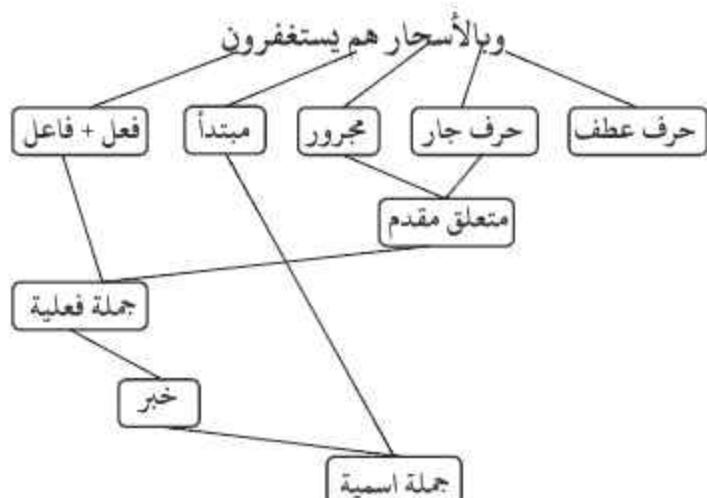
অনুবাদ	আয়াত
১৫. সেদিন নিশ্চয়ই মুত্তাকিরা থাকবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে, ১৬. উপভোগ করবে তা যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দিবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, ১৭. তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়, ১৮. রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। (সুরা জারিয়াত : ১৫-১৮)	١٥. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ١٦. اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ١٧. كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ١٨. وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ [الذاريات: ١٥ – ١٨]
১. হে বস্ত্রাবৃত! ২. রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত, ৩. অর্ধ রাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প ৪. অথবা তদপেক্ষা বেশি। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে; ৫. আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুভার বাণী। ৬. অবশ্য রাত্রিকালের উত্থান প্রবলতর এবং বাকস্ফুরণে সঠিক। ৭. দিবাভাগে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। ৮. সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হোন (সুরা মুজাম্মিল : ১-৮)	١. يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ٢. قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ٣. نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ٤. اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ٥. اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ٦. اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ٧. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ٨. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا . [المزمل: ١ – ٨]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

المتقين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার الاتقاء মাদ্দাহ و+ق+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ খোদাভীরুগণ।

عيون : শব্দটি বহুবচন, একবচনে عين অর্থ- ঝর্ণাসমূহ।

أخذين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার الأخذ মাদ্দাহ أ+خ+ذ জিনস مهموز فاء অর্থ গ্রহণকারীগণ।

محسنين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإحسان মাদ্দাহ ح+س+ن জিনস صحيح অর্থ সৎকর্মশীল।

يهجعون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার الهجوع মাদ্দাহ ه+ج+ع জিনস صحيح অর্থ তারা নিদ্রা যায়।

بالأسحار : শব্দটি ب حرف جار আর أسحار শব্দটি বহুবচন, একবচনে سحر অর্থ- প্রভাতে।

يستغفرون: ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব استفعال মাসদার الاستغفار মাদ্দাহ غ+ف+ر জিনস صحيح অর্থ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।

المزمل : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব افعل মাসদার الازمل মাদ্দাহ ز+م+ل জিনস صحيح অর্থ বস্ত্রাবৃত।

انقص : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার النقص মাদ্দাহ ن+ق+ص জিনস صحيح অর্থ তুমি কম কর।

زد : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব ضرب মাসদার الزيادة মাদ্দাহ ز+ي+د জিনস أجوف يائي অর্থ তুমি বৃদ্ধি কর।

رتل : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার الترتيل মাদ্দাহ ر+ت+ل জিনস صحيح অর্থ তুমি স্পষ্টভাবে পড়।

سنلقي : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإلقاء মাদ্দাহ ل+ق+ي জিনস ناقص يائي অর্থ আমরা অচিরে নিক্ষেপ করব।

ناشئة : শব্দটি اسم مصدر মাদ্দাহ ن+ش+ء বাব فتح জিনস مهموز لام অর্থ রাত্রে জাগরণ করা।

أشد : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব نصر মাসদার الشدة মাদ্দাহ ش+د+د জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ অধিক কঠিন।

وطأ : শব্দটি اسم যার অর্থ কঠিন্য, জটিলতা।

سبحا : শব্দটি اسم مصدر বাব فتح মাদ্দাহ س+ب+ح জিনস صحيح অর্থ- কর্মব্যস্ততা।

তারকিব :

মূলবক্তব্য :

প্রথমোক্ত আয়াতগুলোতে মুত্তাকিদের স্বভাব বর্ণনা করা হয়েছে। মুত্তাকিরা রাত্রির মধ্যভাগে ঘুমায় আর রাত্রের শেষ অংশে তারা নামাজ পড়ে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাই তারা আল্লাহ তাআলার বিশেষ নেয়ামত জান্নাত লাভ করবে। কারণ, তারা দুনিয়াতে সৎকর্মপরায়ণ ছিল।

আর পাঠের দ্বিতীয় অংশে মহান আল্লাহ তাআলা রসুল (ﷺ) কে রাত্রের কিছু অংশ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নামাজে সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করার আদেশ দিয়েছেন। কারণ, দিনের বেলায় নবির কর্মব্যস্ততা থাকে। তাই রাত্রেই তেলাওয়াত করা সহজ। তাই নবিকে রাত্রি বেলায় আল্লাহ তাআলার নাম স্মরণ করতে এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর ইবাদত করতে বলা হয়েছে।

টীকা : كانوا قليلا من الليل ما يهجعون

এখানে মুমিন পরহেজগারদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তাআলার ইবাদতে রাত্রি অতিবাহিত করে, কম নিদ্রা যায় এবং অধিক সময় জাগ্রত থাকে। ইবনে জারির (রহ.) এই তাফসির করেছেন।

হজরত হাসান বসরি (র) থেকে বর্ণিত আছে, পরহেজগার ব্যক্তি রাত্রিতে জাগরণ ও ইবাদতে ক্লেশ স্বীকার করে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ(রাঃ) ও মুজাহিদ (রহ.) প্রমুখ তাফসিরবিদ বলেন, এখানে ما শব্দটি না বোধক অর্থ দিয়েছে এবং আয়াতের অর্থ এই যে, তারা রাত্রির অল্প অংশে নিদ্রা যায় না এবং সেই অল্প অংশে নামাজ ইত্যাদি ইবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি রাত্রির শুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যস্থলে যে কোনো অংশে ইবাদত করে নেয় সবাই শামিল। (মাআরেফুল কুরআন)

وبالأسحار هم يستغفرون : মুমিন পরহেজগারগণ রাত্রির শেষ প্রহরে গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। এই প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করার ফজিলত অন্য এক আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে والمستغفرين بالأسحار সহিহ হাদিসের সব কয়টি কিতাবে এই হাদিস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে বিরাজমান হন। (কিভাবে বিরাজমান হন। তার স্বরূপ কেউ জানেনা) তিনি ঘোষণা করেন, কোনো তাওবাকারী আছে কি, যার তাওবা আমি কবুল করব? কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব ? (ইবনে কাছির)

আয়াতের দ্বিতীয় অংশের শানে নুজুল :

معارف القرآن -এ বলা হয়েছে, সর্বপ্রথম হেরা গিরি গুহায় রসুল (ﷺ) এর কাছে ফেরেশতা জিব্রিল আমিন আগমন করে সুরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত পাঠ করে শোনান। ফেরেশতার এই অবতরণ ও অহির তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রসুল (ﷺ) খাদিজার নিকট গমন করে তীব্র শীত অনুভব করার কারণে বলেন, زملوني ، زملوني অর্থাৎ, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। এর পর বেশ কিছু দিন পর্যন্ত অহি আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে فترة الوحي বলে। এরপর একদিন রসুল (ﷺ) পথ চলা অবস্থায় আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন হেরা গুহায় আগমনকারী সেই ফেরেশতা আকাশ ও জমিনের মাঝখানে একটি ঝুলন্ত চেয়ারে বসা আছে। তাঁকে এই আকৃতিতে দেখে নবি (ﷺ) প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় ভয় পেয়ে গেলেন। গৃহে ফিরে এসে লোকজনকে বলেন, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। তখন এ সুরা নাজিল করা হয়।

علامة ابن كثير رحـ বলেন, জাবের (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা কুরাইশ কাফেররা দারুন নদওয়াতে একত্রিত হয়ে বলল, তোমরা সবাই মিলে এই লোকের (মুহাম্মদ (ﷺ) এর একটা নাম নির্ধারণ কর, যে নামে সে পরিচিতি হবে। একজন বলল, সে كاهن বা গণক। অন্যরা বলল না, তা হয় না। অপর একজন বলল, সে পাগল। অন্যরা বলল না; তা হয় না। অপর একজন বলল– তাহলে তাকে ساحر বা যাদুকর নাম দেওয়া হোক। তাতেও অপরাপররা আপত্তি তুলল। অতঃপর সিদ্ধান্ত ছাড়াই তারা যার যার বাড়ি চলে গেল। এ ঘটনা নবি করিম (ﷺ) এর কানে গেলে তিনি খুব দুঃখ পেলেন এবং কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন। অতঃপর তার সান্ত্বনার জন্য সুন্দর উপাধি দিয়ে জিব্রিল আমিন নাজিল হলেন এবং সাথে يا أيها المزمل সুরা নিয়ে আসলেন।

টীকা : قم الليل الا قليلا : রাত্রিতে দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে, অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা বেশি। এ আয়াত দ্বারা তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ করা হয়েছিল। সুরাটি মক্কি এবং প্রথম যুগের । পরবর্তীতে ১ বছর পর সুরার শেষ আয়াত দিয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী তাহাজ্জুদ পড়ার বিধানকে রহিত করে দেওয়া হয়। অতঃপর মেরাজ রাতে ৫ ওয়াক্ত নামাজের বিধান নাজিল করে তাহাজ্জুদের ফরজিয়াত মানসুখ নাম করা হয়। তখন থেকে তাহাজ্জুদের নামাজ সুন্নাত হয়েছে। তবে আয়েশা (রা.) এর মতে, সুরার প্রথমোক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাহাজ্জুদের নামাজ নবি (ﷺ) ও উম্মত সকলের জন্য ফরজ করা হয়েছিল।

অতঃপর ১ বছর পরে সুরার শেষ আয়াত দ্বারা সকলের জন্য উহার ফরজিয়াত রহিত করা হয় এবং সুন্নাত থেকে যায়। কিন্তু মাআরেফুল কুরআনে ১ম মতটিকে অধিক শুদ্ধ বলা হয়েছে।

নফলের পরিচয় :

নফল শব্দটি باب نصر এর মাসদার। মাদ্দাহ ن+ف+ل জিনস صحيح অর্থ: الزيادة বা বৃদ্ধি পাওয়া

ইব্রাহিম হালাভি আল হানাফি (র) নফলের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন–

العبادة التي ليست بفرض ولا واجب فهي العبادة الزائدة على ما هو لازم، فتعم السنن المؤكدة والمستحبة والتطوعات غير المؤقتة.

নফল এমন ইবাদত, যা ফরজও নয়, ওয়াজিবও নয়। সুতরাং উহা আবশ্যকীয় ইবাদত থেকে অতিরিক্ত ইবাদত। তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, মুস্তাহাব এবং অনির্দিষ্ট নফলসমূহ সবকে শামিল করে।

(غنية المستملي في شرح منية المصلي)

নফলের গুরুত্ব : প্রকাশ থাকে যে, নফল ইবাদত ব্যতীত কোনো বান্দা আল্লাহ তাআলার অধিক নৈকট্য অর্জন করতে পারে না। নফলের গুরুত্ব বর্ণনা করে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন–

{وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا} [الإسراء: ٧٩]

রাত্রের কিছু অংশ কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত। হয়ত আপনার প্রভু আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন। (বনি ইসরাইল-৭৯)

নফলের গুরুত্ব সম্পর্কে রসুল (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهٗ فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا وَاِنْ سَاَلَنِيْ لَاُعْطِيَنَّهٗ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِيْ لَاُعِيْذَنَّهٗ (رواه البخاري:٦٥٠٢)

অর্থাৎ, আমার বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হয়। এমন কি আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কানের হিফাজতকারী হয়ে যাই যে কান দিয়ে সে শুনে, আমি তার চোখের হিফাজতকারী হয়ে যাই, যে চোখ দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাতের হিফাজতকারী হয়ে যায় যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পায়ের হিফাজতকারী হয়ে যাই যে পা দ্বারা সে হাটে। যদি বান্দা আমার নিকট কিছু চায় তাহলে অবশ্যই আমি তাকে তা প্রদান করি। আর যখন সে আমার নিকট আশ্রয় চায় তখন তাকে আমি আশ্রয় দান করি। (বুখারি)

এছাড়া আল্লাহ তাআলা নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দার ফরজ ইবাদতের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দেন। যেমন রসুল (ﷺ) এর বাণী–

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ اِنْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَ جَلَّ اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ ؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلٰى ذٰلِكَ (رواه الترمذي وابن ماجة)

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রসুল (ﷺ) থেকে শুনেছি। রসুল (ﷺ) বলেন, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহ থেকে সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে নামাজের। যদি নামাজ শুদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে সে সফলকাম হবে এবং মুক্তি পাবে। আর যদি নামাজ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি (কিয়ামতের দিন) বান্দার ফরজ আমলের হ্রাস দেখা যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলবেন, তোমরা দেখ আমার বান্দার কোনো নফল আছে কি না ? অতঃপর

নফলের মাধ্যমে ফরজের ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর তার সমস্ত আমলগুলোর হিসাব এরূপ করা হবে (তিরমিজি, ইবনু মাজাহ)

নফলের ফজিলত :

নফলের ফজিলত অনেক। নফলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য পাওয়া যায়। নিম্নে নফল ইবাদতের ফজিলত কুরআন হাদিসের আলোকে বর্ণনা করা হল–

১. নফল নামাজের ফজিলত : ফরজ নামাজের পাশাপাশি নফল নামাজ আদায় করলে অধিক সাওয়াব পাওয়া যায়। যেমন হাদিস শরিফে আছে-

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُوْلُ « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ » رواه ملسم . وفي رواية النسائي : أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر.

অর্থাৎ, রসুল (ﷺ) এর স্ত্রী হজরত উম্মে হাবিবাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুল (ﷺ) থেকে শুনেছি, যদি কোনো মুসলিম বান্দাহ আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দিন ফরজ এর পাশাপাশি ১২ রাকাত নফল নামাজ আদায় করে; তবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর তৈরি করবেন অথবা তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর তৈরি করা হবে। (মুসলিম, সুনানে নাসায়িতে আছে, তাহলো- চার রাকাত জোহরের পূর্বে, দুই রাকাত জোহরের পরে, দুই রাকাত মাগরিবের পরে, দুই রাকাত ইশার পরে এবং দুই রাকাত ফজরের নামাজের পূর্বে। (মুসলিম)

অন্য হাদিসে আছে –

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَمَقْرَبَةٌ لَّكُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ (الطبراني : ٦١٥٤)

তোমাদের তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া কর্তব্য। কেননা, ইহা পূর্ববর্তী বুজুর্গদের অভ্যাস, প্রভুর নৈকট্যার্জনে সহায়ক, পাপ মোচনকারী, অপরাধ প্রবণতা থেকে বাধা দানকারী এবং শরীর থেকে রোগ দুরকারী (তবারানি-৬১৫৪)

তাহাজ্জুদে গোনাহ মাফ হয়। যেমন হাদিসে আছে, যদি কোনো ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে স্ত্রীকে জাগায়, সে ঘুমে বেশি আক্রান্ত হলে মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। অতঃপর তারা দুজনে উঠে রাতে কিছু সময় নামাজ পড়ে। তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (তারগিব/আবু দাউদ)

অন্য হাদিসে আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ

بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ». (رواه الترمذي و ابن ماجة)

হজরত আবু হুরায়রা (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুল (ﷺ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজ বাদে ৬ রাকাত নফল নামাজ পড়বে এবং ইতোমধ্যে কোনো মন্দ কথা না বলে তাহলে তাকে ১২ বছর নফল ইবাদতের সম-পরিমাণ সাওয়াব দেওয়া হবে।

নফল সদাকাহ : নফল সদাকাহ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম মাধ্যম। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অধিক সাওয়াব লাভ করে। যেমন হাদিস শরিফে আছে–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّيْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ (رواه البخاري:١٤١٠)

হজরত আবু হুরায়রা (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুল (ﷺ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণও সদকাহ করে আল্লাহ তাআলা তাঁর সদাকাহ ডান হাতে কবুল করেন। অতঃপর তা তার মালিকের জন্য পরিচর্যা করেন যেমনিভাবে তোমাদের কেউ ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন পালন করে। এমনকি তা পাহাড় পরিমাণ হয়ে যায়। (বুখারি)

অপর হাদিসে আছে-

عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ

অর্থাৎ, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুল (ﷺ) এরশাদ করেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন একটি খেজুরের অংশের বিনিময়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে তার নিজেকে রক্ষা করে (আহমদ, হাদিস নং ৩৬৭৯, তারগিব)

৩. নফল রোজা :

রোজার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য পাওয়া যায়। কারণ, রোজার মধ্যে কোনো প্রকার রিয়া নেই। নফল রোজার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অধিক সাওয়াব পাওয়া যায়। হাদিসে আছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ –صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– « اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ (رواه مسلم)

হজরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুল (ﷺ) এরশাদ করেছেন, রমজান মাসের রোজা আদায় করার পর সর্বোত্তম রোজা হচ্ছে মুহাররম মাসের রোজা। আর ফরজ নামাজ আদায় করার পর সর্বত্তোম নামাজ হল তাহাজ্জুদের নামাজ। (মুসলিম)

অন্য হাদিসে আছে–

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه و سلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام (رواه البخاري:١٨٨٠)

অর্থাৎ, হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বন্ধু (মুহাম্মদ (সাঃ)) আমাকে তিনটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন।

১। প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখা।

২। দুই রাকাত চাশতের নামাজ আদায় করা।

৩। ঘুমানোর পূর্বে বিতর নামাজ আদায় করা। (বুখারি)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১। মুত্তাকিরা জান্নাতে যাবে।

২। মুত্তাকিরা শেষরাতে ইবাদত করে।

৩। কিয়ামুল্লাইল নবির সুন্নাত।

৪। কিয়ামুল্লাইল শ্রেষ্ঠ নফল ইবাদত।

৫। কিয়ামুল্লাইল কুরআন পাঠের উত্তম তরিকা।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. মুত্তাকিরা রাতের কোন অংশে ঘুমায়?

ক. প্রথমাংশে খ. দ্বিতীয়াংশে

গ. মাঝের অংশে ঘ. শেষাংশে।

২. নামাজে তারতিলসহ কুরআন তেলাওয়াত করা কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. মুস্তাহাব ঘ. মুবাহ

৩. المتقين শব্দের মূল অক্ষর কী ?

ক. تقي খ. وقي

গ. متق ঘ. قين

৪। سَاحِرٌ শব্দের অর্থ কী?

ক. যাদুকর খ. রাতের শেষ ভাগ

গ. গণক ঘ. রাতের খাবার

৫. নফল সালাত আদায়ের মাধ্যমে কোন সালাতের ঘাটতি পূরণ হবে?

ক. ফরজের খ. সুন্নতের

গ. ওয়াজিবের ঘ. মুস্তাহাবের

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. নফল কাকে বলে? দলিলসহ নফল ইবাদতের গুরুত্ব লেখ।

২. নফল সালাতের ফজিলত দলিলসহ লেখ।

৩. يايها المزمل সূরাটির شان نزول লেখ।

৪. وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা লেখ।

৫. নফল সাদকা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা লেখ।

৬. নফল রোজা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

৭. تركيب কর : وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

৮. তাহকিক কর : عُيُوْنٌ، اَلْمُحْسِنِيْنَ، يَهْجَعُوْنَ، اَلْمُزَّمِّلُ، رَتِّلْ

৩য় পাঠ

জিকির

সকল ইবাদতের মূল লক্ষ্য আল্লাহ তাআলার স্মরণ বা জিকির। তাইতো বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার জিকির করার কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনি ফরমান হলো-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে, যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (সুরা নিসা : ১০৩)	١٠٣- فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا [النساء: ١٠٣]
আপনার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবেন এবং আপনি উদাসীন হবেন না। (সুরা আরাফ : ২০৫)	٢٠٥- وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ [الأعراف: ٢٠٥]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

قضيتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার القضاء মাদ্দাহ ق+ض+ي জিনস ناقص يائي অর্থ তোমরা সম্পন্ন করেছ।

فاذكروا : ف শব্দটি حرف عطف ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার الذكر মাদ্দাহ ذ+ك+ر জিনস صحيح অর্থ অতঃপর তোমরা স্মরণ করো।

اطمأننتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افعلال মাসদার اطمئنان মাদ্দাহ ط+م+أ+ن জিনস مهموز لام অর্থ তোমরা প্রশান্তি লাভ করলে।

فأقيموا : ف শব্দটি جزائية ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإقامة মাদ্দাহ ق+و+م জিনস أجوف واوي অর্থ তোমরা প্রতিষ্ঠা কর।

الصلاة : শব্দটি একবচন, বহুবচনে الصلوات মাদ্দাহ ص+ل+و জিনস ناقص واوي অর্থ- সালাত, নামাজ, দোআ, অনুগ্রহ।

ربك : ك শব্দটি ضمير مجرور متصل আর رب শব্দটি একবচন, বহুবচনে أرباب অর্থ মালিক, প্রতিপালক, প্রভু।

ولا تكن : و শব্দটি حرف عطف ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব نصر মাসদার الكون মাদ্দাহ ك+و+ن জিনস أجوف واوي অর্থ আর তুমি হয়ো না।

الغافلين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার الغفلة মাদ্দাহ غ+ف+ل জিনস صحيح অর্থ গাফেলগণ, অমনোযোগীগণ।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

নামাজ যেমন ফরজ, মহান আল্লাহর জিকির করাও তেমনি ফরজ। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সুরা নিসার ১০৩ নং আয়াতে এরশাদ করেন, যখন তোমরা নামাজ সম্পন্ন কর তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। আর এই জিকির তথা আল্লাহর স্মরণ কিভাবে করতে হবে, তার আদব কী হবে সে সম্পর্কে সুরা আরাফের ২০৫ নং আয়াতে বর্ণনা পেশ করেছেন এ মর্মে যে, তোমরা ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্থ অবস্থায় আল্লাহর জিকির কর। আর এই জিকির কর সকাল ও সন্ধ্যায়।

টীকা :

فإذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله ... الخ : আর তোমাদের নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা দাঁড়ানো, বসা ও শয়নাবস্থায় তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির চালিয়ে যাও। এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জিকির একটা স্বতন্ত্র ইবাদত। যদিও নামাজ, রোজা ইত্যাদি দ্বারাও আল্লাহ পাকের জিকির হয়। আরো বোঝা যায় যে, সর্বাবস্থায় জিকির করা ফরজ। এটাই ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এর অভিমত।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ} [الجمعة: ١٠]

আর যখন নামাজ সমাপ্ত হয় তখন তোমরা আল্লাহর করুণা (রিজিক) অন্বেষণে জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং বেশি বেশি আল্লাহর জিকির কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।

জিকির একটা মহান ইবাদত। যেমন আল্লাহ পাক বলেন- {وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ} [العنكبوت: ٤٥] আর আল্লাহর জিকির-ই মহান। আল্লাহ পাকের যে কোনো নাম নিয়েই তাকে স্মরণ করা বা ডাকা যায়। যেমন- আল কুরআনে আছে- {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا} [المزمل: ٨] অর্থ- আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হন। আরো বলা হয়েছে- {وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا} [الأعراف: ١٨٠] অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের সুন্দর সুন্দর নাম আছে, তোমরা উহার সাহায্যে তাকে ডাক।

হাদিস শরিফে বলা হয়েছে, أفضل الذكر لا إله إلا الله(رواه ابن حبان عن جابر) অর্থাৎ, لا إله إلا الله হলো সর্বোত্তম জিকির।

মনে মনে এবং সামান্য উঁচু আওয়াজে উভয়ভাবেই জিকির করা যায়। যেমন- আল্লাহ পাক বলেন,

{وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ} [الأعراف: ٢٠٥]

আর তোমার রবের জিকির কর ক্রন্দনরত ও ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায়, মনে মনে এবং চিৎকার অপেক্ষা কম আওয়াজে, সকালে ও সন্ধ্যায় এবং (মধ্যবর্তী সময়েও) অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

জিকিরের সবচেয়ে বড় উপকারিতা হলো- এর দ্বারা অন্তর থেকে শয়তান বিতাড়িত হয়। যেমন হাদিসে আছে–

الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ ، وَإِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ. (ابن أبي شيبة عن ابن عباس: ٣٥٩١٩)

অর্থাৎ, শয়তান বনি আদমের অন্তরে চেপে বসে থাকে। অতঃপর যখন সে আল্লাহকে ভুলে যায় বা গাফেল হয় তখন ওয়াসাওয়াসা দেয়। আর যখন সে আল্লাহর জিকির করে তখন শয়তান চুপসে যায়।

জিকির করলে অন্তর হতে গুনাহের ময়লা দূর হয়। হাদিসে আছে–

إن لكل شيء صقالةً وإن صقالة القلوب ذكر الله (كنز العمال)

প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য রেত আছে। আর অন্তরের রেত হলো আল্লাহর জিকির। (কানজুল উম্মাল)

জিকির করলে অন্তর জীবিত হয়। যে জিকির করে না হাদিসে তার অন্তরকে মুর্দা বলা হয়েছে। যেমন–

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ (رواه البخاري:٦٤٠٧)

নবি করিম (ﷺ) বলেন, যে জিকির করে আর যে জিকির করেনা তাদের উপমা হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (বুখারি, আবু মুসা আশয়ারি (রাঃ) থেকে)

তাই আমাদের একাকী, দলবদ্ধ অবস্থায়, গোপনে ও প্রকাশ্যে, আস্তে কিংবা জোরে, দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, সকালে এবং সন্ধ্যায় তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের জিকির করা উচিৎ।

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا:

নিশ্চয় নামাজ মুমিনদের উপর ফরজ করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। এ আয়াত দ্বারা যে মাসয়ালাটি প্রমাণিত হয় তা হলো- ওয়াক্ত মত নামাজ পড়া ফরজ। আর এক ওয়াক্তে অন্য ওয়াক্তের নামাজ পড়া যাবে না। কেননা প্রত্যেক নামাজের জন্য শরিয়তে নির্ধারিত সময় রয়েছে। সে সময়ই উহা আদায় করা ফরজ। যেমন আল-কুরআনে উল্লেখ আছে–

{إِنَّ الصَّلٰاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا} [النساء: ١٠٣]

অর্থাৎ, নিশ্চয় নামাজ মুমিনদের উপর নির্ধারিত সময়ে (আদায় করা) ফরজ করা হয়েছে। (সুরা নিসা-১০৩) তাই এক নামাজকে অন্য নামাজের সময়ে নিয়ে আদায় করা জায়েজ নয়। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে আছে– من جمع الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে আদায় করবে সে কবিরা গুনাহ করল। (তিরমিজি।)

আল-কুরআনে মুনাফিকদের নামাজের বর্ণনায় বলা হয়েছে–

{فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ (٤) الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ (٥)} [الماعون: ٤، ٥]

ঐ সমস্ত নামাজির জন্য ধ্বংস, যারা তাদের নামাজ থেকে গাফেল। এখানে "নামাজ থেকে গাফেল" এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নামাজকে স্বীয় সময় থেকে সরিয়ে অন্য সময়ে পড়াই হলো নামাজ থেকে গাফেল থাকা। (রুহুল মাআনি)

তবে হজ্জের সময় আরাফা ও মুজদালিফায় দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়া সুন্নাত। তথা আরাফায় জোহরের ওয়াক্তে জোহর ও আছর নামাজ এক আজান ও দুই একামতে একই সময় পড়া এবং মুজদালিফাতে এশার সময় মাগরিব ও এশার নামাজ এক আজান ও এক একামতে একই সময়ে পড়া সুন্নাত।

এছাড়া আর কখনোই দুই ওয়াক্ত নামাজ এক ওয়াক্তে পড়া জায়েজ নয়। তবে বিভিন্ন হাদিসে রসুল (ﷺ) কে সফর ও অসুস্থাবস্থায় জোহর ও আছর এবং মাগরিব ও এশার নামাজ এক সময়ে পড়ার যে

প্রমাণ পওয়া যায় তা মূলত এক ওয়াক্তে নয়। বরং নবি করিম (ﷺ) জোহরের নামাজকে জোহরের শেষ ওয়াক্তে আর আছরের নামাজকে আছরের প্রথম ওয়াক্তে পড়েছেন। তদ্রূপ মাগরিবের নামাজকে মাগরিবের শেষ ওয়াক্তে এবং এশার নামাজকে এশার প্রথম ওয়াক্তে পড়েছেন। বাহ্যিকভাবে একসাথে পড়েছেন বলে মনে হলেও তা প্রকৃত পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সময়েই পড়া হয়েছিল। একে الجمع الصوري বা "বাহ্যিক একত্রীকরণ বলে। সফর বা অসুস্থতার ওজরে এরূপ করা বৈধ। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আরাফা ও মুজদালিফা ছাড়া الجمع الحقيقي বা প্রকৃত একত্রীকরণ" জায়েজ নেই।

রসুলে করিম (ﷺ) প্রয়োজনে الجمع الصوري করতেন, الجمع الحقيقي করতেন না- এর প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদিসদ্বয়।

١- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: " مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ فِيْ غَيْرِ وَقْتِهَا إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ لِغَيْرِ مِيْقَاتِهَا (رواه الطحاوي:٩٨٦)

অর্থাৎ, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আমি রসুল (ﷺ) কে কখনোই এক নামাজ অন্য ওয়াক্তে পড়তে দেখিনি। তবে মুজদালিফায় দুই নামাজ একত্রে পড়েছেন এবং সেদিন ফজরের নামাজ নির্ধারিত সময় ছাড়া পড়েছেন।

٢- عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ , اسْتُصْرِخَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ , فَرَاحَ مُسْرِعًا , حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ , فَنُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَمْ يَنْزِلْ , حَتَّى إِذَا أَمْسَى فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ , فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ , فَسَكَتَ , حَتَّى إِذَا كَادَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيْبَ , نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ , وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ وَقَالَ: " هٰكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِنَا السَّيْرُ (رواه الطحاوي:٩٨٣)

অর্থাৎ, হজরত নাফে থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইবনে উমার (رضي الله عنه) এর সাথে আগমন করলাম। পথিমধ্যে তার স্ত্রীর মৃত সংবাদ আসলে তিনি বিকেলেই ছুটলেন। এমনকি সূর্য ডুবে গেল। অতঃপর নামাজের জন্য ডাকা হলেও তিনি নামলেন না। অতঃপর সন্ধ্যা হয়ে গেলে আমরা ধারণা করলাম তিনি ভুলে গেছেন। তাই আমি বললাম, নামাজ। তিনি চুপ থাকলেন। এমনকি যখন শফক (লালিমা) ডোবার উপক্রম হলো তখন তিনি নামলেন এবং মাগরিবের নামাজ পড়লেন। অতঃপর শফক ডুবে গেলে এশা পড়লেন এবং বললেন, রসুল (ﷺ) এর সাথে থাকাকালে আমাদেরকে সফরে তাড়াহুড়ায় ফেলে দিলে আমরা এরূপ করতাম। (তহাভি শরিফ)

এ হাদিসদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল, রসুল (ﷺ) কখনো এক ওয়াক্তে দু' নামাজ পড়তেন না; বরং বিশেষ প্রয়োজন হলে الجمع الصوري করতেন।

واذكر ربك في نفسك :

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা জিকিরের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা মতে জিকির ২ প্রকার। যথা– ১. নিঃশব্দ জিকির ২. শব্দসহ জিকির।

নিঃশব্দ জিকির সম্পর্কে বলা হয়েছে واذكر ربك في نفسك অর্থাৎ, স্বীয় প্রভুর স্মরণ কর নিজের মনে।

এ প্রকার জিকিরের দুটি পদ্ধতি রয়েছে।

(এক) জিহ্বা না নেড়ে শুধু মনে মনে আল্লাহর 'জাত' ও 'গুণাবলীর' ধ্যান করবে, যাকে জিকরে কলবি বা তাফাককুর বলা হয়।

(দুই) অন্তরের সাথে সাথে মুখেও ক্ষীণ শব্দে আল্লাহ তাআলার নামের অক্ষরগুলো উচ্চারণ করবে। এটাই হল জিকিরের সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্টতর পন্থা।

জিকিরের দ্বিতীয় পন্থা তথা শব্দসহ জিকির সম্পর্কে এই আয়াতেই বলা হয়েছে-

ودون الجهر من القول

অর্থাৎ, সুউচ্চ আওয়াজের চাইতে কম স্বরে। অতএব, যে লোক আল্লাহ তাআলার জিকির করবে তার সশব্দে জিকির করারও অধিকার রয়েছে। তবে তার আদব হলো অত্যন্ত জোরে চিৎকার করে জিকির করবে না, বরং মাঝামাঝি আওয়াজে করবে, যাতে আদব এবং মর্যাদাবোধের প্রতি লক্ষ্য থাকে। অতি উচ্চ স্বরে জিকির বা তেলাওয়াত করাতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, যার উদ্দেশ্যে জিকির করা হচ্ছে তার মর্যাদাবোধ অন্তরে নেই। যে সত্তার সম্মান ও মর্যাদা এবং ভয় মানব মনে বিদ্যমান থাকে তাঁর সামনে স্বভাবগতভাবেই মানুষ অতি উচ্চ স্বরে কথা বলতে পারে না।

কাজেই আল্লাহর সাধারণ জিকির হোক কিংবা কুরআন তেলাওয়াতই হোক, যখন আওয়াজের সাথে পড়া হবে তখন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে তা প্রয়োজনের চাইতে বেশি উচ্চ স্বরে না হয়।

সারকথা এই যে, এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহর জিকির বা কুরআন তেলাওয়াতের তিনটি পদ্ধতি বা নিয়ম জানা গেল।

প্রথমত: আত্মিক জিকির। অর্থাৎ, কুরআনের মর্ম এবং জিকির কল্পনা ও চিন্তার মাঝেই সীমিত থাকবে, যার সাথে জিহ্বার সমান্যতম স্পন্দনও হবে না।

দ্বিতীয়ত: যে জিকিরে আত্মার চিন্তা-কল্পনার সাথে সাথে জিহ্বাও নড়বে। কিন্তু বেশি উচ্চ শব্দ হবে না, যা অন্যান্য লোকেও শুনবে। এ দু'টি পদ্ধতি আল্লাহর বাণী واذكر ربك في نفسك -এর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়ত: ৩য় পদ্ধতিটি হল অন্তরে উদ্দিষ্ট সত্তার উপস্থিতি ও ধ্যান করার সাথে সাথে জিহ্বার স্পন্দনও হবে এবং সেই সঙ্গে শব্দও বেরোবে। কিন্তু এই পদ্ধতির জন্য আদব বা রীতি হল আওয়াজকে অধিক উচ্চ না করা। সীমার বাইরে যাতে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা। জিকিরের এ পদ্ধতিটিই ودون الجهر من القول আয়াতে শেখানো হয়েছে।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. নামাজের পরে জিকির করা কর্তব্য।
২. জিকির করা স্বতন্ত্র ইবাদত।
৩. জিকির দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে-সর্বাবস্থায় করা যায়।
৪. জিকির করতে হবে মনে মনে বা মধ্যম আওয়াজে।
৫. সকাল ও সন্ধ্যা জিকিরের উত্তম সময়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. غدو শব্দের অর্থ কী?

ক. সকাল　　খ. বিকাল
গ. রাত্র　　ঘ. দুপুর

২. تكن শব্দের মূল অক্ষর কী?

ক. كان　　খ. كءن
গ. كين　　ঘ. كون

৩. সময়মত নামাজ পড়া কী?

ক. ওয়াজিব　　খ. সুন্নাত
গ. ফরজ　　ঘ. মুস্তাহাব

৪. হজ্জ আদায়কালে কোন কোন সালাত একত্রে আদায় করা হয়?

ক. ফজর ও জোহর খ. জোহর ও আসর

গ. আসর ও মাগরিব ঘ. এশা ও ফজর

৫. সর্বোত্তম জিকির কোনটি?

ক. لا إله الا الله খ. الحمد لله

গ. سبحان الله ঘ. الله أكبر

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوْا اللهَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

২. إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

৩. ব্যাখ্যা কর : وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ

৪. দুই ওয়াক্ত সালাত একত্রে আদায়ের হুকুম লেখ।

৫. تركيب কর : وَلَاتَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

৬. তাহকিক কর : قَضَيْتُمْ، اَقِيْمُوْا، صَلٰوةٌ، اَلْغَافِلِيْنَ، فَاذْكُرُوْا

৪র্থ পাঠ

কুরআন তেলাওয়াত

কুরআন মহান আল্লাহ তাআলার অমিয় বাণী। উহা তেলাওয়াত করলে যেমন আল্লাহ তাআলার প্রতি মহব্বত বাড়ে, তেমনি অন্তরের ময়লাও কাটে। সাথে নেকি তো হয়ই। তাই তো মানব জীবনে আল কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
আপনি পাঠ করুন কিতাব হতে যা আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। এবং সালাত কায়েম করুন। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে। আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। (সুরা আনকাবুত : ৪৫)	٤٥- اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ [العنكبوت: ٤٥]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

اتل : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার التلاوة মাদ্দাহ ت+ل+و জিনস ناقص واوي অর্থ- তুমি পাঠ কর।

أوحي : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব إفعال মাসদার الإيحاء মাদ্দাহ و+ح+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- প্রত্যাদেশ করা হয়েছে।

أقم : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإقامة মাদ্দাহ ق+و+م জিনস أجوف واوي অর্থ- তুমি প্রতিষ্ঠা কর।

تنهى : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার النهي মাদ্দাহ ن+ه+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে নিষেধ করে।

أكبر : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব كرم মাসদার الكبر মাদ্দাহ ك+ب+ر জিনস صحيح অর্থ- অধিক বড়, মহান।

يعلم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার العلم মাদ্দাহ ع+ل+م জিনস صحيح অর্থ- সে জানে।

تصنعون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার الصناعة মাদ্দাহ ص+ن+ع জিনস صحيح অর্থ- তোমরা বানাও বা কর।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর নাজিলকৃত ওহি তথা কুরআন তেলাওয়াত করতে ও নামাজ আদায় করতে হুকুম করেছেন। কেননা, নামাজ মানুষকে যাবতীয় পাপাচার থেকে মুক্ত রাখে। তেলাওয়াত ও নামাজ আদায় ইত্যাদি সব ইবাদতের উদ্দেশ্য আল্লাহর জিকর। তাই আল্লাহ তাআলা এ আয়াতের মাধ্যমে তাকে স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

টীকা :

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ : হে নবি! আপনি আপনার উপর অবতারিত ওহি পাঠ করুন। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রসুল (ﷺ) কে কুরআন তেলাওয়াত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। নবিকে নির্দেশ দেওয়ার অর্থ উম্মতকে নির্দেশ দেওয়া। কুরআন তেলাওয়াত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতময় ইবাদত। নিম্নে কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব :

কুরআন মাজিদ মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হওয়ায় একে জানা একান্ত প্রয়োজন। কুরআন তেলাওয়াত একটি অপরিহার্য ইবাদত হওয়ায় আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে-

١- {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ} [العلق: ١]

পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

٢- {فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠]

তোমরা কুরআন হতে যা সহজ তা পাঠ কর।

٣- {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ} [البقرة: ١٢٩]

"হে আমাদের রব! আপনি তাদের মধ্য হতে এমন একজন রসুল প্রেরণ করেন, যিনি তাদের নিকট আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করবেন, তাদেরকে আপনার কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনিই মহাশক্তিশালী প্রজ্ঞাময়।"

সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মহানবি (ﷺ) এর অসংখ্য বাণী দ্বারা আমরা কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। মহানবি (ﷺ) কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্বারোপ করে এরশাদ করেন-

١- إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب (الترمذي عن ابن عباس)

অর্থাৎ, যার মধ্যে কুরআন নেই সে উজাড় গৃহের মতো।

অন্য হাদিসে আছে-

٢- عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ان لله أهلين من الناس فقيل من أهل الله منهم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته (أحمد:١٢٣٠١)

নিশ্চয় মানুষের মধ্য হতে আল্লাহর একদল আহল আছে। বলা হলো, হে আল্লাহর রসুল (ﷺ)! তাঁরা কারা? তিনি বললেন, যারা কুরআনের আহল তারাই আল্লাহর আহল ও বিশেষ লোক। (আহমদ)

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ফজিলত :

কুরআন তেলাওয়াত নফল ইবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই আল্লাহ তাআলা তেলাওয়াতের উপর গুরুত্বারোপের পাশাপাশি এর তেলাওয়াতের জন্য প্রতিদানের ব্যবস্থাও করেছেন।

১. কুরআন তেলাওয়াতের ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ এরশাদ করেন-

{اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ (٢٩) لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ (٣٠) } [فاطر: ٢٩، ٣٠]

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, রীতিমত নামাজ কায়েম করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে যাতে কখনও লোকসান হবে না। পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাদের সাওয়াব পুরোপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশি দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল গুণগ্রাহী। (সুরা ফাতির ২৯,৩০)

কুরআন তেলাওয়াতের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে মহানবি (ﷺ) এরশাদ করেন-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابَ اللهِ فَلَهُ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ آلم حَرْفٌ وَّلٰكِنْ اَلْفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ (الترمذي عن ابن مسعود)

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব হতে ১টি অক্ষর পাঠ করবে তার জন্য রয়েছে ১টি নেকি এবং নেকিটি ১০ গুণ করা হবে। আমি বলি না الم একটি হরফ, বরং ا একটি হরফ, ل একটি হরফ এবং م একটি হরফ। (তিরমিজি)

৩. অন্য হাদিসে রয়েছে- اقْرَءُوْا الْقُرْآنَ فَإِنَّهٗ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهٖ (مسلم:١٩١٠)

তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা উহা কিয়ামত দিবসে পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে। (মুসলিম)

৪. রসুল (ﷺ) আরো বলেন- أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ (كذا في الابانة عن أنس)

"নফল ইবাদত হিসেবে কুরআন তেলাওয়াত সর্বোত্তম।"

অন্য হাদিসে আছে- اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ (رواه ابن عساكر عن أبي)

"তোমরা কুরআন পড়। কারণ আল্লাহ তাআলা ঐ অন্তরকে শাস্তি দিবেন না, যা কুরআন আয়ত্ব করেছে।"

উপরোক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহের আলোকে কুরআন তেলাওয়াতের ফজিলত প্রমাণিত হল।

اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ:

নিশ্চয়ই নামাজ যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। যেমন আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে বলেন-

{وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: ٤٥]

আর তুমি নামাজ কায়েম কর। কেননা, নিশ্চয় নামাজ যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। এখানে الفحشاء বা অশ্লীল কাজ বলে এমন কাজকে বুঝানো হয়েছে যার মন্দত্ব সুস্পষ্ট। যে কাজকে মুমিন, কাফের নির্বিশেষে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ বলে মনে করে। যেমন– ব্যভিচার, অন্যায়, হত্যা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি।

আর المنكر বলা হয় ঐ সব কাজকে যার হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরিয়ত বিশারদগণ একমত। মোটকথা, الفحشاء ও المنكر এর মধ্যে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল গুনাহের কাজ অন্তর্ভুক্ত, যা নিঃসন্দেহ মন্দ এবং যা সত্যের পথে সর্ববৃহৎ বাধা। (معارف القرآن)

তবে শর্ত এই যে, শুধু নামাজ পড়লে চলবে না। বরং কুরআনের বক্তব্য মতে إقامة الصلاة বা নামাজ কায়েম করতে হবে। আর إقامة الصلاة এর গ্রহণযোগ্য অর্থ হলো– রসুল (ﷺ) যেভাবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রীতিনীতি পালন সহকারে নামাজ আদায় করেছেন এবং সারা জীবন মৌখিক শিক্ষাও দান করেছেন, ঠিক সেভাবে নামাজ আদায় করা।

অর্থাৎ, শরীর, পরিধেয় বস্ত্র, নামাজের স্থান ইত্যাদি পবিত্র হওয়া। নিয়মিত জামাতে নামাজ পড়া এবং নামাজের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সুন্নাতানুযায়ী সম্পাদন করা। এগুলো প্রকাশ্য রীতি। আর অপ্রকাশ্যরীতি এই যে, আল্লাহর সামনে এমনভাবে বিনয়াবনত ও একাগ্রতা সহকারে দাঁড়ানো, যেন তার কাছে আবেদন নিবেদন করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ কায়েম করে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনা-আপনি সৎকর্মের তাওফিক প্রাপ্ত হয় এবং যাবতীয় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিকও পায়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নামাজ পড়া সত্ত্বেও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে না বুঝতে হবে যে, তার নামাজের মধ্যে ত্রুটি বিদ্যমান।

ইমরান বিন হুসাইন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে–

من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له

অর্থাৎ, যে ব্যক্তিকে তার নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে না, তার নামাজ হয় না।

ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি তার নামাজের আনুগত্য করে না, তার নামাজ কিছুই না। বলা বাহুল্য, অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাই নামাজের আনুগত্য।

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, যার নামাজ তাকে সৎকাজ করতে এবং অসৎকাজ হতে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে না, তার নামাজ তাকে আল্লাহ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়।

হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসুল (ﷺ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকালে চুরি করে। তিনি বললেন إن الصلاة ستنهاه অচিরেই নামাজ তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে। (ইবনে কাসির)

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় যে, কিছুদিন পরে সে ব্যক্তি চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং তাওবা করে। (কুরতুবি)

একটি সন্দেহের জওয়াব :

এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, অনেক মানুষকে নামাজের অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় গোনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থি নয় কি? এর জবাব উলামায়ে কিরামের মতামত হলো–

১. কালবি ও ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হলো, إن الصلاة تنهى ما دمت فيها তুমি যতক্ষণ নামাজে থাকবে ততক্ষণ নামাজ তোমাকে বিরত রাখবে। (قرطبي)

২. কোনো কোনো আলেম বলেন, নামাজের উদ্দেশ্য হলো জিকির বা আল্লাহর স্মরণ। যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে সে কমবেশি গুনাহ থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকে। নামাজ না পড়লে সে আরো বেশি পাপে লিপ্ত হতো।

৩. কেউ কেউ বলেন, নামাজ বিরত রাখে না; বরং উহা বিরত থাকার কারণ সৃষ্টি করে। (روح المعاني)

৪. কেউ কেউ বলেন, আয়াতের অর্থ হলো নামাজ বান্দাকে গোনাহ করতে বাধা প্রদান করে। কিন্তু কাউকে বাধা প্রদান করা হলেই সে উক্ত কাজ হতে বিরত হবে এমনটা জরুরি নয়। কেননা, কুরআন, হাদিসও মানুষকে গোনাহ করতে নিষেধ করে, কিন্তু মানুষ তা ভ্রূক্ষেপ না করেই গোনাহ করে যায়।

৫. তবে অধিকাংশ তাফসিরবিদ বলেন, নামাজের বাধা দেওয়ার অর্থ শুধু নিষেধ করা নয়; বরং নামাজের মধ্যে এমন বিশেষ প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে যে, যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে সে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক পায়। অতএব, নামাজ দ্বারা মাকবুল নামাজ উদ্দেশ্য। অতএব, যার এরূপ তাওফিক হয় না, চিন্তা করলে প্রমাণিত হবে যে, তার নামাজে কোনো ত্রুটি আছে এবং সে নামাজ কায়েমের যথার্থ হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। হাদিস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

ولذكر الله أكبر :

আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। "আল্লাহর স্মরণ" এর ব্যাখ্যায় মুফতি শফি (র.) ২টি অর্থ বর্ণনা করেছেন–

১. বান্দাহ নামাজে অথবা নামাজের বাইরে আল্লাহকে স্মরণ করে তা সর্বশ্রেষ্ঠ।

২. বান্দাহ যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন আল্লাহ তাআলাও ওয়াদা অনুযায়ী স্মরণকারী বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশে স্মরণ করেন। যেমন আল্লাহ এরশাদ করেন–

{فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ} [البقرة: ١٥٢]

আল্লাহর এই স্মরণ ইবাদতকারী বান্দার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি থেকে এই দ্বিতীয় অর্থই বর্ণিত আছে।

ইবনে জারির ও ইবনে-কাসির এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে এ আয়াতে এ দিকে ইঙ্গিত আছে যে, নামাজ পড়ার মধ্যে গোনাহ থেকে মুক্তির আসল কারণ হল- আল্লাহ স্বয়ং নামাজির দিকে অভিনিবেশ করেন এবং ফেরেশতাদের সমাবেশে তাকে স্মরণ করেন। এর কল্যাণেই সে গোনাহ থেকে মুক্তি পায়। (معارف القرآن)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. কুরআন তেলাওয়াত করা খোদায়ি আদেশ।

২. সালাত কায়েম করা ফরজ।

৩. সালাত মানুষকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।

৪. জিকির সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত।

৫. আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. اُتْلُ এর ছিগাহ কী?

ক. واحد مذكر حاضر

খ. واحد متكلم

গ. واحد مؤنث غائب

ঘ. جمع متكلم

২. والله يعلم ما تصنعون কোন ধরনের جملة?

ক. اسمية

খ. فعلية

গ. ظرفية

ঘ. شرطية

৩. تَنْهٰى এর মূল অক্ষর কী?

ক. نهو খ. نهي

গ. تنه ঘ. توه

৪. সর্বোত্তম নফল আমল কোনটি?

ক. কুরআন তেলাওয়াত খ. জিকির

গ. নফল সালাত ঘ. সাদকা

৫. কুরআনের ১টি হরফ পাঠের বিনিময়ে কতগুণ নেকি বৃদ্ধি করা হবে?

ক. ৭ খ. ৮

গ. ৯ ঘ. ১০

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. اُتْلُ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

২. ব্যাখ্যা কর : إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

৩. কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব লেখ।

৪. কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ফজিলত বর্ণনা কর।

৫. ব্যাখ্যা কর : وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ

৬. تركيب কর : اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

৭. তাহকিক কর : اُتْلُ، اَقِمْ، تَنْهٰى، اَكْبَرُ، يَعْلَمُ

৫ম পাঠ

দোআ

দোআ মুমিনের অস্ত্র। দোআ করলে আল্লাহ তাআলা খুশি হন। তাই তো ইসলামে অধিক হারে দোআ করার কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
১৮৬. আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, (তখন বলবে) আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক ও আমার প্রতি ইমান আনুক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। (সুরা বাকারা : ১৮৬)	١٨٦- وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ [البقرة: ١٨٦]
তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারবশে আমার 'ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সুরা গাফের : ৬০)	٦٠- وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ [غافر: ٦٠]

تحقيقات الألفاظ: (শব্দ বিশ্লেষণ)

قريب : ছিগাহ বাহাছ واحد مذكر اسم فاعل বাব كرم মাসদার القرب মাদ্দাহ ق+ر+ب জিনস صحيح অর্থ নিকটবর্তী।

سألك : ك শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব فتح মাসদার السؤال মাদ্দাহ س+أ+ل জিনস مهموز فاء অর্থ সে আপনার কাছে চাইল।

أجيب : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإجابة মাদ্দাহ ج+و+ب জিনস أجوف واوي অর্থ আমি জবাব দেই।

فليستجيبوا : ف শব্দটি حرف عطف ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ أمر غائب معروف বাব

استفعال মাসদার الاستجابة মাদ্দাহ ج+و+ب জিনস أجوف واوي অর্থ তারা যেন দোআ করে। (ডাকের সাড়া কামনা করে।)

ليؤمنوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ أمر غائب معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ+م+ن জিনস مهموز فاء অর্থ তারা যেন বিশ্বাস করে।

يرشدون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الرشد মাদ্দাহ ر+ش+د জিনস صحيح অর্থ তারা সুপথপ্রাপ্ত হবে।

قال : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق+و+ل জিনস أجوف واوي অর্থ- সে বলল।

ادعوني : ني শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার الدعوة মাদ্দাহ د+ع+و জিনস ناقص واوي অর্থ তোমরা আমাকে ডাক।

استجب : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব استفعال মাসদার الاستجابة মাদ্দাহ ج+و+ب জিনস أجوف واوي অর্থ আমি কবুল করব।

يستكبرون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব استفعال মাসদার الاستكبار মাদ্দাহ ك+ب+ر জিনস صحيح অর্থ তারা অহংকার করে।

يدخلون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الدخول মাদ্দাহ د+خ+ل জিনস صحيح অর্থ তারা প্রবেশ করে।

داخرين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার الدخور মাদ্দাহ د+خ+ر জিনস صحيح অর্থ অপমানিত।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

আলোচ্য আয়াতে কারিমা দু'টিতে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন, কোনো বান্দাহ যখন আমার কাছে চায় তখন আমি বান্দার নিকটেই থাকি। আমি বান্দার দোআর জবাব দেই। দোআ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বান্দার কর্তব্য হলো- আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোআ করা। না চাইলেই বরং তিনি রাগান্বিত হন। তাইতো তিনি বলেন, যদি তারা দোআ করা থেকে বিরত থাকে তাহলে আমি তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো।

শানে নুজুল :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ..... وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

১. ইবনে জারির তবারি (র) এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন, হজরত মুয়াবিয়া ইবনে হাইদা (রা) তিনি তার পিতা থেকে, তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তার দাদা বলেছেন, একজন বেদুইন লোক রসুল (সা) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো, আমাদের প্রভু কি আমাদের নিকটে, যে আমরা তার কাছে গোপনে চাইবো, নাকি তিনি অনেক দূরে যে আমরা তাকে আওয়াজ করে ডাকব। রসুল (সা) চুপ থাকলেন। তখন আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতে কারিমা অবতীর্ণ করলেন। (তাফসিরে মুনির)

২. বর্ণিত আছে, খায়বার যুদ্ধের সময় রসুল (সা) দেখলেন মুসলমানরা উচ্চ আওয়াজে দোআ করছে। রসুল (সা) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের আওয়াজকে নিচু কর। কেননা, তোমরা কোনো বধির বা অদৃশ্য সত্তাকে ডাকছো না। তোমরা অধিক শ্রবণকারী এবং অধিক নিকটবর্তী সত্ত্বাকে ডাকছ। যিনি তোমাদের সাথেই আছেন। (তাফসিরুল মুনির)

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ :

আমি দোআকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। আয়াতে বর্ণিত (دعاء) দোআ সম্পর্কিত কিছু কথা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

দোআ (دعاء) এর পরিচয় :

দোআ (دعاء) শব্দের অর্থ চাওয়া, কামনা করা, ডাকা, সাহায্য প্রার্থনা করা। (دعاء) শব্দটি ইবাদত (عبادة) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর পরিভাষায় দোআ হলো-

১. এমন বাক্য, যার দ্বারা বিনয়ের সাথে কোনো কিছু চাওয়া বুঝায়। দোআ (دعاء) এর অপর নাম (سؤال) সুওয়াল। (কাওয়ায়েদুল ফিকহ)

২. আল্লাহর নিকট কোনো প্রকার কল্যাণ চাওয়াকে দোআ বলে।

দোআর (دعاء) প্রকার :

জা'দুল মাআদ কিতাবে এসেছে দোআ দুই প্রকার। যথা-

১. دعاء ثناء (প্রশংসামূলক দোআ)। এর প্রতিদান হল সাওয়াব। এ প্রকায় দোআয় হাত তোলার প্রয়োজন নেই।

২. دعاء مسئلة (কামনামূলক দোআ)। এর প্রতিদান হল কাঙ্খিত বস্তু প্রদান করা। এ প্রকার দোআয় হাত তোলা মুস্তাহাব।

দোআর (دعاء) গুরুত্ব :

দোআর গুরুত্ব অনেক। দোআর গুরুত্ব সম্পর্কে কতিপয় আয়াত এবং হাদিস নিম্নে পেশ করা হল।

দোআর গুরুত্ব সম্পর্কিত আয়াত :

১. [غافر: ٦٠] { ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ } অর্থাৎ, তোমরা আমাকে ডাক আমি সাড়া দিব।

২. [البقرة: ١٨٦] {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, বস্তুত আমি নিকটে। দোআকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই।

৩. [الأعراف: ٥٥] { ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً } অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রভুকে বিনয়ের সাথে ও নিরবে ডাক।

আলোচ্য আয়াতে কারিমাগুলো থেকে দোআর গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

দোআর গুরুত্ব সম্পর্কিত কতিপয় হাদিস :

দোআ সম্পর্কে নবি করিম (ﷺ) বলেন,

১. الدعاء مخ العبادة অর্থাৎ, দোআ হচ্ছে ইবাদতের মূল বা মগজ। (মেশকাত শরিফ)

২. إن الدعاء هو العبادة নিশ্চয়ই দোআই হল ইবাদত। (মেশকাত শরিফ)

৩. (الحاكم) الدعاء سلاح المؤمن অর্থাৎ, দোআ হল মুমিনের অস্ত্র। (হাকেম)

৪. (الحاكم) لا يرد القدر إلا الدعاء অর্থাৎ, দোআর দ্বারা তাকদির পরিবর্তন হয়। (হাকেম)

৫. ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তাআলার নিকট দোআর চাইতে অধিক সম্মানিত বিষয় আর কিছু নেই। (তিরমিজি শরিফ)

৬. من لم يسئل الله يغضب عليه অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট চায় না, আল্লাহ তার উপর রাগ হন। (তিরমিজি শরিফ)

দোআর হুকুম :

দোআর হুকুম দুই প্রকার। যথা-

১. **মুস্তাহাব :** ইমাম নববি (র) বলেছেন, নিশ্চয়ই পূর্বের এবং পরের সকল উলামা এ ব্যাপারে একমত

যে, গ্রহণযোগ্য মতে, দোআ হচ্ছে মুস্তাহাব। (আল মাওসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ)

২. **ওয়াজিব :** কোনো কোনো ক্ষেত্রে দোআ ওয়াজিব। যেমন- ঐ দোআ যা সুরা ফাতিহার মধ্যে রয়েছে। তা নামাজের মধ্যে করা ওয়াজিব। (الموسوعة الفقهية)

দোআ কবুলের শর্তাবলী :

দোআ কবুলের জন্য অনেক শর্ত রয়েছে যেমন-

(১) পরিধেয় বস্ত্র এবং খাবার হালাল হওয়া। এ ব্যাপারে রসুল (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না। আল্লাহ তাআলা তার রসুলগণকে বলেছেন- [المؤمنون: ٥١] {يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ} অর্থাৎ, হে রসুলগণ! আপনারা পবিত্র খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করুন। (সুরা মুমিনুন : ৫১)

২. গুনাহের কাজ থেকে মুক্ত থাকা ।

৩. দোআর সময় মনোযোগী হওয়া । এ প্রসঙ্গে রসুল (ﷺ) বলেছেন- وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ অর্থাৎ, জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলা অমনোযোগী অন্তরের দোআ কবুল করেন না। (তিরমিজি)

৪. পাপের বিষয়ে দোআ না করা।

৫. দোআর আগে ও পরে দরুদ পাঠ করা। এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.-

অর্থাৎ, দোআ আসমান জমিনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। তার থেকে কিছুই পৌছে না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার নবির উপর দরুদ পাঠ না কর। (তিরমিজি শরিফ)

৬. দৃঢ়ভাবে দোআ করা এবং কবুলের আশা রাখা। মহানবি বলেছেন- اُدْعُوْا اللهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْإِجَابَةِ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর নিকট কবুলের ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদী হয়ে দোআ কর। (তিরমিজি)

৭. বিনয়-নম্রতার সাথে দোআ করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [الأعراف: ٥٥] তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় এবং বিনয়ের সাথে ডাক।

৮. সাহল ইবনে আব্দিল্লাহ আত তাসতারি বলেন, দোআর শর্ত হল সাতটি। যথা-

(১) التضرع (আকুতি) (২) الخوف (ভয়) (৩) الرجاء (আশা)

(৪) المداومة (সর্বদা করা) (৫) العموم (ব্যাপকতা) (৬) الخشوع (একাগ্রতা)

(৭) أكل الحلال (হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা)। (তাফসিরে কুরতুবি)

দোআর আদব :

দোআর কতিপয় আদব রয়েছে। যেমন-

১. পবিত্র থাকা।

২. দুই হাত চিৎ করে কাঁধ বরাবর উঠানো। যেমন হাদিসে এসেছে- المسألة ان ترفع يديك جذو منكبيك أو نحوهما অর্থাৎ, দোআর আদব হল কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো। (মেশকাত শরিফ)

৩. হাতের তালু দ্বারা চাওয়া। যেমন, হাদিসে এসেছে- إذا سألتم الله شيئا فاسئلوا ببطون أكفكم অর্থাৎ, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাও, তখন তোমাদের হাতের পেট দ্বারা চাও। (আবু দাউদ)

৪. দোআর শুরুতে এবং শেষে হামদ ও ছানা পড়া। যেমন কুরআনের বাণী-

{وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ} [يونس: ١٠]

৫. দোআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা।

৬. মৃদু আওয়াজে, বিনয়ের সাথে দোআ করা- যেমন আল্লাহ এরশাদ করেছেন {ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً} [الأعراف: ٥٥] অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রভুকে বিনয়ের সাথে চুপে চুপে ডাক।

৭. দোআর মধ্যে কৃত্রিমতার ভান না করা। যেমন হাদিসে এসেছে- فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ (বুখারি শরিফ)

৮. কিবলামুখী হয়ে দোআ করা। যেমন হাদিসে এসেছে-

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوْ (البخاري:١٠٢٥)

আব্বাদ ইবনে তামিম (রাঃ) বলেন, আমি দেখেছি যেদিন রসুল (সাঃ) এস্তেসকার জন্য বের হলেন তিনি মানুষের দিকে পিঠ ফিরালেন এবং কিবলামুখী হয়ে দোআ করলেন। (বুখারি)

৯. নিজের জন্য দোআ দিয়ে আরম্ভ করা।

১০. আমিন বলে দোআ শেষ করা।

১১. দোআর শেষে চেহারা মাসেহ করা। যেমন, হাদিস শরিফে এসেছে-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ-صلى اللهُ عليه وسلم- إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

অর্থাৎ, রসুল (সাঃ) যখন দোআয় হাত তুলতেন। আর যখন দোআ শেষে হাত নামাতেন তখন তার দ্বারা চেহারা মাসেহ করতেন। (তিরমিজি)

১২. দোআর মধ্যে অসিলা দেওয়া : দোআর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের অসিলা দেওয়া যায়। যেমন-

(ক) নেক আমলের অসিলা দিয়ে দোআ করা : বিপদের সময়ে নেক আমলের অসিলা দিয়ে দোআ করা মুস্তাহাব। (মাউসুয়াতুল ফিকহ) যেমন সহিহ বুখারিতে আছে, রসুল (ﷺ) বলেছেন, পূর্ব যুগে তিনজন লোক বৃষ্টির কারণে গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। একটি পাথর এসে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। তখন তারা নেক আমলের অসিলা দিয়ে দোআ করার মাধ্যমে তারা সে বিপদ থেকে মুক্তি পায়। (বুখারি শরিফ) (সংক্ষেপিত)

(খ) নেককার ব্যক্তির অসিলা দিয়ে দোআ করা : দোআর মধ্যে নবি বা অলি তথা নেককার ব্যক্তির অসিলা দিয়ে দোআ করা মুস্তাহাব। এতে দোআ তাড়াতাড়ি কবুল হয়। নিচে এ ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করা হলো।

১. নেককার ব্যক্তির অসিলা দিয়ে দোআ করা:

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - كَانَ إِذَا قَحَطُوْا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا . قَالَ فَيُسْقَوْنَ

হজরত আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হজরত ওমর (رضي الله عنه) এর শাসনামলে যখন অনাবৃষ্টি দেখা দিত, তখন হজরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (رضي الله عنه) এর অসিলা দিয়ে দোআ করতেন। তিনি এভাবে বলতেন, হে আল্লাহ আমরা আপনার নবির অসিলা দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দিতেন। আর এখন আমরা আমাদের নবির চাচার অসিলা দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি, আমাদের বৃষ্টি দিন। আনাস বলেন, তখন বৃষ্টি হয়। (বুখারি শরিফ, হাদিস নং-১০১০)

২. নবিদের অসিলা দিয়ে দোআ করা :

মহানবি (ﷺ) যখন হজরত আলি (رضي الله عنه) এর মাতা ফাতেমা বিনতে আসাদ (رضي الله عنها) এর দাফন শেষ করলেন তখন বলেছিলেন-

اللهُ الَّذِيْ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوْتُ، اغْفِرْ لأُمِّيْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَسَدٍ، ولَقِّنْهَا حُجَّتَها، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالأَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِيْ، فَإِنَّكَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (الطبراني في الكبير:٢٠٣٢٤)

আল্লাহ যিনি মৃত্যু দেন এবং জীবিত করেন। যিনি চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই। আমার মা ফাতেমা বিনতে আসাদকে ক্ষমা করুন। তাকে দলিল শিক্ষা দিন, তার কবরকে প্রশস্ত করুন, আপনার নবির অসিলায় এবং আমার পূর্ববর্তী নবিগণের অসিলায়। নিশ্চয়ই আপনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (তবারানি, হাদিস নং ২০৩২৪)

ফরজ নামাজের পরে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দোআ করা মুস্তাহাব :

হজরত আবু উমামা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত-

عَنْ اَبِي اُمَامَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ " جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ (الترمذي:٣٨٣٨)

অর্থাৎ, রসুল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোনো দোআ বেশি তাড়াতাড়ি কবুল হয়? তিনি বললেন, মধ্যরাত এবং ফরজ নামাজের পরবর্তী দোআ। (তিরমিজি, হাদিস নং- ৩৮৩৮)
অত্র হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, ফরজ নামাজের পর হাত তুলে দোআ করা মুস্তাহাব। কেননা, পূর্বে বলা হয়েছে দোআর মধ্যে হাত তোলা মুস্তাহাব। আর অত্র হাদিসে ফরজ নামাজের পরে দোআ মুস্তাহাব হওয়ার কথা বুঝা যায়। তাই উক্ত হাদিসগুলোকে একত্রে সামনে রাখলে ফরজ নামাজের পরে হাত তুলে দোআ করা মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ সহজেই পাওয়া যায়।
অবশ্য এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট হাদিসও রয়েছে। যেমন-

عن محمد بن أبي يحي قال: رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلاً رافعاً يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته فلما فرغ منها قال: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته. (رواه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي رجاله ثقات.)

মুহাম্মদ ইবনে আবি ইয়াহইয়া (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) কে দেখলাম, আর তিনি এক ব্যক্তিকে নামাজ থেকে ফারেগ হওয়ার পূর্বে দুহাত তুলে দোআ করতে দেখলেন। উক্ত ব্যক্তি যখন ফারেগ হলো তখন ইবনে যুবায়ের (রা.) বললেন, নিশ্চয়ই রসুল (ﷺ) তার নামাজ থেকে ফারেগ না হয়ে দুহাত তুলতেন না। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, হাদিস নং ১৭৩৪৫: তবারানি খণ্ড ১৩ পৃ. ১২৯ ইমাম হায়ছামি বলেন, হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত)
উপরোক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, মহানবি (ﷺ) নামাজ শেষে হাত তুলে দোআ করতেন।

ড. মাহমুদ তহহান দোআয় হাত তোলার হাদিসকে متواتر بالمعنى বলে অভিহিত করেছেন।

তাছাড়া সম্মিলিতভাবে দোআ করলে তা দ্রুত কবুল হয় বিধায় সম্মিলিতভাবে দোআ করাও মুস্তাহাব হবে। যেমন হাদিস শরিফে আছে-

عن أبي هبيرة عن حبيب بن مسلمة الفهري – وكان مستجابا – أنه أمر على جيش فدرب الدروب فلما لقي العدو قال للناس : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله (رواه الطبراني وقال الهيثمي رجال رجال الصحيح غير ابن لهيعة و هو حسن الحديث)

হজরত হাবিব বিন মাসলামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি ছিলেন মুসতাজাবুদ দাওয়াত। তাকে একদা একটি বাহিনীর আমির বানানো হলো। যখন সৈন্যরা এগিয়ে গেল, যখন তিনি শত্রুর সাক্ষাত পেলেন, লোকদেরকে বললেন, আমি রসুল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, একদল মানুষ একত্রিত হয়ে যদি একজনে দোআ করে এবং বাকিরা আমিন বলে, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের দোআ কবুল করেন। (তবারানি, ইমাম হায়ছামি বলেন, হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।)

হাদিস শরিফে আরও এসেছে-

عن أبي هريرة ، ان رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رفع يده بعد ما سلم وهو مستقبل القبلة

অর্থাৎ, হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রসুল (সাঃ) নামাজের সালাম ফিরানোর পর কিবলামুখী থাকা অবস্থায় হাত তুলে দোআ করলেন। (ইবনু আবি হাতেম, ইবনে কাসির)

মোটকথা, ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দোআ করা মুস্তাহাব।

যে সকল সময়ে দোআ কবুল হয় :

দোআ কবুলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সময় রয়েছে। যখন দোআ কবুল হয়। যা হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন-

১. সাহরির সময়।

২. ইফতারের সময়। যেমন হাদিসে এসেছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ... الخ

অর্থাৎ, রসুল (সাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তির দোআ ফেরত দেওয়া হয় না। এক. রোজাদারের দোআ যখন সে ইফতার করে...। (তিরমিজি)

৩. সফর অবস্থায়।

৪. বৃষ্টির সময়।

৫. অসুস্থ অবস্থায়।

৬. শেষ রাতে। হাদিসে এসেছে- আল্লাহ তাআলা রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে আসেন এবং বলেন, কে আছে আমার কাছে দোআ করবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব। (মুসলিম)

৭. আজান এবং ইকামতের মাঝে। যেমন হাদিসে এসেছে-

الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ (الترمذي:٢١٢)

অর্থাৎ, আজান এবং একামাতের মধ্যবর্তী দোআ ফিরানো হয় না।

৮. জুমুয়ার দিনের দোআ।

৯. কুরআন খতমের পরে।

যারা মুস্তাজাবুদ দাওয়াত :

নিম্নবর্ণিত লোকদের দোআ আল্লাহ তাআলা সরাসরি কবুল করে থাকে।

১. মাজলুমের দোআ ২. মুসাফিরের দোআ ৩. পিতা-মাতার দোআ। যেমন হাদিসে এসেছে-

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

(الترمذي: ٢٠٢٩)

অর্থাৎ, তিন ব্যক্তির দোআ নিশ্চিতভাবে কবুল করা হয়। মাজলুমের দোআ এবং মুসাফিরের দোআ এবং সন্তানের জন্য পিতামাতার দোআ।

৪. নেককার শাসকের দোআ।

যে সমস্ত কারণে দোআ কবুল করা হয় না :

হাদিসে যে সকল কারণে দোআ কবুল না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন-

১. হারাম খাদ্য ভক্ষণ করা। যেমন, হাদিসে এসেছে, রসুল (ﷺ) উল্লেখ করেছেন-

اَلرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ (الترمذي:٣٢٥٧)

এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করল, ধুলাধুসরিত এলোমেলো চুল হয়ে গেল, সে তার দুই হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে বলছে, হে রব, হে রব, অথচ তার খাদ্য-পানীয় হারাম এবং কাপড়-চোপড় হারাম এবং হারাম মাল দ্বারা শরীর গঠিত হয়েছে, কিভাবে তার দোআ কবুল করা হবে। (তিরমিজি:৩২৫৭)

২. গুনাহের কাজ সম্পর্কিত দোআ করা।

৩. আত্মীয়তার সম্পর্কেচ্ছেদের জন্য দোআ করা। যেমন উভয়ের সমর্থনে হাদিস শরিফে এসেছে-

لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ (مسلم:٧١١٢)

অর্থাৎ, বান্দা যদি পাপের কাজে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে দোআ না করে, তাহলে দোআ কবুল করা হবে।

হজরত ইব্রাহিম আদহামকে (র:) কে প্রশ্ন করা হল, আমরা দোআ করি, কিন্তু আমাদের দোআ কবুল করা হয় না, কেন? তিনি বললেন, ১০টি কারণে তোমাদের দোআ কবুল হয় না।

১. তোমরা আল্লাহকে চেনো, কিন্তু তাকে মান্য করো না।
২. তোমরা রসুল সম্পর্কে জান, কিন্তু তার সুন্নাতের অনুসরণ করো না।
৩. তোমরা কুরআন সম্পর্কে জান, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করো না।
৪. তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ ভক্ষণ কর, কিন্তু তার শুকরিয়া আদায় করো না।
৫. তোমরা জান্নাত সম্পর্কে জান, কিন্তু তা অনুসন্ধান করো না।
৬. তোমরা জাহান্নাম সম্পর্কে জান, কিন্তু তার থেকে বাঁচার চেষ্টা করো না।
৭. তোমরা শয়তান সম্পর্কে জান, কিন্তু তার থেকে পলায়ন করো না।
৮. তোমরা মৃত্যু সম্পর্কে জান, কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো না।
৯. তোমরা মৃতকে দাফন কর, কিন্তু এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো না।
১০. তোমরা নিজেদের দোষ চর্চা ভুলে গিয়েছ, কিন্তু মানুষের দোষ চর্চায় ব্যস্ত রয়েছে। (তাফসিরে কুরতুবি)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

আয়াতদ্বয় থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই-

১. আল্লাহ তাআলা বান্দার অতি নিকটে আছেন।
২. একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে।
৩. আল্লাহ তাআলা বান্দার দোআ কবুল করেন।
৪. দোআ করা একটি ইবাদত।
৫. দোআ অস্বীকারকারীকে আল্লাহ তাআলা পাকড়াও করবেন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. يرشدون শব্দটি কোন ছিগাহ ?

ক. جمع مؤنث غائب　　খ. جمع مذكر غائب

গ. جمع متكلم　　ঘ. جمع مذكر حاضر

২. دعوة শব্দের অর্থ কী?

ক. প্রার্থনা করা　　খ. দাওয়াত খাওয়া

গ. দাওয়াত দেওয়া　　ঘ. দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা

৩. فَإِنِّي قريب আয়াতে قريب শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে?

ক. خبر إن　　খ. مبتدأ

গ. خبر　　ঘ. اسم إن

৪. কোনো কাজ শুরু করার আগে দোআ করার হুকুম কী?

ক. মুবাহ　　খ. সুন্নাত

গ. ওয়াজিব　　ঘ. মুস্তাহাব

৫. গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে দোআ করতে হয় কেন?

ক. পরিচিতির জন্য　　খ. বরকতের জন্য

গ. প্রচারের জন্য　　ঘ. সবাইকে জানানোর জন্য

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّي قَرِيْبٌ.... الخ আয়াতের শানে নুজুল লেখ।

২. أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

৩. دعاء কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? دعاء-এর হুকুম লেখ।

৪. কুরআন ও হাদিসের আলোকে دعاء-এর গুরুত্ব লেখ।

৫. دعاء কবুল হওয়ার শর্তাবলি লেখ।

৬. دعاء-এর আদবগুলো লেখ।

৭. কোন কোন অবস্থায় دعاء কবুল হয়? লেখ।

৮. কী কী কারণে دعاء কবুল হয় না? লেখ।

৯. أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ : ترکیب কর

১০. তাহকিক কর : قَرِيْبٌ، أُجِيْبُ، أُدْعُ، يَسْتَكْبِرُوْنَ، دَاخِرِيْنَ

ষষ্ঠ পাঠ
দরুদ পাঠ

উম্মতের উপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যতম হক হলো উম্মত তার আনুগত্য করবে এবং তাঁর প্রতি দরুদ পড়বে। দরুদ পড়লে যেমন অসংখ্য নেকি পাওয়া যায়, তদ্রূপ গোনাহও মাফ হয়। এজন্য ইসলামে দরুদ শরিফের গুরুত্ব অনেক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
আল্লাহ নবির প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরেশতাগণও নবির জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবির জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও। (সুরা আহযাব : ৫৬)	٥٦- اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا . [الأحزاب: ٥٦]

تحقيقات الألفاظ: (শব্দ বিশ্লেষণ)

ملائكة : শব্দটি বহুবচন, একবচন ملك অর্থ ফেরেশতাগণ।

يصلون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার الصلاة মাদ্দাহ ص+ل+و জিনস أجوف واوي অর্থ তারা দরুদ প্রেরণ করে বা করবে।

صلوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার الصلاة মাদ্দাহ ص+ل+و জিনস أجوف واوي অর্থ তোমরা দরুদ পড়ো।

سلموا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার السلام মাদ্দাহ س+ل+م জিনস صحيح অর্থ তোমরা সালাম দাও।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :
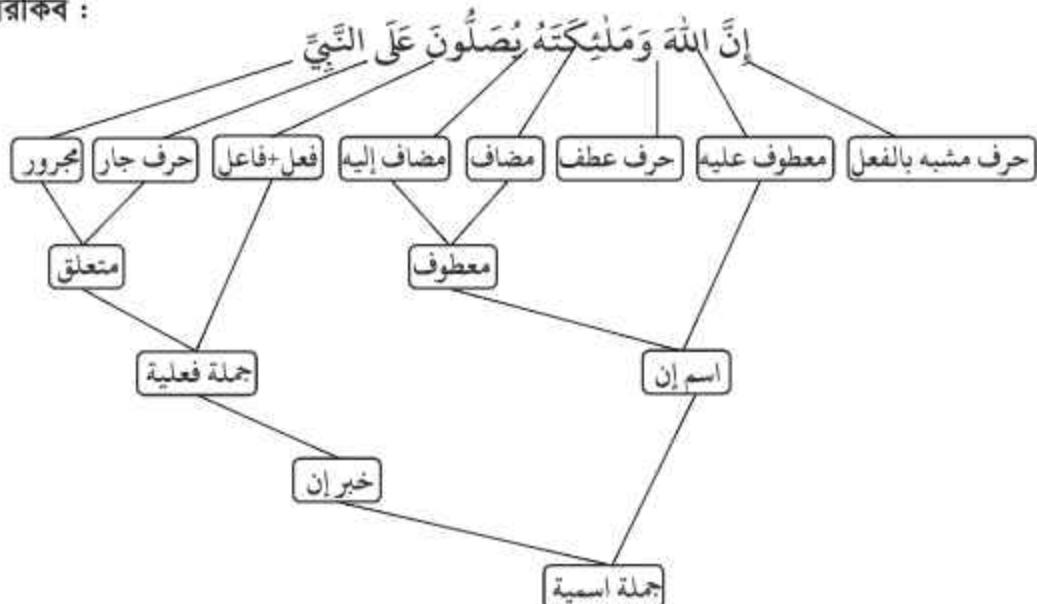
মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন আলোচ্য আয়াতে কারিমায় তার প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করার তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ পাক স্বয়ং নিজে তার নবির উপর দরুদ পড়েন এবং সকল ফেরেশতারা নবির উপর দরুদ পাঠ করেন। বুঝা গেল, আয়াতে দরুদের গুরুত্ব, ফজিলত ও তাৎপর্য বর্ণনাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

দরুদের অর্থ :

দরুদ শব্দটি ফারসি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা রসুল (ﷺ) এর জন্য দোআ করা এবং সম্মান প্রদর্শন করা। পরিভাষায়- রসুল (ﷺ) এর উপর আল্লাহর রহমত কামনা করাকে দরুদ বলে।

দরুদের শব্দাবলি : রসুল (ﷺ) এর উপর দরুদ পড়ার বিভিন্ন শব্দাবলী হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হল-

١- اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰٓى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

(বুখারি শরিফ:৩৩৭০)

٢- اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

(দারাকুতনি : ১৩৫৫)

٣- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(বুখারি শরিফ:৬৩৬০)

এছাড়াও রহমত কামনাসূচক যে কোনো শব্দ দ্বারা রসুল (ﷺ) এর উপর দরুদ পড়া যায়। যেমন, মহানবি (ﷺ) এর নাম শ্রবণে আমরা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলে থাকি। তাছাড়া হাদিস শরিফে বিভিন্ন শব্দে দরুদ শরিফ বর্ণিত রয়েছে।

দরুদ বানানো যাবে কি না :

হাদিসে বর্ণিত দরুদ ছাড়াও অন্য শব্দে রসুল (ﷺ) এর উপর দরুদ পাঠ করা যায়। তদ্রূপ হাদিসে বর্ণিত দরুদের আগে ও পরে শব্দ বৃদ্ধি করেও পড়া জায়েজ। যা সাহাবা, তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িনসহ আইম্মায়ে কেরামগণের নিকট থেকে প্রমাণিত।

যেমন আল্লামা ইবনুল কায়্যিম জাওজিয়া তার فضل الصلاة على النبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ কিতাবে একশত ত্রিশ প্রকারের দরুদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং আইম্মায়ে মুতাকাদ্দিমিনদের মধ্যে কে কোন দরুদ পড়েছেন তা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, পৃথিবীর বড় বড় আলেম ও অনেক মুছান্নিফ (লেখক) তাদের কিতাব নিজস্ব বানানো দরুদ শরিফ দিয়ে লেখা শুরু করেছেন। যে সকল শব্দ হাদিসে নেই। এছাড়া রসুল (ﷺ) এর নাম শুনে আমরা সংক্ষেপে যে দরুদটি পড়ি, তাও হাদিসে নেই।

সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় দরুদের শব্দ বাড়িয়ে বলা বা যথাযথ বাক্য দ্বারা দরুদ বানানো যাবে।

উত্তম দরুদ :

আমরা জানতে পারলাম, বিভিন্ন শব্দে রসুল (ﷺ) এর উপর দরুদ পড়া যাবে। তবে ইমাম নববি (র.) বলেন, সবচেয়ে উত্তম শব্দের দরুদ হচ্ছে নিম্নোক্ত দরুদটি-

اللّٰهُمَّ صل على محمد و على ال محمد كما باركت على إبراهيم (الموسوعة الفقهية)

তবে অন্যান্য উলামায়ে কেরাম হাদিসে বর্ণিত দরুদকে উত্তম দরুদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অন্য নবিদের উপর দরুদ ও সালাম পড়া :

রসুল (ﷺ) ছাড়াও অন্য নবি রসুলদের প্রতি সালাম পড়তে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন। যেমন হজরত নুহ (عليه السلام) সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, سلام على نوح في العالمين হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) সম্পর্কে বলেছেন, سلام على إبراهيم হজরত মুসা (عليه السلام) ও হারুন (عليه السلام) সম্পর্কে বলেছেন, سلام على موسى و هارون ইত্যাদি। এজন্য কোনো নবি রসুলের নাম শুনলে আলাইহিস সালাম বলতে হয়। তবে শুধু সালাত আমাদের নবির জন্য। অন্যদের ক্ষেত্রে সালাত বললে আমাদের নবির সাথে বলতে

হবে। যেমন বলতে হবে- آدم وعلى نبينا عليهما الصلاة والسلام (আদম ওয়াআলা-নবিয়্যিনা আলাইহিমাস সালাতু ওয়াস সালাম)

নবি ছাড়া অন্য কারো উপর দরুদ পড়া :

রসুল (ﷺ)- ছাড়া অন্য কারো উপর, যেমন কোনো ওলি বা হক্কানি পিরের উপর স্বতন্ত্রভাবে দরুদ পড়া যাবে না। তবে এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, (তাবয়িয়া) التبعية পদ্ধতিতে অর্থাৎ, আল্লাহর রসুল (ﷺ) এর নামের পরে অন্য কারো নামে দরুদ পড়া যাবে।

যেমন اللّٰهُمَّ صل على محمد و على الحسن والحسين

তাছাড়া রসুল (ﷺ) স্বয়ং অন্যের উপর দরুদ পড়েছেন। হাদিস শরিফ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আওফা এর পরিবারের উপর দরুদ পড়েছেন। হাদিস শরিফে আছে- اللّٰهُمَّ صل على آل أبي أوفى. (رواه البخاري:٤١٦٦)

সুতরাং জানা গেল যে, রসুল (ﷺ) ছাড়াও অন্য কারো উপর দরুদ পড়া যাবে।

দরুদ পড়ার হুকুম :

দরুদ পড়ার হুকুম ৪ প্রকার। যথা-

১. **ফরজ** : অধিকাংশ আলেম ও হানাফি আলেমদের মতে, জীবনে একবার দরুদ পড়া ফরজ।

২. **ওয়াজিব** : কোনো বৈঠক বা মজলিসে রসুল (ﷺ) এর নাম শুনলে প্রথম বার দরুদ পড়া ওয়াজিব। ইমাম ত্বহাবি (র.) এর মতে, যতবার রসুল (ﷺ) এর নাম শুনবে ততবার দরুদ পড়া ওয়াজিব। (الموسوعة الفقهية)

৩. **সুন্নাত** : ইমাম আবু হানিফা এর মতে, নামাজে তাশাহহুদের পরে দরুদ পড়া সুন্নাত।

৪. **মুস্তাহাব** : একই বৈঠকে বারবার রসুল (ﷺ) এর নাম আসলে প্রথমবার দরুদ পড়া ওয়াজিব এবং তারপরে প্রত্যেক বার দরুদ পড়া মুস্তাহাব। এছাড়া সময় নির্ধারণ করে ওজিফা বানিয়ে দরুদ পড়াও মুস্তাহাব।

দরুদ শরিফ পড়ার স্থান ও সময় :

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর দরুদ শরিফ পড়া অত্যন্ত মর্যাদাময় ও ফজিলতপূর্ণ কাজ। তাই নামাজের বাহিরে ও অন্য সকল সময়ে দরুদ পড়া মুস্তাহাব। নিম্নোক্ত সময়ে দরুদ শরিফ পড়ার ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যেমন-

১. নামাজের মধ্যে তাশাহহুদের পরে।
২. জানাযার নামাজে দ্বিতীয় তাকবিরের পরে।
৩. জুমা ও দুই ইদের খুতবায়।
৪. আজানের পরে।
৫. প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায়।
৬. মসজিদে প্রবেশের সময়।

৭. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় ৮. রসুল (ﷺ) এর রওজার পাশে।
৯. দোআ করার সময়। ১০. সাফা ও মারওয়ায় সায়ি করার সময়।
১১. কোনো গোষ্ঠীর একত্রিত হওয়ার সময় এবং তাদের আলাদা হওয়ার সময়।
১২. রসুল (ﷺ) এর নাম মোবারক উচ্চারণ ও শ্রবণের সময়।
১৩. তালবিয়া পাঠ শেষে। ১৪. হাজরে আসাওয়াদ চুম্বনের সময়।
১৫. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময়। ১৬. কুরআন খতমের পরে।
১৭. চিন্তা ও কষ্টের সময়। ১৮. মাগফেরাত কামনার সময়।
১৯. মানুষের নিকট দীন পৌঁছানোর সময়।
২০. ওয়াজ ও নসিহত বা আলোচনার সময়।
২১. পাঠদানের সময়। ২২. বিবাহের খুতবার সময়।
২৩. জুমুয়ার দিনে ও রাতে। ২৪. কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে।

(الموسوعة و نضرة النعيم)

দরুদ শরিফ পড়ার ফজিলত :

মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে রসুল (ﷺ) এর উপরে দরুদ শরিফ পাঠের আদেশ দিয়েছেন এবং রসুল (ﷺ) হাদিস শরিফে দরুদ শরিফ পাঠের অনেক ফজিলত বর্ণনা করেছেন।

১. দরুদ শরিফ পাঠকারীর উপর আল্লাহ পাক দরুদ পড়েন তথা রহমত অবতীর্ণ করেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

"রসুল (ﷺ) বলেন, যে আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন। (মুসলিম)

২. দরুদ শরিফ পাঠকারীর মর্যাদা বৃদ্ধি ও গুনাহমাফ করা হয়।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيْئَاتٍ » (أحمد :١٤١٠٦)

রসুল (ﷺ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাজিল করেন এবং তার দশটি গুনাহ মাফ করেন। (আহমদ).

৩. দরুদ শরিফ পাঠকারীর চিন্তাসমূহ দূর করেন এবং গুনারাশি ক্ষমা করেন।

৪. দরুদ শরিফ পাঠ রসুল (ﷺ) এর শাফায়াত অর্জনের উপায়।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة (مجمع الزوائد:١٧٠٢٢)

৫. দরুদ শরিফ পাঠকারীর নাম রসুল (ﷺ) এর নিকট পেশ করা হয়।

৬. দরুদ শরিফ মজলিসের অনর্থক কথাবার্তা এর কাফফারা।
৭. দরুদ শরিফ দোআ কবুলের কারণ বা মাধ্যম।

عن علي قال : كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلي على محمد وعلى آل محمد . (البيهقي في شعب الإيمان :١٥٧٥)

৮. দরুদ শরিফ পাঠ কৃপণতা থেকে পরিত্রাণের উপায়। যেমন হাদিসে আছে-

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « الْبَخِيْلُ الَّذِى مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ » (الترمذي:٣٨٩١)

৯. দরুদ শরিফ পাঠ জান্নাতে যাওয়ার পথ বা উপায়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ . (ابن ماجة:٩٦١)

দরুদ শরিফের উপকারিতা :

১. দরুদ শরিফ পাঠকারী আল্লাহর অনুগত হয়।
২. দশটি রহমত অর্জন।
৩. দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি।
৪. দশটি নেকি লেখা হয়।
৫. দশটি গুনাহ মাফ হয়।
৬. দোআ কবুলের ব্যাপারে আশান্বিত হওয়া যায়।
৭. রসুল (ﷺ) এর শাফায়াত লাভের উপায়।
৮. গুনাহ মাফের মাধ্যম।
৯. চিন্তা ও কষ্ট দূর হয়।
১০. কিয়ামতের দিন আল্লাহর নৈকট্য অর্জন।
১১. প্রয়োজন মিটানোর মাধ্যম।
১২. আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের দোআ পাওয়ার মাধ্যম।
১৩. দরুদ পাঠ পাঠকারীর জন্য পবিত্রতা স্বরূপ।
১৪. মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ।
১৫. ভুলে যাওয়া বিষয় মনে হওয়া।
১৬. মজলিসের পবিত্রতা।
১৭. দরিদ্রতা দূর করে।
১৮. বখিলি দূর করে।
১৯. দরুদ পাঠকারীর জীবনে এবং তার কাজে বরকত লাভ করে।
২০. রসুল (ﷺ) এর মহব্বত অন্তরে জাগ্রত থাকে।
২১. বান্দার অন্তরের হিদায়েতের মাধ্যম।
২২. সঠিক পথে অটল থাকার মাধ্যম।

(نضرة النعيم)

দরুদ শরিফ পড়ার আদব :

রসুল (ﷺ) এর উপর দরুদ শরিফ পাঠ উত্তম আমল। এজন্য দরুদ শরিফ তাজিম ও আদবের সাথে পাঠ করতে হবে। দরুদ পাঠের কয়েকটি আদব নিম্নরূপ-

১. দরুদ পাঠকারীকে পবিত্র হতে হবে।
২. একাগ্রচিত্তে দরুদ শরিফ পাঠ করতে হবে।
৩. আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের নিমিত্তে ও রসুল (ﷺ) এর মহব্বত হাসিলের লক্ষ্যে দরুদ শরিফ পাঠ করতে হবে।
৪. দরুদ শরিফ পাঠের সময় এমন ধারণা করবে, তার দরুদ রসুল (ﷺ) নিকট পেশ করা হয়। (রুহুল বায়ান)

হাদিস শরিফে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَحْسِنُوْا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ لَعَلَّ ذٰلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ. (ابن ماجة:٩٥٩)

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা রসুল (ﷺ) এর উপর দরুদ পাঠ করবে তখন উত্তমভাবে দরুদ পাঠ করবে। কেননা, তোমরা হয়ত জান না তোমাদের দরুদ তাঁর (রসুল (ﷺ) এর নিকট পেশ করা হয়।

সুতরাং, আমাদের উচিত আদব ও তাজিম সহকারে রসুল (ﷺ) এর উপর দরুদ পাঠ করা ।

দরুদ শরিফ পাঠের পরিমাণ :

দরুদ শরিফ পাঠের নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই। যত ইচ্ছা রসুল (ﷺ) এর উপর দরুদ শরিফ পাঠ করতে পারবে। ওজিফা করে প্রতিদিন নির্ধারিত সংখ্যায়ও দরুদ শরিফ পাঠ করা যায়। হাদিস শরিফে এসেছে, এক সাহাবি রসুল (ﷺ) এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (ﷺ)! আমি আপনার উপর বেশি বেশি দরুদ শরিফ পাঠ করতে চাই, সুতরাং কতবার দরুদ পাঠ করব? রসুল (ﷺ) বললেন, তোমার যত ইচ্ছা। সাহাবি বললেন, দিনের চার ভাগের এক ভাগ। রসুল (ﷺ) বললেন, তোমার যত ইচ্ছা তবে তুমি যদি আরো বৃদ্ধি করতে পার তাহলে তোমার জন্য কল্যাণকর। সাহাবি বললেন, দিনের অর্ধেক? রসুল (ﷺ) বললেন, তোমার যা ইচ্ছা, তবে তুমি যদি আরো বৃদ্ধি কর তাহলে তোমার জন্য কল্যাণকর। সাহাবি বললেন, দিনের দুইতৃতীয়াংশ? রসুল (ﷺ) বললেন, তোমার যা ইচ্ছা, তবে যদি আরো বৃদ্ধি কর তাহলে তোমার জন্য কল্যাণকর। সাহাবি বললেন, পুরো সময়ই আমি আপনার জন্য দরুদ পড়ব? রসুল (ﷺ) বললেন, তাহলে তোমার চিন্তা দুর করা হবে এবং গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে। (তিরমিজি)

আলোচ্য হাদিস থেকে বোঝা যায়, দরুদ শরিফ পাঠের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। যত ইচ্ছা পাঠ করা যায়।

মজলিস করে দরুদ শরিফ পাঠ :

কোনো দল বা গোষ্ঠি কোনো মজলিসে একত্রিত হলে উক্ত মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদেরকে দরুদ শরিফ পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শরিয়তে । যেমন হাদিসে এসেছে-

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما اجتمع قوم ثم تفرقوا من غير ذكر الله و صلاة على النبي صلى الله عليه و سلم إلا قاموا عن أنتن من جيفة (شعب الإيمان:١٥٧٠)

অর্থ : হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুল (সা.) বলেন, কোনো একদল লোক একত্রিত হবার পর আল্লাহর জিকির এবং নবির উপর দরুদ পড়া ছাড়া পৃথক হলে তারা যেন একটি দুর্গন্ধযুক্ত মৃতদেহের নিকট থেকে উঠে গেল। (শুআবুল ইমান)

অন্য হাদিসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ » (أحمد:١٠٢٢٥)

অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল (সা.) বলেন, যদি কোনো একদল মানুষ কোনো বৈঠকে বসে আল্লাহর জিকির ও নবির উপর দরুদ না পড়ে তবে তারা কিয়ামতের দিন জান্নাতে গেলেও সাওয়াবের জন্য আফসোস করবে। (মুসনাদে আহমদ)

অতএব, সাধারণ কোনো মজলিসে যদি আল্লাহর জিকির ও দরুদ পাঠের এত গুরুত্ব দেওয়া হয়, তবে শুধু জিকির ও দরুদের জন্য মজলিস করা অবশ্যই জায়েজ বরং উত্তম হবে।

দরুদে ইবরাহিম ছাড়া অন্য দরুদ পড়ার বিধান :

অনেকে বলে থাকেন, তাশাহহুদের পরে যে দরুদ পড়া হয়- যাকে দরুদে ইবরাহিমী বলা হয়- সে দরুদ ছাড়া অন্য দরুদ পড়া যাবে না। তাদের এ দাবি যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন। কেননা, হাদিসে বিভিন্ন শব্দে দরুদ শরিফ বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এ দরুদ পড়তে খাছ করে আদেশ করা হয়নি। তদুপরি আমরা জেনেছি, মুহাক্কিক আলেমগণ বিভিন্ন শব্দে দরুদ শরিফ বানিয়ে পাঠ করতেন। সুতরাং এ দরুদ ছাড়াও অন্য সকল প্রকার দরুদ নামাজের বাইরে পাঠ করা যাবে। তবে নামাজের ভিতরে হাদিসে বর্ণিত দরুদ পাঠ করাই নিয়ম।

وسلموا تسليما: (তোমরা সালাম প্রদান কর যথাযথভাবে) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক দরুদ এর সাথে সাথে সালাম পাঠের কথা বলেছেন। রসুল (সা.) এর নাম মোবারক শুনলে দরুদ ও সালাম উভয়ই পাঠ করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে আমরা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এ শব্দে দরুদ পড়তে পারি। কেননা এখানে সালাত ও সালাম উভয়ই রয়েছে।

সালাম :

سلام শব্দটি মাসদার। এর অর্থ সালামত ও নিরাপত্তা দেওয়া। এর উদ্দেশ্য- দোষ-ত্রুটি ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকা। "আসসালামু আলাইকা" বাক্যের অর্থ এই যে, দোষ-ত্রুটি ও বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা আপনার সাথী হোক। আরবি ভাষায় নিয়মানুযায়ী এটা علی ব্যবহারের স্থান নয়। কিন্তু প্রশংসার অর্থ শামিল থাকার কারণে علی অব্যয় যোগে عليك বা عليكم বলা হয়। (মাআরেফুল কুরআন)

মুখে নবি করিম (ﷺ) এর নাম উচ্চারণ করলে যেমন দরুদ ও সালাম ওয়াজিব, তেমনি কলমে লেখার সময় ও দরুদ ও সালাম লেখা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে "সা" লেখাও যথেষ্ট নয়। সম্পূর্ণ দরুদ ও সালাম লেখাই বিধেয়। (معارف القرآن)

আয়াতের শিক্ষা :

১. আল্লাহ তাআলা নিজে ও তার ফেরেশতারা রসুল (ﷺ) এর উপর দরুদ শরিফ পাঠ করেন।

২. জীবনে একবার রসুল (ﷺ) এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করা ফরজ।

৩. যথাযথ আদব ও তাজিমের সাথে দরুদ ও সালাম পাঠ করতে হবে।

৪. দরুদের সাথে সালাম দেওয়াও কর্তব্য।

৫. বেশি বেশি দরুদ ও সালাম পাঠ করতে হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. صلوا এর মাদ্দাহ কী?

ক. صلو খ. صلي

গ. لوا ঘ. صوا

২. মহানবি (ﷺ) ছাড়া অন্যদের উপর দরুদ পড়ার হুকুম কী?

ক. হারাম খ. স্বতন্ত্রভাবে জায়েজ

গ. تبعًا জায়েজ ঘ. মাকরুহ

৩. নবি (ﷺ)-এর উপর দরুদ পড়লে কয়টি গুনাহ মাফ হয়?

ক. ৯টি খ. ১০টি

গ. ১১টি ঘ. ১২টি

৪. জীবনে একবার দরুদ শরিফ পড়া কী?

ক. فرض খ. واجب

গ. سنة ঘ. مستحب

৫. দরুদ পড়ার হুকুম কয় প্রকার?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. দরুদ শব্দের অর্থ কী? যে কোন একটি দরুদ আরবিতে লেখ।

২. দরুদ পড়ার হুকুম বর্ণনা কর।

৩. নবি (ﷺ) ছাড়া অন্য কারো উপর দরুদ পড়া যাবে কিনা? দলিলসহ লেখ।

৪. দরুদ পাঠের ফজিলত বর্ণনা কর।

৫. দরুদ পড়ার আদব ও উপকারিতা লেখ।

৬. إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ : ترکیب কর

৭. তাহকিক কর : مَلَائِكَةٌ، يُصَلُّوْنَ، سَلِّمُوْا، اَلنَّبِيُّ، صَلُّوْا

৪র্থ পরিচ্ছেদ : মুয়ামালা

১ম পাঠ :

প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করার প্রতি এতে যথেষ্ট তাগিদ আছে। তাইতো অপরের গৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেওয়া ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। বিনা অনুমতিতে কারো গৃহে উঁকি মারলে তার চোখে পাথর ছুঁড়ে মারার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেমন এরশাদ হচ্ছে-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
২৭. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।	٢٧. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ
২৮. যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও', তাহলে তোমরা ফিরে যাবে, এটা তোমাদের জন্য উত্তম, এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।	٢٨. فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.
২৯. যে গৃহে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের দ্রব্যসামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনও পাপ নেই এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর। (সুরা নুর : ২৭-২৯)	٢٩. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ [النور:٢٧، ٢٨، ٢٩]

تحقيقات الألفاظ : শব্দ বিশ্লেষণ:

امنوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ+م+ن জিনস مهموز فاء অর্থ- তারা ঈমান এনেছে।

لا تدخلوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر نهي حاضر معروف বাহাছ نصر বাব الدخول মাসদার মাদ্দাহ د+خ+ل জিনস صحيح অর্থ- তোমরা প্রবেশ করো না।

بيوتا : বহুবচন, একবচনে بيت অর্থ- গৃহসমূহ।

تستأنسوا : حتى এর পরে أن উহ্য থাকায় শেষোক্ত ن পড়ে গেছে। ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব استفعال মাসদার الاستئناس মাদ্দাহ أ+ن+س জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা অনুমতি চাও।

تسلموا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার السلام মাদ্দাহ س+ل+م জিনস صحيح অর্থ- তোমরা সালাম দাও।

تذكرون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التذكر মাদ্দাহ ذ+ك+ر জিনস صحيح অর্থ- তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। শব্দটি মূলে ছিল تتذكرون প্রথমে দুটি ت একত্রিত হওয়ায় সহজীকরণার্থে একটি ফেলে দেওয়া হয়েছে।

لم تجدوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفى بلم الجحد معروف বাব ضرب মাসদার الوجدان মাদ্দাহ و+ج+د জিনস مثال واوي অর্থ- তোমরা পাওনি।

يؤذن : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت مجهول বাব سمع মাসদার الإذن মাদ্দাহ أ+ذ+ن জিনস مهموز فاء অর্থ- অনুমতি দেওয়া হয়।

ادخلوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার الدخول মাদ্দাহ د+خ+ل জিনস صحيح অর্থ- তোমরা প্রবেশ করো।

أزكى : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব نصر মাসদার الزكاة মাদ্দাহ ز+ك+و জিনস ناقص واوي অর্থ- অধিক পবিত্র।

غير مسكونة : যে গৃহে বসবাস করা হয় না।

تبدون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإبداء মাদ্দাহ ب+د+و জিনস ناقص واوي অর্থ- তোমরা প্রকাশ কর।

تكتمون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الكتمان মাদ্দাহ ك+ت+م জিনস صحيح অর্থ- তোমরা গোপন কর।

তারকিব :

মূল বক্তব্য:

অপরের গৃহে প্রবেশ করতে হলে অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি না দিলে ফিরে আসতে হবে। ইহাই ইসলামি রীতি। কারণ, হতে পারে গৃহবাসীরা এমন অবস্থায় আছে, যা অন্য লোকে দেখুক তা তারা পছন্দ করে না। তাই তো যে ঘরে কোনো লোক বসবাস করে না, অনুমতি না নিয়েও সে ঘরে প্রবেশ করা যায়।

শানে নুজুল :

(ক) হজরত আদি বিন সাবেত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আনসারি এক মহিলা নবি (ﷺ) এর দরবারে এসে বলল : হে আল্লাহর রসুল! আমি মাঝে মাঝে আমার ঘরে এমন অবস্থায় থাকি যে অবস্থা কেউ দেখুক তা আমি পছন্দ করি না। এমনকি আমার পিতা বা সন্তান হলেও। কিন্তু অনেক আগন্তুক আসে এবং আমার নিকট প্রবেশ করে। তখন আমি কি করব? অতঃপর এ আয়াতটি নাজিল হয়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ ... الخ

(খ) আবু হাতেম মুকাতিল (র) হতে বর্ণনা করেন যে, যখন يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا ... الخ আয়াতটি নাজিল হল, আবু বকর (রা.) বললেন: হে আল্লাহর রসুল (ﷺ)! কুরাইশ ব্যবসায়ীদের

কি হবে? তারা তো প্রায় মক্কা থেকে মদিনা, সিরিয়া, ফিলিস্তিন প্রভৃতি জায়গায় ব্যবসার জন্য যায়। রাস্তায় তাদের নির্দিষ্ট ঘর আছে। তারা কিভাবে অনুমতি নিবে? কিভাবে সালাম দিবে? অথচ ঘরে তো কেউ নেই? তখন আল্লাহ পাক অনুমতি গ্রহণের ব্যাপারে শিথিলতামূলক আয়াত لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا ... الخ নাজিল করেন।

টীকা :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا ... الخ : এ আয়াত দ্বারা অপরের গৃহে প্রবেশের সময় অনুমতি গ্রহণ করা ফরজ প্রমাণিত হয়েছে। অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা সম্পর্কে মুফতি মুহাম্মদ শফি (র.) বলেন:

১। অনুমতি চাওয়ার বড় উপকারিতা হচ্ছে- মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি ও কষ্টদান থেকে বিরত থাকা, যা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত মানুষের যুক্তি সঙ্গত কর্তব্যও বটে।

২। দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং সাক্ষাত প্রার্থীর। সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রোচিতভাবে সাক্ষাত করবে, তখন প্রতিপক্ষ তার বক্তব্য যত্ন সহকারে শুনবে। বিপরীতে অভদ্রোজনোচিত পন্থায় কোনো ব্যক্তির উপর বিনানুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে আকস্মিক বিপদ মনে করে শীঘ্র সম্ভব বিদায় করে দিতে চেষ্টা করবে। অপরদিকে আগন্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেওয়ার পাপে পাপী হবে।

৩। তৃতীয় উপকারিতা হচ্ছে- নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কারণ বিনানুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করলে মাহরাম নয় এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোনো রোগ সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়।

৪। চতুর্থ উপকারিতা এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহে নির্জনতায় এমন কাজ করে যে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। যদি কেউ অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে ঢুকে পড়ে তবে ভিন্ন লোক তার গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। কারো গোপন কথা জবরদস্তি জানার চেষ্টা করাও গোনাহ এবং অপরের জন্যে কষ্টের কারণ।

আলোচ্য আয়াতে অনুমতি নেওয়া প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

সালাম ও অনুমতি কোনটি আগে:

আয়াতে বলা হয়েছে حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নাও এবং বাড়িওয়ালার উপর সালাম দাও। এতে বুঝা যায়, অনুমতি আগে নিতে হবে। কিন্তু السلام قبل الكلام হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, আগে সালাম দিতে হবে।

এক্ষেত্রে আয়াতের বাহ্যিক অর্থ ধরে উলামায়ে কেরাম এর কেউ কেউ প্রথমে অনুমতি নিয়ে পরে সালাম প্রদানের পক্ষপাতি।

তবে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম বলেন: আয়াতের و টি তারতিব বুঝানোর জন্য আসেনি। তারা

হাদিস দ্বারা এ আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করার মাধ্যমে বলেন যে, আগে সালামই দিতে হবে। তাদের দলিল:

১। মুসনাদে আহমদে আছে, বনি আমেরের এক ব্যক্তি নবি (ﷺ) এর নিকট অনুমতি চাইতে গিয়ে বলল أأدخل (আমি কি প্রবেশ করব?)। তখন নবি (ﷺ) খাদেমকে বললেন, যাও। একে অনুমতি গ্রহণের নিয়ম শিখিয়ে দাও। তাকে বলতে বল, السلام عليكم أ أدخل অর্থাৎ, সালাম, আমি কি প্রবেশ করব?

২। ইবনু আব্দিল বার (র.) ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, হজরত উমার (رضي الله عنه) যখন নবি (ﷺ) এর নিকট প্রবেশানুমতি নিতেন তখন বলতেন– السلام على رسول الله السلام عليكم أ يدخل عمر؟ অর্থাৎ, প্রথমে সালাম দিয়ে পরে অনুমতি নিতেন।

ইমাম নববি (র.) বলেন:

الصحيح المختار تقديم التسليم على الاستيذان لحديث السلام قبل الكلام. অর্থাৎ, হাদিসের আলোকে অনুমতির পূর্বে সালাম প্রদানই সঠিক ও পছন্দনীয় নিয়ম।

তবে ইমাম মাওরদি র. বলেন, যদি আগন্তুক বাড়ির কাউকে দেখে ফেলে তবে আগে সালাম দিয়ে পরে প্রবেশানুমতি নেবে। আর যদি কাউকে না দেখে তবে আগে অনুমতি নিয়ে পরে সালাম দিবে। আল্লামা আলুসি তাফসিরে রুহুল মাআনিতে এ মতটিকে সুন্দর বলেছেন। (روائع البيان)

আল্লামা মুহাম্মাদ আলি সাবুনি বলেন: স্পষ্ট করে أأدخل (আমি প্রবেশ করব কি?) বলা শর্ত নয়, বরং যে শব্দ দ্বারা অনুমতি প্রার্থনা বুঝায় এমন হলেই চলবে। যেমন: তাসবিহ, তাকবির, গলা খাকরানো ইত্যাদি। তবারানি শরিফে আছে, আবু আইউব (رضي الله عنه) বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল (ﷺ)! আল্লাহর বাণী حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا সম্পর্কে বলুন। এই সালাম তো চিনি, কিন্তু الاستيناس (অনুমতি নেওয়া) কী? তিনি বললেন : ব্যক্তি বলবে। الحمد لله / سبحان الله / الله أكبر বা গলা খাঁকার দিবে অতঃপর গৃহবাসী অনুমতি দিবে। (দুররে মানসুর)

আল্লামা আলি সাবুনি আরো বলেন : হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, বর্তমান যুগে দরজায় নক করা বা কলিংবেল বাজানো এক প্রকার শরিয়ত সম্মত অনুমতিগ্রহণ। কেননা সাহাবাদের যুগে দরজায় এভাবে পর্দা বা কপাট থাকত না। সুতরাং অনুমতি নিতে আগন্তুকের জন্য কলিংবেলে টিপ দেওয়াই যথেষ্ট হবে। (روائع البيان)

অনুমতি কতবার নিতে হবে :

আয়াতে একথা স্পষ্ট নেই যে, কতবার অনুমতি নিতে হবে। বরং বাহ্যিক আয়াত দ্বারা তো বুঝা যায় ১

বার অনুমতি নেওয়ার পর ফিরে আসতে বললে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু হাদিসে নববিতে প্রকাশিত যে, অনুমতি ৩ বার নিতে হবে। আলি সাবুনি বলেন : একবার অনুমতি নেওয়া ওয়াজিব। আর তিনবার নেওয়া সুন্নাত। ইমাম মালেক (র.) বলেন, তিন বারের বেশী অনুমতি নেওয়া আমি মাকরুহ মনে করি। তবে যদি বিশ্বাস হয় যে, গৃহবাসী তার কথা শোনেনি, তাহলে তিনবারের অধিক অনুমতি নেওয়া যাবে। হজরত আবু মুসা আশয়ারি (رضي الله عنه) উমার (رضي الله عنه) এর নিকট তিনবার অনুমতি চেয়েও অনুমতি না পেয়ে ফিরে এসেছিলেন। (বুখারি)

আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) নবি (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে, নবি (ﷺ) বলেন :

اَلْاِسْتِيْذَانُ ثَلَاثٌ : بِالْأُوْلٰى يَسْتَنْصِتُوْنَ وَبِالثَّانِيَةِ يَسْتَصْلِحُوْنَ وَبِالثَّالِثَةِ يَأْذَنُوْنَ أَوْ يَرُدُّوْنَ (الطبراني)

অনুমতি গ্রহণ করতে হয় ৩ বার। প্রথমবারের দ্বারা গৃহবাসী চুপ করে, ২য় বারের দ্বারা তারা প্রবেশকারীর প্রবেশের যোগ্যতার কথা বিবেচনা করে এবং ৩য় বারের দ্বারা অনুমতি দেয় বা প্রত্যাখ্যান করে। (তবারানি)

তাছাড়া সংখ্যার মধ্যে ৩ একটা পূর্ণসংখ্যা। কোনো কিছু ভালভাবে শুনে বুঝার জন্য ৩ বারই যথেষ্ট। এজন্য নবি (ﷺ) খুৎবার গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি ৩ বার করে বলতেন।

মাহরামদের নিকট যেতেও কি অনুমতি প্রয়োজন :

এই আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা গেল যে, অন্য কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেওয়ার বিধানে নারী, পুরুষ, মাহরাম ও গাইরে মাহরাম সবাই শামিল রয়েছে। নারী নারীর কাছে গেলে অথবা পুরুষ পুরুষের কাছে গেলে সবার জন্য অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব।

তবে যে গৃহে শুধু নিজের স্ত্রী থাকে তাতে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি নেওয়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু মুস্তাহাব হলো সেখানেও হঠাৎ বিনা খবরে না যাওয়া উচিৎ, বরং প্রবেশের পূর্বে পদধ্বনি দ্বারা অথবা গলা ঝেড়ে হুশিয়ার করা দরকার। ইবনে মাসউদের স্ত্রী বলেন, আব্দুল্লাহ যখন বাইরে থেকে গৃহে আসতেন, তখনই প্রথমে দরজার কড়া নেড়ে আমাকে হুশিয়ার করে দিতেন, যাতে আমাকে অপছন্দনীয় অবস্থায় না দেখেন। (ইবনে কাসির)

অনুমতি ও সালামের হুকুম :

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ যদিও অনুমতি এবং সালাম উভয়কে আবশ্যক করে, কিন্তু জুমহুর ফুকাহায়ে কেরাম বলেন : অনুমতি নেওয়া واجب আর সালাম দেওয়া সুন্নাত। কারণ অনুমতি নেওয়া জরুরি এই জন্যে যে, মানুষের গোপন অঙ্গের প্রতি যাতে নজর না পড়ে। হাদিসে আছে- إنما جعل الإذن من أجل البصر (رواه البخاري) অর্থাৎ, অনুমতিগ্রহণ জরুরি করার কারণ হলো চোখ। তাই অনুমতি নেওয়া واجب কিন্তু সালামের কারণ হলো محبة বৃদ্ধি করা। যেমন হাদিসে আছে-

اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ (مسلم:٢٠٣)

তোমাদেরকে এমন বিষয়ের কথা বলব কি? যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে? তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও। অতএব, সালাম দেওয়া সুন্নাত।

আগন্তুক কিভাবে দাঁড়াবে :

শরয়ি আদব হলো আগন্তুক ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে না, বরং দরজাকে ডানে বা বামে রেখে দাঁড়াবে। হাদিস শরিফে আছে, রসুল (ﷺ) যখন কারো বাড়ি যেতেন, তখন দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না, বরং ডানে বা বামে ফিরে দাঁড়াতেন। আর বলতেন, السلام عليكم ، السلام عليكم কারণ, সে সময় ঘরের দরজায় কপাট বা পর্দা কিছুই থাকতো না।

আল্লামা আলি সাবুনি বলেন, যেহেতু দাঁড়ানোর এ আদব দৃষ্টি পড়ার আশংকার কারণেই। তাই বর্তমান যুগেও ডান বা বাম দিকে ফিরে দাঁড়ানো উচিৎ। কারণ সোজা দাঁড়ালে দরজা খোলার পর অনাকাঙ্খিত কিছু চোখে পড়তে পারে। (روائع البيان)

মহিলা এবং অন্ধদের অনুমতি গ্রহণ :

জুমহুর উলামায়ে কিরামের মতে, আগন্তুক যেমন হোক চক্ষুষ্মান বা অন্ধ, মহিলা বা পুরুষ সকলের জন্যই অনুমতি নেওয়া ওয়াজিব। কারণ, আগন্তুক মহিলা হলেও তার দৃষ্টি হঠাৎ গৃহবাসীর কারো গুপ্তাংগের দিকে পড়তে পারে। অনুরূপ অন্ধ ব্যক্তিও অনুমতি নিবে। কারণ, তার দৃষ্টি শক্তি না থাকলেও গৃহে অবস্থানরত দম্পতির গোপনীয় কথা তার কানে আসতে পারে। হজরত উম্মে ইয়াস বলেন : আমরা চারজন মহিলা একদা আয়েশা (رضي الله عنها) এর নিকট অনুমতি চেয়ে বললাম, আসব কি? তিনি বললেন না, তখন আমাদের একজন বলল, السلام عليكم أ ندخل তখন তিনি বললেন, তোমরা প্রবেশ কর। অতঃপর বললেন ,

{يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا} [النور: ٢٧]

এতে বুঝা যায়, মহিলারাও আয়াতের হুকুমের মধ্যে শামিল তাদেরও অনুমতি নিতে হবে।

ছোট বালকদের হুকুম :

যারা এখনো বালেগ হয়নি বা মহিলাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যাদের বুঝ হয়নি তাদের জন্য বিনানুমতিতে প্রবেশ জায়েজ। তবে তিন সময় তাদের জন্যও অনুমতি নেওয়া জরুরি। সে সময়গুলো হলো–

১। ফজরের পূর্বের সময়
২। দুপুর বেলায় এবং
৩। এশার পর।

কারণ, এ তিন সময় কেউ অপ্রস্তুত থাকতে পারে।

কিন্তু তারা যখন বালেগ হবে, তখন তাদের জন্য অনুমতি নেওয়া واجب যেমন আল্লাহ বলেন :

{وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: ٥٩]

আর তোমাদের সন্তানরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তখন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি গ্রহণ করে।

কোন কোন অবস্থায় অনুমতি না নেওয়া বৈধ :

চার অবস্থায় বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে প্রবেশ করা বৈধ। যথা–

১। ঘরে আগুন লাগলে।

২। ঘরে চোর বা ডাকাত পড়লে। এই অবস্থায় সাহায্য করার জন্য অনুমতির অপেক্ষায় না থেকেই ঢুকতে হবে।

৩। প্রকাশ্যে চরম ঘৃণিত অশ্লীল কাজ করলে। বাধা দেওয়ার জন্য বিনা অনুমতিতে প্রবেশ বৈধ।

৪। যে ঘরে নিজের মাল আছে। অধিকন্তু তাতে অন্য কোনো লোক বসবাস করে না, সেখানেও অনুমতি লাগবে না।

বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে উঁকি মারার হুকুম :

সর্বসম্মতিক্রমে বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে উঁকি মারা হারাম। এমন কি ইমাম আহমদ ও শাফেয়ি (র.) এর মতে, বিনা অনুমতিতে ঘরে উঁকি দাতার চোখে আঘাত করে চোখ উঠিয়ে দিলে কোনো গোনাহ বা জরিমানা হবে না।

হাদিস শরিফে আছে, একদা এক ব্যক্তি নবি (ﷺ) এর কক্ষে উঁকি মারল। তখন নবি করিম (ﷺ) এর হাতে একটি লোহার অস্ত্র ছিল। নবি করিম (ﷺ) বললেন : আমি যদি জানতাম যে, তুমি দেখছো তাহলে এটা দ্বারা তোমার চোখে আঘাত করতাম। অনুমতি আবশ্যক করা হয়েছে তো নজরের কারণেই। (বুখারি, মুসলিম)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১। অপরের ঘরে ঢুকতে হলে অনুমতি নেওয়া ওয়াজিব।
২। অপরের ঘরে কেউ না থাকলে প্রবেশ করা নিষেধ।
৩। প্রবেশের অনুমতি না পেলে ফিরে আসা ওয়াজিব।
৪। অনুমতি প্রার্থী সালাম দিবে।
৫। কারো জন্য অপরের গোপনীয় বিষয় অবগত হওয়ার চেষ্টা করা অবৈধ।
৬। ঘরে যদি কেউ বসবাসই না করে, তবে সেখানে প্রবেশ করলে কোনো সমস্যা নেই।
৭। এক মুসলিম অপর মুসলিমের সম্মান রক্ষার প্রতি খেয়াল রাখবে।
৮। সামাজিক-আদব আখলাক শিক্ষা দেওয়াও ইসলামের লক্ষ্য।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. الذين কোন প্রকার اسم ?

ক. اسم موصول
খ. اسم مصدر
গ. اسم استفهام
ঘ. اسم ظرف

২. أمنوا এর بحث কী?

ক. ماضي مثبت معروف
খ. مضارع مثبت معروف
গ. أمر حاضر معروف
ঘ. اسم تفضيل

৩. والله بما تعملون عليم আয়াতাংশে الله শব্দটি تركيب এ কী হয়েছে?

ক. مبتدأ
খ. خبر
গ. فاعل
ঘ. نائب الفاعل

৪. অনুমতি ছাড়া কারো গৃহে প্রবেশ করা শরিয়তের কোন হুকুমের লঙ্ঘন?

ক. ফরজ
খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নত
ঘ. মুস্তাহাব

৫. কারো গৃহে প্রবেশের জন্য সর্বোচ্চ কতবার অনুমতি নেয়া সুন্নাত?

ক. ১ বার
খ. ২ বার
গ. ৩ বার
ঘ. ৪ বার

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ আয়াতের শানে নুজুল লেখ।

২. অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।

৩. ব্যাখ্যা কর : لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا

৪. বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে উঁকি মারার হুকুম বর্ণনা কর।

৫. تركيب কর : وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

৬. তাহকিক কর : بُيُوْتٌ، تَسْتَاْنِسُوْا، يُؤْذَنْ، أَزْكٰى، اٰمَنُوْا

২য় পাঠ

পর্দার বিধান

ইসলামের এমন একটি জীবন বিধান যা মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করেছে। নৈতিকতার অন্যতম রক্ষাকবচ হলো হিজাব বা পর্দা। বিশেষ করে, নারীদের ক্ষেত্রে তা ভূষণ সদৃশ। এ সম্পর্কে কুরআনি ফরমান হলো–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
৩০. মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।	٣٠. قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ
৩১. আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের পুত্র, বোনের পুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন-কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে, হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সুরা নুর : ৩০-৩১)	٣١. وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ [النور: ٣٠، ٣١]

৫৯. হে নবি! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব : ৫৯)	٥٩- يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا . [الأحزاب: ٥٩]

تحقيقات الألفاظ : শব্দ বিশ্লেষণ

قل : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق+و+ل জিনস أجوف واوي অর্থ- আপনি বলুন।

يغضوا : আমরের জাওয়াব হওয়ায় শেষের نٌ টি পড়ে গেছে। ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الغض মাদ্দাহ غ+ض+ض জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তারা নিচু রাখে।

أبصارهم : هم শব্দটি ضمير مجرور متصل বাকি أبصار শব্দটি বহুবচন, একবচনে بصر অর্থ- তাদের চক্ষুসমূহ।

يحفظوا : আমরের জাওয়াব হওয়ায় শেষের نٌ টি পড়ে গেছে। ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার الحفظ মাদ্দাহ ح+ف+ظ জিনস صحيح অর্থ- তারা সংরক্ষণ করে।

لا يبدين : ছিগাহ جمع مؤنث غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব إفعال মাসদার الإبداء মাদ্দাহ ب+د+و জিনস ناقص واوي অর্থ- তারা প্রকাশ করবে না।

ويضربن : و শব্দটি حرف عطف ছিগাহ جمع مؤنث غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الضرب মাদ্দাহ ض+ر+ب জিনস صحيح অর্থ- তারা ফেলে রাখবে।

جيوبهن : هن শব্দটি ضمير مجرور متصل বাকি جيوب শব্দটি বহুবচন, একবচনে جيب অর্থ তাদের বক্ষদেশসমূহ।

بعولتهن : هن শব্দটি ضمير مجرور متصل বাকি بعول শব্দটি বহুবচন, একবচনে بعل অর্থ তাদের স্বামীগণ।

التابعين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব سمع মাসদার التبع মাদ্দাহ ت+ب+ع জিনস صحيح অর্থ- অনুগামীগণ।

يخفين : ছিগাহ جمع مؤنث غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإخفاء মাদ্দাহ خ+ف+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তারা গোপন করবে।

تفلحون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإفلاح মাদ্দাহ ف+ل+ح জিনস صحيح অর্থ- তোমরা সফল হবে।

يدنين : ছিগাহ جمع مؤنث غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإدناء মাদ্দাহ د+ن+و জিনস ناقص واوي অর্থ- তারা নিকটবর্তী করে দিবে।

أن يعرفن : أن শব্দটি حرف ناصب ছিগাহ جمع مؤنث غائب বাহাছ مضارع مثبت مجهول বাব ضرب মাসদার المعرفة মাদ্দাহ ع+ر+ف জিনস صحيح অর্থ- তাদেরকে চেনা যাবে।

غفورا : শব্দটি صفة مشبهة মাদ্দাহ غ+ف+ر জিনস صحيح অর্থ অধিক ক্ষমাশীল। ইহা আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচক নাম।

رحيما : শব্দটি صفة مشبهة মাদ্দাহ ر+ح+م জিনস صحيح অর্থ অধিক দয়ালু। ইহা আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচক নাম।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

পর্দা নারীর সতীত্বের রক্ষা কবচ। আলোচ্য আয়াত দুটিতে পর্দার কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন : পুরুষ ও মহিলা পর্দা নামক ফরজ বিধান পালনার্থে কে কী দায়িত্ব পালন করবে, একজন মহিলা কার কার সামনে যেতে পারবে এবং সে কীভাবে চলাফেরা করবে, সে সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াত দুটিতে।

সুরা আহজাবের ৫৯ নং আয়াতে রসুল (ﷺ) কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, হে নবি! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং মুমিন মহিলাদেরকে বলে দিন, তারা যেন পর্দা করে।

শানে নুজুল :

(ক) **৩০ নং আয়াতের অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট** সম্পর্কে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি (র.) তাফসিরে দুররে মানছুরে ইবনে মারদাওয়াইহের বর্ণনা এনেছেন যে, হজরত আলি (رضي الله عنه) বলেন : মহানবি (ﷺ) এর যুগে মদিনার কোনো এক রাস্তা দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল। পথিমধ্যে এক মহিলার সাথে দেখা হলে সে মহিলাটির প্রতি নজর করল এবং মহিলাটি ও তার প্রতি তাকাল। তখন শয়তান তাদেরকে এ বলে ওয়াসাওয়াসা দিলো যে, তারা পরস্পরকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখছে না। এভাবে মহিলার প্রতি দৃষ্টি দিতে দিতে লোকটি একটি দেওয়ালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সামনে দেওয়াল পড়ল এবং দেওয়ালের আঘাতে তার নাকে ব্যথা পেল। তখন সে মনে মনে বলল, রসুল (ﷺ) কে এ বিষয়ে না জানিয়ে নাকের রক্ত ধৌত করব না। অতঃপর নবি (ﷺ) এর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বলেন : هذا عقوبة ذنبك এটা তোমার পাপের শাস্তি। তখন এ আয়াতটি নাজিল হয়।

৩১ নং আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে ইমাম ইবনে কাছির (র.) স্বীয় তাফসির গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন যে, একদা আসমা বিনতে মারছাদ বনি হারেসায় তার খেজুর বাগানে ছিলেন। তখন এলাকার মহিলারা তার কাছে প্রবেশ করল কিন্তু তাদের গায়ে শুধু চাদর থাকায় পায়ের নুপুর এবং চুলের বেণী দেখা যাচ্ছিল। তখন আসমা (رضي الله عنها) বলেন, এটা কতই না খারাপ। সে প্রেক্ষিতে وقل للمؤمنات يغضضن ...الخ আয়াতটি নাজিল হয়।

(روائع البيان)

(খ) সুরা আহজাবের ৫৯ নং আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে তাফসিরে দুররে মানছুরে উল্লেখ আছে, হজরত আবু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুল (সাঃ) এর সহধর্মিনীরা তাদের প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য রাতে বের হতেন। মুনাফিকরা তাদের সামনে পড়ে তাদেরকে কষ্ট দিত। তখন মুনাফিকদের সতর্ক করা হলে তারা বলল, আমরা দাসীদের সাথে এরূপ করি। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেন।

টীকা :

يغضوا من أبصارهم : তারা যেন তাদের চক্ষু অবনমিত করে।

الغض শব্দের মূল অর্থ হলো- চোখের দুপাতা এমনভাবে মিলানো যাতে কোনো কিছু দেখা না যায়। তবে এখানে উদ্দেশ্য হলো- চক্ষুকে মাটির দিকে নামিয়ে বা অন্যদিকে ফিরিয়ে অথবা অস্ফুট দৃষ্টি রেখে হারাম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা।

আয়াতে লজ্জাস্থান হেফাজতের বর্ণনার পূর্বে চক্ষু নিম্নগামী করার কথা বলা হয়েছে। কারণ–

(১) দৃষ্টি হলো জেনার আহ্বায়ক।

(২) অপরাধের ভূমিকা।

(৩) চক্ষুঘটিত অপরাধ বেশি হয়।

(৪) এ অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন।

(৫) এ অঙ্গের প্রভাব অন্তরের উপর বেশি পড়ে।

(৬) ইহা সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ইন্দ্রিয়। এ সমস্ত কারণে চক্ষু হেফাজতের নিমিত্তে উহাকে নিম্নগামী করতে বলা হয়েছে।

বেগানা মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাতের হুকুম :

বেগানা রমনীর প্রতি কুদৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করা ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। সুতরাং কোনো পুরুষের জন্য তার স্ত্রী বা মাহরাম মহিলা ব্যতিত অন্য কোনো মহিলার দিকে তাকানো বৈধ নয়। তবে হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে গোনাহ হবে না, যদি সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। কারণ ইচ্ছাকৃত দৃষ্টি না হলে তা অপরাধ নয়। মহানবি (সাঃ) হজরত আলি (রাঃ) কে বলেন: হে আলি! তুমি একবার দৃষ্টির পরে আবার দৃষ্টি দিও না। কারণ তোমার জন্য প্রথমটি মাফ, দ্বিতীয়টি নয়। (তিরমিজি, আহমদ)

জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রসুল (সাঃ) কে হঠাৎ দৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ করলেন। (মুসলিম)

প্রকাশ থাকে যে, হঠাৎ দৃষ্টি হলো- চলা ফেরার সময় বিনা ইচ্ছায় দৃষ্টি পড়ে যাওয়া। এমতাবস্থায় সাথে সাথে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেওয়া জরুরি। সে দিকে তাকিয়ে থাকা হারাম। কারণ কুদৃষ্টিও এক প্রকার জিনা। হাদিস শরিফে আছে– فزنا العين النظر আর চোখের জেনা হলো দৃষ্টিপাত করা। (বুখারি)

হাদিস শরিফে আছে : النظر سهم من سهام إبليس مسموم অর্থাৎ, বদনজর হলো ইবলিসের বিষাক্ত তীর। (কুরতুবি)

হাদিস শরিফে আরো আছে–

مَنْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صُبَّ فِيْ عَيْنِهِ الآنَكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (نوادر الأصول)

যে ব্যক্তি কোনো গাইরে মাহরাম নারীর প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিয়ামতে তার চোখে উত্তপ্ত গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। (নাওদেরুল উসুল, ফাতহুল কাদির)

তাইতো কোনো পুরুষের জন্য যেমন কোনো বেগানা স্ত্রীলোকের দিকে তাকানো নাজায়েজ। তদ্রূপ স্ত্রীলোকের জন্যও পরপুরুষের দিকে তাকানো নাজায়েজ। যেমন: ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেন যে, একদা অন্ধ সাহাবি ইবনে উম্মে মাকতুম আসলে নবি (ﷺ) উম্মে সালমা ও মায়মুনাকে পর্দা করতে বললেন। তখন তারা দু'জন বলল, সে তো অন্ধ। তখন নবি (ﷺ) বললেন : তোমরা তো অন্ধ নও। তোমরা তো তাকে দেখছো।

রাস্তায় চলাচলের আদবের মধ্যে غض البصر বা চক্ষু নিম্নগামী করা অন্যতম। হাদিস শরিফে আছে-

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلَّا أَحْدَثَ اللهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا

কোনো মুসলমান যদি সুন্দরী কোনো মহিলার প্রতি দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার পর দৃষ্টি নামিয়ে রাখে তাহলে আল্লাহ পাক তাকে এমন ইবাদতের তৌফিক দিবেন যাতে সে স্বাদ পাবে। (আহমদ,২২৯৩৮)

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন, হারাম থেকে চক্ষু অবনত রাখার বহু উপকারিতা আছে। যেমন–

১। আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হয়।
২। শয়তানের বিষাক্ত তীরের আঘাত কলবে পৌঁছতে পারে না।
৩। কলব শক্তিশালী ও প্রফুল্ল হয়।
৪। কলবে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়।
৫। কলবে নুর পয়দা হয়।
৬। সঠিক ফারাসাত সৃষ্টি হয়।
৭। শয়তানের পথ রুদ্ধ হয়। (روائع البيان)

و يحفظوا فروجهم :

আর তারা যেন তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। অর্থাৎ, যাকে দেখা বৈধ নয় তার থেকে যেন ঢেকে রাখে। কেউ কেউ বলেন: এখানে হেফাজত বলতে জেনা হতে হেফাজত করা বুঝানো হয়েছে। যেমন : হাদিস শরিফে রসুল (ﷺ) বলেন–

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ (أبو داود:٤٠١٩)

তোমার সতর তোমার স্ত্রী এবং শরিয়তসম্মত দাসী ছাড়া অপরাপর মানুষ থেকে সংরক্ষণ কর। (আবু দাউদ, ৪০১৯)

পুরুষ ও মহিলার আওরাত বা লজ্জাস্থানের সীমানা :

আল্লামা আলি সাবুনি বলেন : আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আওরাত ঢেকে রাখা ফরজ এবং প্রকাশ করা হারাম। এখন কার আওরাত কতটুকু সে বিষয় আলোকপাত করা দরকার।

পুরুষের সাথে পুরুষের আওরাত বা সতর : নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত। সুতরাং কোনো পুরুষের জন্য অপর পুরুষের নাভী হতে হাটুর মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত দেখা বৈধ নয়।

হাদিস শরিফে আছে, احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ

কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়। (মুসলিম) ইমাম মালেকের মতে উরু আওরাত বা সতর নয়। কিন্তু সহিহ মত তথা অধিকাংশের মতামত হলো উরু সতর। কারণ নবি (ﷺ) উরু দেখতেও নিষেধ করেছেন। যেমন:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ.

রসুল (ﷺ) আলি (رضي الله عنه) কে বললেন, হে আলি! তুমি তোমার উরু প্রকাশ করিও না এবং জীবিত বা মৃত কারো উরু দেখিও না। (ইবনে মাজাহ, ১৫২৭)

মহিলার সাথে মহিলার আওরাত বা সতর : মহিলার সাথে মহিলার আওরাত পুরুষের সাথে পুরুষের আওরাতের মতই। অর্থাৎ, কোনো মহিলার নাভী হতে হাটু পর্যন্ত ব্যতীত বাকি জায়গা অন্য মহিলার জন্য দেখা জায়েজ। তবে কাফের ও জিম্মি মহিলার হুকুম সতন্ত্র। মুসলিম মহিলাদের জন্য তারা পর পুরুষের ন্যায়।

মহিলাদের ক্ষেত্রে পুরুষের আওরাত বা সতর : পুরুষ যদি মহিলার মাহরাম হয়। যেমন– পিতা, ভাই, চাচা, মামা, ইত্যাদি সে ক্ষেত্রে উক্ত পুরুষের সতর হলো নাভী হতে হাটু পর্যন্ত। অনুরূপ গাইরে মাহরাম পুরুষের আওরাত নাভী হতে হাটু পর্যন্ত। কেহ কেহ বলেন : গাইরে মাহ্রাম পুরুষের আওরাত বেগানা নারীর জন্য তার সমস্ত শরীর। কেননা মহিলার জন্য গাইরে মাহরাম পুরুষের শরীরের কোনো অংশই দেখা বৈধ নয়। তবে প্রথম মতই বেশি শুদ্ধ।

পুরুষের ক্ষেত্রে মহিলার আওরাত : এক্ষেত্রে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ আছে :

১। **ইমাম আবু হানিফা (র) ও ইমাম মালেকের মতে,** মহিলার মুখ ও হাতের তালু বাদে বাকি সমস্ত শরীরই আওরাত। বেগানা পুরুষের সামনে মহিলার কোনো অঙ্গ প্রকাশ যেমন হারাম, তদ্রূপ বেগানা পুরুষের জন্যও বেগানা মহিলাকে দেখা হারাম। ইমামদ্বয়ের দলিল হলো–

{ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]

তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে। তবে যা এমনিতেই প্রকাশিত তা বাদে। এখানে إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো الوجه والكفان তথা মুখ ও দু'হাতের তালু। (তাফসিরে তবারি)

এ সম্পর্কে হজরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত,

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِى بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَاَعْرَضَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– وَقَالَ « يَا اَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْاَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ تَصْلُحْ اَنْ يُرٰى مِنْهَا إِلَّا هٰذَا وَهٰذَا ». وَاَشَارَ إِلٰى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ . (أبو داود:٤١٠٦)

হজরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, আসমা বিনতে আবু বকর (রা) একদা রসুল (সা) এর নিকট প্রবেশ করলেন, এমতাবস্থায় তার গায়ে পাতলা কাপড় ছিল। তখন রসুল (সা) তার থেকে চেহারা ঘুরিয়ে নিলেন এবং বললেন : হে আসমা কোনো মহিলা যখন বালেগা হয়, তখন তার এই এই তথা মুখ ও হাতের তালু ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ দেখা যাওয়া বৈধ নয়। (আবু দাউদ)

তবে هداية কিতাবের লেখক বলেন: চেহারা ও হাতের তালুর দিকে তাকানো বা উহা খোলা রাখা তখনই জায়েজ যখন ফেৎনার সম্ভবনা না থাকে। অন্যথায় উহা খোলা রাখা হারাম হবে।

২। **ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদের মতে,** মহিলার মাথার চুল থেকে শুরু করে পায়ের তালু পর্যন্ত এমনকি নখও আওরাত বা সতর। তার শরীরের কোনো অঙ্গ প্রকাশ করা বা উহার দিকে পুরুষের তাকানো উভয়ই হারাম। তাদের দলিল হলো :

ক. আল্লাহ পাক সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। আর চোহারা সৃষ্টিগত সৌন্দর্য। সুতরাং উহা প্রকাশ করা যাবে না।

খ. হজরত জারির বলেন : আমি রসুল (সা) কে হঠাৎ দৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম? তিনি বললেন : তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখ। (আবু দাউদ)

গ. রসুল (সা) হজরত আলিকে বলেন : হে আলি! তুমি নজরের পিছনে পুনঃনজর দিওনা। কারণ ১ম নজরে তোমার পাপ হবে না বটে, কিন্তু ২য় নজর তোমার জন্য বৈধ নয়। (মুসলিম)

ঘ. বুখারি শরিফের হাদিসে বর্ণিত, হজরত ফদল ইবনে আব্বাস (রাঃ) বিদায় হজ্জের সময় নবি (সাঃ) এর পিছনে বসা ছিলেন, হঠাৎ খাছয়াম গোত্রের এক সুন্দরী মহিলা হজ্জের মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতে আসে। ফদল (রাঃ) তার দিকে তাকালেন এবং মহিলাটি ফদলের দিকে তাকালেন। তখন নবি (সাঃ) ফদলের চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন।

এসমস্ত হাদিসের আলোকে বুঝা যায় যে, চেহারার দিকে তাকানো হারাম। অতএব চেহারা আওরাত।

ঙ. তাছাড়া যুক্তির আলোকে ও বুঝা যায়, চেহারা ঢেকে রাখা জরুরি। কেননা ফেৎনার আশংকার কারণে মহিলার অন্যান্য অঙ্গের দিকে তাকানো হারাম। আর চেহারার দিকে তাকানো পা, চুল ইত্যাদির দিকে তাকানোর চেয়ে বেশি ফেৎনা সৃষ্টিকারী। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে যখন চুল, পা, ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হারাম, তাহলে মুখের প্রতি দৃষ্টি দেয়াও হারাম হবে।

আল্লামা মুহাম্মাদ আলি সাবুনি (র.) এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাছাড়া পরবর্তী হানাফিদের রায়ও এটা।কেউ কেউ বলেছেন,ইমাম আবু হানিফার কথার উপর ওজরে আমল করা হবে। যেমন, সাক্ষ্য আদায়ে, বিচার বা বিবাহের প্রস্তাব ইত্যাদি সময়ে। তবে স্বামীর কাছে স্ত্রীর কোনো অঙ্গেরই পর্দা নেই।

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها :

আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে, তবে যা এমননিতেই প্রকাশ পেয়ে যায়। তার কথা স্বতন্ত্র। অর্থাৎ, নারীর কোনো সাজ-সজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়। অবশ্য সে সব অঙ্গ ব্যতীত, যেগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, কাজ-কর্ম ও চলাফেরার সময় যেসব অঙ্গ স্বভাবত খুলে যায়। সেগুলো ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। তা প্রকাশ করার মধ্যে কোনো গোনাহ নেই। (ইবনে কাসির)

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا বলে কোন কোন অঙ্গ বোঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে হজরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাসের তাফসির ভিন্নরূপ। যথা-

১। হজরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا বলে উপরের কাপড়; যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজসজ্জার পোষাককে আবৃত রাখার জন্য পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশত বাইরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা সম্ভবপর নয় সেগুলো ব্যতীত সাজ সজ্জার কোনো বস্তু প্রকাশ করা যায়েজ নয়।

২। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতে, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا বলে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু বোঝানো হয়েছে। কেননা কোনো নারী প্রয়োজনবশত : বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চলাফেরা ও লেনদেনের সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃত রাখা খুবই দুরহ হয়।

অতএব, ইবনে মাসউদের তাফসির অনুযায়ী নারীর জন্য বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও খোলা জায়েজ নয়। শুধু উপরের কাপড়, বোরকা ইত্যাদি প্রয়োজনবশত প্রকাশিত রাখতে পারবে। পক্ষান্তরে, ইবনে আব্বাসের তাফসির অনুযায়ী মুখমণ্ডল বা হাতের তালু বেগানা পুরুষের সামনে প্রকাশ করা জায়েজ। এ দু'ধরনের তাফসিরের কারণেই ফেকাহবিদদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়। কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কারণে যদি ফিৎনা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে তবে এগুলো দেখা ও প্রকাশ করা উভয়ই হারাম। এমনিভাবে ফুকাহাগণ এ ব্যাপারেও একমত যে, নামাজের সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খুলে নামাজ পড়লে নামাজ সঠিক হবে। (معارف القرآن)

তাফসিরে বায়জাভি ও খাজেনে বলা হয়েছে, নারীর আসল বিধান এই যে, সে তার সাজ-সজ্জার কোনো কিছুই প্রকাশ করবে না। তবে চলাফেরা ও কাজ কর্মে স্বভাবত যেগুলো খুলে যায় সেগুলো প্রকাশ করতে পারবে। বোরকা, চাদর, মুখ ও হাতের তালু এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই আয়াত থেকে কোনোভাবেই একথা প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা পুরুষের জন্য জায়েজ। বরং পুরুষের জন্য দৃষ্টি অবনত করে রাখার বিধানই প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয় তবে শরিয়তসম্মত ওজর বাদে তার দিকে না তাকানো পুরুষের জন্য অপরিহার্য।

মুফতি শফি (র.) বলেন : যেসব ফিকাহবিদ মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলা রাখা জায়েজ বলেন তারা এ ব্যাপারে একমত যে, অনর্থ দেখা দেওয়ার আশংকা থাকলে মুখমণ্ডল ইত্যাদি দেখাও নাজায়েজ। বলা বাহুল্য, মানুষের মুখমণ্ডলই সৌন্দর্য ও শোভার আসল কেন্দ্র। এটা অনর্থ, ফাসাদ, কামাধিক্য ও গাফিলতির যুগ। তাই বিশেষ প্রয়োজনে যেমন, চিকিৎসা বা তীব্র বিপদাশংকা ছাড়া বেগানা পুরুষের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখমণ্ডল খোলা নারীর জন্য নিষিদ্ধ। আর তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও বিনা প্রয়োজনে পুরুষের জন্য জায়েজ নয়।

وليضربن بخمرهن على جيوبهن : আর তারা যেন বক্ষদেশে ওড়না ফেলে রাখে। এ বাক্যে সাজ-সজ্জা গোপন রাখার একটা পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এর আসল উদ্দেশ্য জাহেলি যুগের একটি কুপ্রথার বিলোপ সাধন করা। সে যুগে নারীরা ওড়না মাথার উপর ফেলে উড়নার দুই প্রান্ত পৃষ্ঠদেশে ফেলে রাখত। ফলে গলা, বক্ষদেশ ও কান অনাবৃত থাকতো। তাই মুসলমান নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এরূপ না করে। বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত সামনে ফেলে পরস্পর উল্টিয়ে রাখে। এতে সকল অঙ্গ আবৃত হবে। (روح المعاني)

সেসমস্ত মাহরামদের বিবরণ যাদের সামনে নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ করা বৈধ :

ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... الخ : আয়াতে স্বামীসহ কয়েক শ্রেণির পুরুষ ও অন্যান্যদের কথা ব্যতিক্রমভাবে বলা হয়েছে যে, এদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়ে গেলে কোনো গুনাহ হবে না। স্বামীর সামনে তো নারীর কোনো অঙ্গেরই পর্দা নেই। বাকি যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের

সামনে নারীর সৌন্দর্যের স্থান যেমন : মাথা, চুল, কান, গলা, বক্ষদেশ, মুখ, হাত ইত্যাদি প্রকাশ করাতে গোনাহ হবে না। কারণ এদের সাথে বেশি সময় উঠাবসা হয়। তাছাড়া রেহমি সম্পর্কের কারণেও এদের থেকে ফেৎনার আশংকা নেই। আয়াতে যাদের সামনে নারী সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে বলে বলা হয়েছে তারা হলো–

১। স্বামী। স্ত্রীর জন্য স্বামীর সামনে কোন পর্দা নেই।

২। পিতা, অনুরূপ দাদা ও নানা।

৩। শ্বশুর (স্বামীর পিতা)

৪। নিজের পুত্র এবং স্বামীর অন্য স্ত্রীর পুত্র। (যতই নিচে থাক)।

৫। ভাই। (চাই সহোদরা বা বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় হোক না কেন)

৬। ৩ প্রকার ভাইয়ের ও বোনের পুত্রগণ [তথা ভাতিজা ও ভাগিনা]

এরা (২-৬) সবাই মাহরাম, এদের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম এবং দেখা দেওয়া জায়েজ।

বিঃ দ্রঃ আয়াতে আপন চাচা ও আপন মামার কথা উল্লেখ করা হয়নি যদিও তারা মাহরাম। কারণ তাদের হুকুম পিতার হুকুমের ন্যায়। হাদিসে আছে, عم الرجل صنو أبيه ব্যক্তির চাচা তার পিতার মতো। অনুরূপ দুধসম্পর্কীয় মাহরামদের কথাও উল্লেখ করা হয়নি। কারণ হাদিসে এটা স্পষ্টভাবে আছে যে, يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب অর্থাৎ, বংশগত কারণে যারা মাহরাম, দুধ পানের কারণেও সে স্তরের লোক মাহরাম হবে।

আয়াতে আরো ৪ প্রকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের সামনেও নারী তার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে। যথা–

১। অন্যান্য মহিলা

২। দাস-দাসী

৩। যৌন ক্ষমতাহীন ও আগ্রহহীন কর্মচারী।

৪। শিশু।

নিম্নে এদের আহকাম ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো-

১। **অন্য মহিলা** : আয়াতে বলা হয়েছে أو نسائهن অথবা তাদের মহিলাদের সামনে। অর্থাৎ, মহিলাদের সামনে নারী তার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে। তবে আয়াতে মহিলা বলে কোন মহিলা উদ্দেশ্য তা নিয়ে মতানৈক্য আছে। যথাঃ

ইমাম কুরতুবি (র.) বলেন, এখানে মহিলা বলতে মুমিন মহিলা উদ্দেশ্য। সুতরাং কাফের বা মুশরিক মহিলার সামনে নারীর সৌন্দর্য খোলা যাবে না। এটা ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এর মত।

আলুসি, ফখরুদ্দিন রাজি ও ইবনুল আরাবির মতে, এখানে সকল মহিলা উদ্দেশ্য। সুতরাং সকল মহিলার সামনে নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ করা বৈধ।

কেহ কেহ বলেন, এখানে نسائهن বলে ঐ সমস্ত মহিলাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা খেদমতে বা সাথী হয়ে আছে বা যারা পরিচিত এবং তাদের চরিত্র জানা আছে। সুতরাং, অপরিচিত ফাসেক মহিলার সামনে নারীর পর্দা করতে হবে।

ইমাম রাজি বলেন, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ কাফের নারীদের কাছে পর্দা করার যে আদেশ দিয়েছেন তা মুস্তাহাব আদেশ। রুহুল মাআনিতে ইমাম আলুসি (র.) বলেছেন, এই মতই আজকাল মানুষের সাথে বেশি খাপ খায়। কেননা, আজকাল মুসলমান নারীদের কাফের, ফাসেক নারীদের কাছে পর্দা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

২। **দাস-দাসী :** ইমাম শাফেয়ি ও মালেকের মতে, দাস-দাসীর সামনে নারী মনিবের পর্দার প্রয়োজন নেই। তবে সঠিক কথা হলো, এখানে শুধু দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ দাসদের মধ্যে শাহওয়াত বিদ্যমান। সায়িদ বিন মুসাইয়েব (র.) বলেন :

لا يغرنكم آية النور فإنه في الإماء دون الذكور.

অর্থাৎ, তোমরা সুরা নুরের আয়াত দেখে বিভ্রান্ত হয়ো না যে, أو ما ملكت أيمانهن এর মধ্যে দাসরাও শামিল রয়েছে। এই আয়াতে শুধু দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (رضي الله عنه), হাসান বসরি ও ইবনে সিরিন (র.) বলেন : পুরুষ দাসের জন্য তার প্রভু নারীর কেশ পর্যন্ত দেখা জায়েজ নয়। (রুহুল মাআনি)

৩। **যৌনকামনামুক্ত পুরুষ :** (التابعين غير أولى الإربة من الرجال) হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন : এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয় বিকল ধরনের লোক বুঝানো হয়েছে, যাদের নারী জাতির প্রতি কোনো আগ্রহ ও উৎসুক্যই নেই। (ابن كثير)

তবে নপুংসক ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) এর থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, জনৈক নুপংসক ব্যক্তি রসুল (ﷺ) এর বিবিদের কাছে আসা যাওয়া করতো। বিবিগণও তাকে غير أولى الإربة من الرجال এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আসতেন। কিন্তু রসুল (ﷺ) জানতে পেরে তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন।

একারণেই ইবনে হাজার মক্কি (র.) মিনহাজ কিতাবের টীকায় বলেন : পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন, লিঙ্গ কর্তিত অথবা খুব বেশি বৃদ্ধ হয়, তবুও সে غير أولى الإربة এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব।

৪। **শিশু : الطفل الذين ... الخ** বলে এখানে এমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে বুঝানো হয়েছে, যে এখনও সাবালকত্বের নিকটবর্তী হয়নি নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। তবে যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে مراهق তথা সাবলকত্বের নিকটবর্তী। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। (ابن كثير)

ইমাম জাসসাস বলেন : এখানে طفل বলে এমন বালককে বুঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ কারবারের দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বুঝে না।

নারীর কণ্ঠস্বরের হুকুম :

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن : অর্থাৎ, নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যদ্দরুন অলঙ্কারাদির আওয়াজ ভেসে উঠে এবং তাদের বিশেষ সাজ সজ্জা পুরুষের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এ আয়াত দ্বারা আহনাফগণ দলিল নিয়েছেন যে, নারীদের কণ্ঠ আওরাত। উহা কোনো বেগানা পুরুষকে শোনানো হারাম। কারণ আয়াতে নুপুরের ধ্বনি যাতে না হয় এজন্য জোরে পদক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর নুপুরের ধ্বনি অপেক্ষা কণ্ঠস্বর বেশি ফেৎনা সৃষ্টিকারী। এজন্যই অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন−

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضه (الأحزاب)

তোমরা পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। তাহলে যার অন্তরে ব্যধি আছে সে কুবাসনা করবে।

তবে ইমাম আলুসি (র.) বলেন : ফেৎনার সম্ভবনা না থাকলে তাদের কণ্ঠ আওরাত নয়। কেননা নবি (ﷺ) এর স্ত্রীগণ পুরুষদের নিকট হাদিস বর্ণনা করতেন। সেসব পুরুষদের মাঝে বেগানা পুরুষও থাকত।

সতরে আওরাত ও হিজাব :

সতরে আওরাত বলতে যেসব অঙ্গ কখনো প্রকাশ করা জায়েজ নয় তা ঢেকে রাখাকে বুঝায়। এক্ষেত্রে লোকভেদে আওরাত ভিন্ন ভিন্ন। যা কখনোই প্রকাশ করা যাবে না। এটা পুরুষ মহিলা সবার জন্য। কিন্তু হিজাব শুধু মহিলাদের জন্য। মহিলার বাইরে বের হওয়ার সময় প্রশস্ত মোটা কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর এমনভাবে ঢাকা, যাতে তাকে কেউ দেখতে না পায়। এ হিজাব সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন −

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ}

হে নবি! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের লম্বা চাদর নিজেদের উপর টেনে নেয়। (আহযাব-৫৯)

আল্লামা আলি সাবুনি বলেন : এ আয়াত দ্বারা সকল মুসলিম রমনীর উপর হিজাব (শরয়ি পর্দা) করা ফরজ সাব্যস্ত হয়। হিজাব তথা পর্দা করা রমনীদের ক্ষেত্রে নামাজ, রোজার ন্যায় ফরজ। যদি কোনো মুসলিম মহিলা অস্বীকার করে হিজাব পরিত্যাগ করে তবে সে কাফের হবে। আর যদি ফরজ স্বীকার করেও পালন না করে তবে সে কবীরা গুনাহকারীনী ও ফাসেকা বলে সাব্যস্ত হবে। (روائع البيان)

হিজাব পরিধানের নিয়ম :

হিজাব পরিধানের পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। যথা-

১। ইমাম তবারি তাবেয়ি ইবনে সিরিন (র.) হতে বর্ণনা করেন, ইবনে সিরিন (র.) বলেন, আমি হিজাব পরিধান সম্পর্কে উবাইদা সালামানিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি একটা লম্বা চাদর দিয়ে প্রথমে ঘোমটা দিলেন এবং ভ্রুপর্যন্ত সমস্ত মাথা ঢেকে ফেললেন এবং তার মুখমণ্ডল ও ডান চক্ষু ঢেকে ফেলে কেবল বাম চক্ষুখোলা রাখলেন। (তবারি)

২। ইবনে জারির ও আবু হাইয়ান ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন : মহিলা তার চাদর মাথার উপর রেখে কপালের দু'পাশ দিয়ে নামিয়ে বেঁধে ফেলবে। অতঃপর এক অংশ ভাজ করে নাকের উপর পেঁচিয়ে দিবে। তাতে তার দুই চোখ ছাড়া মাথা, বুক, কপাল ও মুখের অধিকাংশ স্থান ঢেকে যাবে। (বাহরে মুহিত)

শরয়ি হিজাবের শর্তাদি :

হিজাব শরিয়ত সম্পন্ন হওয়ার জন্যে কতিপয় প্রয়োজনীয় শর্ত আছে। যথা–

১। হিজাব এমন হবে যাতে সমস্ত শরীর ঢেকে যায়। [যেহেতু আয়াতে উল্লেখিত جِلْبَابٌ এর আভিধানিক অর্থ হলে هو الثوب الذي يستر جميع البدن এমন কাপড়, যা সমগ্র-শরীরকে আবৃত করে।]

২। হিজাবের কাপড় মোটা হতে হবে। যাতে শরীর দেখা না যায়।

৩। হিজাবের কাপড় কারুকার্য খচিত বা নকশাদার বা দৃষ্টি আকর্ষণকারী রঙের হবে না।

৪। ঢিলেঢালা হতে হবে। এমন সংকীর্ণ হতে পারবে না যাতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের অবয়ব বুঝা যায়।

৫। কাপড়ে কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না।

৬। হিজাবের কাপড়টি পুরুষের কোনো পোশাকের সদৃশ হবেনা। (روائع البيان)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১। দৃষ্টি জেনার আহ্বায়ক। তাই দৃষ্টি হেফাজত করতে হবে।

২। চক্ষু নিম্নগামী করা এবং লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা মানুষের নৈতিক পবিত্রতার প্রমাণ।

৩। মুসলিম মহিলার জন্য তার স্বামী বা মাহরাম ছাড়া কারো সামনে সৌন্দর্যের স্থান প্রকাশ করা হারাম।

৪। মুসলিম মহিলার উপর কর্তব্য হলো- ওড়না দিয়ে তার মাথা, বক্ষ, গা, ইত্যাদি ঢেকে রাখা। যাতে কোনো বেগানা পুরুষ তাকে দেখতে না পায়।

৫। শিশু এবং চাকর-বাকরের মধ্যে যারা নারীত্ব সম্পর্কে বেখবর তাদের কাছে পর্দা নেই।

৬। মুসলিম মহিলার এমন কাজ করা হারাম, যা পুরুষের দৃষ্টি তার প্রতি আকর্ষণ করে বা ফেৎনার আশংকা ছড়ায়।

৭। সকল মুসলিম পুরুষ ও রমনীর উপর তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করা জরুরি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. بعولة শব্দের একবচন কী?

ক. بعال খ. بعول

গ. بعل ঘ. بعالة

২. مؤمنات কোন ধরনের جمع ?

ক. جمع مذكر سالم খ. جمع مؤنث سالم

গ. جمع تكسير ঘ. جمع منتهى الجموع

৩. বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার হুকুম কী?

ক. হারাম খ. মাকরূহ

গ. জায়েজ ঘ. মুবাহ

৪. إن الله خبير بما يصنعون এর মধ্যে الله শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে?

ক. فاعل খ. مبتدأ

গ. خبر إن ঘ. اسم إن

৫. لعلكم تفلحون এর মধ্যে كم টি কোন ধরনের জমির?

ক. مرفوع খ. مجرور

গ. منصوب ঘ. مجزوم

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ... الخ আয়াতের শানে নুজুল লেখ।

২. বেগানা মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাতের হুকুম দলিলসহ বর্ণনা কর।

৩. পুরুষ ও মহিলার আওরাত বা লজ্জাস্থানের সীমানা বর্ণনা কর।

৪. ব্যাখ্যা কর : وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

৫. কাদের সামনে নারী তার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে? লেখ।

৬. হিজাব পরিধানের নিয়ম ও শর্তাবলি লেখ।

৭. تركيب কর : وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

৮. তাহকিক কর : أَبْصَارٌ، قُلْ ، يَحْفَظُوْا ، يُدْنِيْنَ ، غَفُوْرٌ

৩য় পাঠ

হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ

বান্দার উপর আল্লাহ তাআলার অধিকারকে হক্কুল্লাহ এবং এক বান্দার উপর অন্য বান্দার অধিকারকে হক্কুল ইবাদ বলে। ইসলাম উভয় হক আদায় করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরিক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্থ, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সৎ ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভীক, অহংকারীকে। (সুরা নিসা : ৩৬)	٣٦- وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا [النساء: ٣٦]

تحقيقات الألفاظ: শব্দ বিশ্লেষণ

اعبدوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার العبادة মাদ্দাহ ع+ب+د জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ইবাদত করো।

لا تشركوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإشراك মাদ্দাহ ش+ر+ك জিনস صحيح অর্থ– তোমরা শিরক করো না।

اليتمى : ইহা اليتيم শব্দের বহুবচন। অর্থ এতিম। পরিভাষায়- যে না-বালেগের পিতা জীবিত নেই তাকে এতিম বলে।

المساكين : ইহা المسكين এর বহুবচন। অর্থ- নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন।
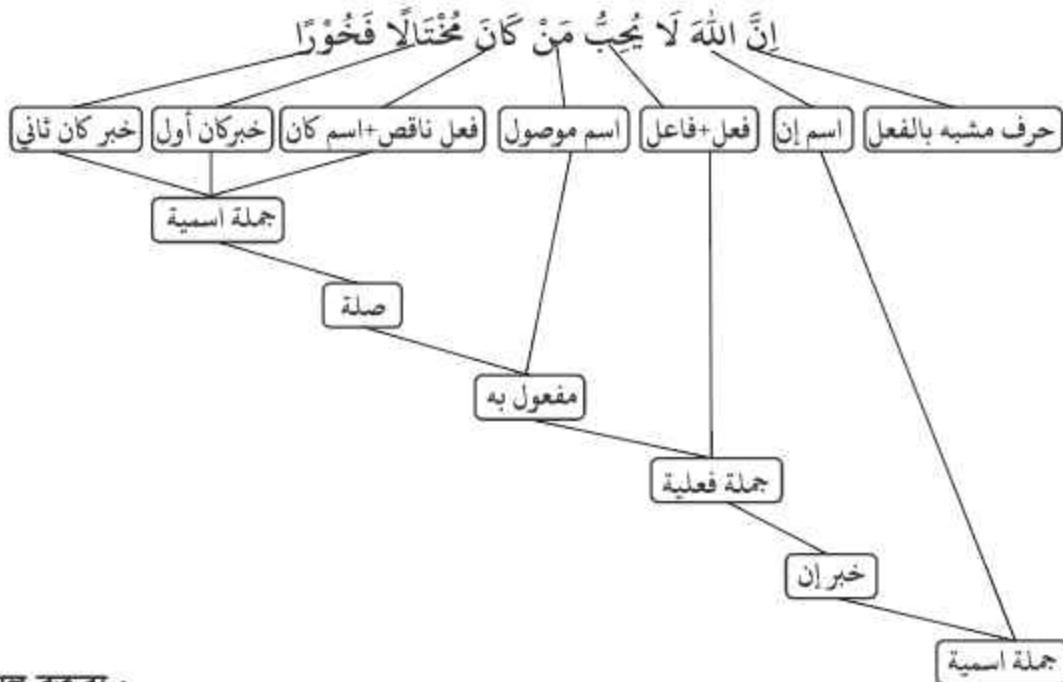
الجار ذي القربى : নিকটতম প্রতিবেশি।

الصاحب بالجنب: সহচর, সহপাঠী, সহকর্মী ইত্যাদি।

أيمانكم : তোমাদের ডানহাতসমূহ। أيمان শব্দটি يمين এর বহুবচন।

لا يحب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব إفعال মাসদার الإحباب মাদ্দাহ ح+ب+ب জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– তিনি ভালোবাসেন না।

مختال : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার الاختيال মাদ্দাহ خ+ي+ل জিনস أجوف يائي অর্থ– দাম্ভিক।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

ইসলামে আল্লাহর হকের পাশাপাশি বান্দাহর হক রক্ষার ব্যাপারেও অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুরা নিসার আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা সে দুটি হকের ব্যাপারেই আলোকপাত করেছেন। আর আয়াতের শেষে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, একমাত্র দাম্ভিক ও অহংকারীরাই অন্যের হক বিনষ্ট করে। তাই আল্লাহ তাআলা কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করে না।

টীকা :

আল্লাহর হক:

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরিক

করো না। কুরআনের পাশপাশি হাদিসেও আল্লাহর জন্য শিরকমুক্ত ইবাদত করার ব্যাপারে বান্দাকে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যেমন মহানবি (ﷺ) মুয়াজ (رضي الله عنه) কে উপদেশ দিয়ে বলেছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لِمُعَاذٍ « يَا مُعَاذُ » . قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ « هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللهِ عَلٰى عِبَادِهِ » . قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ . قَالَ « حَقُّ اللهِ عَلٰى عِبَادِهِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا » (رواه البخاري:٥٩٦٧)

অর্থ- রসুল (ﷺ) মুয়াজ (رضي الله عنه) কে বলেন, হে মুয়াজ! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি উপস্থিত আছি। তিনি বললেন : তুমি কি জানো বান্দার উপরে আল্লাহর হক কী? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসুল (ﷺ) ভালো জানেন। রসুল (ﷺ) বললেন : বান্দার উপর আল্লাহর হক হল- সে তাঁর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। (বুখারি, হাদিস নং ৫৯৬৭)

একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ

আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করছেন যে, তোমরা একমাত্র তারই ইবাদত করবে।

(সুরা বনি ইসরাইল)

عبادة অর্থ اَلتَّذَلُّلُ الْاَقْصٰى বা চূড়ান্ত বিনয়। اَلطَّاعَةُ مِنَ الْخُضُوْعِ বা বিনয়বশত আনুগত্য করা। পরিভাষায় চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শনার্থে ইচ্ছাপূর্বক কারো প্রতি বিনয়ী হওয়াকে ইবাদত বলে। তাই কোনো মাখলুককে সাজদা করা, কাউকে সম্মান দেখানোর জন্য কুর্নিশ করা হারাম। ইবাদতের আদেশের পরপর শিরক বর্জনের নির্দেশ দিয়ে আমলে ইখলাছ অর্জনের ফরজিয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সাথে সাথে ইবাদতে رياء বা লৌকিকতা পরিহারের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

{فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا} [الكهف: ١١٠]

অর্থ- যে ব্যক্তি স্বীয় রবের সাক্ষাত কামনা করে সে যেন নেক আমল করে এবং স্বীয় রবের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।

شرك অর্থ অংশ এবং إشراك অর্থ–অংশীদার সাব্যস্ত করা। পরিভাষায়, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তাকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা, তাঁর ইবাদত বা সত্ত্বায় অংশীদার সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে।

শিরক প্রথমতঃ ২ প্রকার : যথা-

১. শিরকে আজিম বা শিরকে জলি। যেমন : ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করা।

২. শিরকে আসগর বা শিরকে খফি। যেমন : রিয়া।

১ম প্রকার শিরক তথা শিরকে আজিম বা শিরকে জলি আবার চার প্রকার। যথা-

১. **الشرك في الألوهية বা প্রভূত্বে শিরক:** অর্থাৎ, একাধিক সত্ত্বাকে প্রভূ মনে করা। যেমন– খ্রীষ্টানরা তিন খোদায় বিশ্বাসী।

২. **الشرك في وجوب الوجود বা অস্তিত্বে শিরক:** অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মৌলিক অস্তিত্বের অধিকারী মনে করা। যেমন : মাজুসিরা ইয়াজদান ও আহরিমান দুইজনকে অনাদি অস্তিত্বের অধিকারী মনে করে। যার একজন ভালোর স্রষ্টা এবং অপর জন মন্দের স্রষ্টা।

৩. **الشرك في التدبير বা পরিচালনায় শিরক:** অর্থাৎ, বিশ্বজাহান পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার মনে করা। যেমন : নক্ষত্র পূজারীরা নক্ষত্রকে বৃষ্টি, ভাগ্য ইত্যাদির পরিচালক মনে করে। অনুরূপ হিন্দুরা লক্ষীকে ধন-সম্পদ দাতা এবং স্বরস্বতীকে বিদ্যাদাতা মনে করে।

৪. **الشرك في العبادة বা ইবাদতে শিরক:** অর্থাৎ, একক স্রষ্টায় বিশ্বাসী হয়েও তার ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা। যেমন– মূর্তি পূজারীরা আল্লাহকে ইবাদতের মূল যোগ্য মনে করলেও মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন মূর্তির পূজা করে থাকে। (قواعد الفقه)

এ প্রকার শিরক সম্পর্কে বলা হয়েছে– [لقمان: ١٣] {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} নিশ্চয় শিরক করা মহা জুলুম। শিরক করা হারাম। ইহা সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ। আখেরাতে শিরকের গোনাহ মাফ করা হয় না। যেমন বলা হয়েছে-

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨]

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না। তবে ইহা ব্যতীত অন্য গোনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে থাকেন। (সুরা নিসা-৪৮)

একমাত্র নতুন করে ইমান আনলেই এ গুনাহ মাফ পাওয়ার আশা করা যায়। অন্যথায় ক্ষমা নেই। হাদিস শরিফে আছে-

مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ (مسلم: ٢٨٠)

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করে তার সাথে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে কোনো কিছু শরিক সাব্যস্ত করে তার সাক্ষাতে যাবে সে জাহান্নামে যাবে।

২য় প্রকার শিরক তথা শিরকে খফি হলো রিয়া বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা।

এ প্রসঙ্গে হাদিস শরিফে আছে-

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ ». قَالُوْا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ « الرِّيَاءُ (أحمد : ٢٤٣٥٠)

আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশি যার ভয় করি তা হলো ছোট শিরক। তারা বলল, হে আল্লাহর রসুল (ﷺ)! ছোট শিরক কী? তিনি বললেন, ছোট শিরক হলো রিয়া। (আহমদ, ২৪৩৫০)

ইবাদতে রিয়া করা নিফাকি। রিয়ার বিপরীত হলো এখলাস। রিয়াযুক্ত ইবাদত আল্লাহ তাআলা কবুল করেন না। হজরত আনাস (রা.) বলেন, নবি (ﷺ) বলেছেন: কিয়ামতের দিন সীল মোহর মারা কিছু আমলনামা এনে আল্লাহর সামনে রাখা হবে। অতঃপর আল্লাহ ফেরেশতাদের বলবেন, এগুলি ফেলে দাও এবং ঐগুলি গ্রহণ কর। তখন ফেরেশতারা বলবে, হে আল্লাহ! আপনার ইজ্জতের কসম, আমরা তো এগুলোকে ভালো আমল মনে করছি। তখন আল্লাহ বলবেন, এগুলি আমার উদ্দেশ্যে করা হয়নি। আমি একমাত্র আমার উদ্দেশ্যে কৃত ইবাদত ছাড়া কবুল করি না। (দারা-কুতনি)

হক্কুল ইবাদ :

হক্কুল ইবাদ অর্থ বান্দার হক। আল্লাহর যেমন হক রয়েছে তেমনি বান্দারও হক রয়েছে। এক বান্দার উপর অন্য বান্দার জন্য যা কিছু করণীয় তাই হক্কুল ইবাদ। হক্কুল ইবাদের অনেকগুলো দিক রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– মাতা-পিতার হক, আত্মীয়-স্বজনের হক, এতিম-মিসকিনের হক, প্রতিবেশীর হক, সহকর্মীর হক, অসহায় মুসাফিরদের হক ইত্যাদি। নিম্নে প্রত্যেক প্রকার হকের আলোচনা করা হলো।

মাতা-পিতার হক :

وبالوالدين إحسانا : আর তোমরা মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা ফরজ। পক্ষান্তরে, তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম। হজরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) বলেন– রসুল (ﷺ) আমাকে ১০টি নসিহত করেছেন। তন্মধ্যে ২টি ছিল- নিজ মাতা-পিতার নাফরমানি করবে না কিংবা তাদের মনে কষ্ট দিবে না, যদিও তারা তোমাকে ধন-সম্পদ, পরিবার ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। (মুসনাদ আহমদ)

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে মাতা-পিতার আনুগত্য ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের অনেক তাগিদ ও ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

১. আল্লাহ পাক মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে বলেন–

{وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا} [الأحقاف: ١٥]

আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। (সুরা আহকাফ- ১৫)

২. মাতা-পিতার সন্তুষ্টি অর্জনের গুরুত্বারোপ করে মহানবি (ﷺ) ইরশাদ করেন– আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত। (তিরমিজি)

৩. হাদিস শরিফে রয়েছে– (رواه ابن عدي عن ابن عباس) الجنة تحت أقدام الأمهات অর্থ- মায়ের

পদতলে সন্তানের বেহেশত। (ইবনু আদি)

৪. মাতা-পিতার আনুগত্যের ফজিলত বর্ণনা করে রসুল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় মাতা-পিতার অনুগত সে যখনই মাতা-পিতার প্রতি সম্মান ও মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায় তখন তার প্রতিটি দৃষ্টিতে সে একটি মকবুল হজ্জের সাওয়াব প্রাপ্ত হয়। (শুয়াবুল ইমান)

৫. তাদের মনে কষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্বারোপ করে ইরশাদ করেছেন, সমস্ত গোনাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন কিন্তু যে লোক মাতা-পিতার নাফরমানি এবং তাদের মনে কষ্ট দেয় তাকে আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই বিভিন্ন বিপদাপদে ফেলেন। তাই মাতা-পিতার সকল বৈধ আদেশ পালন করা সন্তানের জন্য ফরজ। তবে অবৈধ ও গোনাহের কাজে তাদের কথা শোনা জায়েজ নেই। হাদিস শরিফে আছে– عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (ابن أبي شيبة:٣٤٤٠٦) অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তার নাফরমানির কাজে কোনো সৃষ্ট জীবের আনুগত্য করা জায়েজ নেই।

আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে ইরশাদ করেন–

{وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا} [لقمان: ١٥]

যদি তারা ২জন তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে চাপ প্রয়োগ করে যে ব্যাপারে তোমার জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। (সুরা লুকমান : ১৫)

কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। চাই তারা মুসলমান হোক বা কাফের হোক। এজন্য উলামায়ে কেরাম বলেন– যে পর্যন্ত জিহাদ ফরজে আইন না হয়; বরং ফরজে কেফায়ার স্তরে থাকে সে পর্যন্ত মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্য জিহাদের যোগদান করা জায়েজ নয়। তদ্রূপ ফরজ পরিমাণ দীনিজ্ঞান যার আছে, সে যদি বড় আলেম হওয়ার জন্য সফর করতে চায় তবে মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়া জায়েজ হবে না। (معارف القرآن)

মাতা-পিতার অধিকার সম্পর্কে ফকিহ আবুল লাইছ সমরকন্দি (রহ) বলেন: মাতা-পিতার হকগুলো ২ প্রকার। যথা–

১. জীবিতাবস্থায় : ১০টি হক। যথা :

১। তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা (যদি প্রয়োজন হয়)।

২। তাদের পোশাকের ব্যবস্থা করা (যদি প্রয়োজন হয়)।

৩। তাদের খেদমতের ব্যবস্থা করা (যদি প্রয়োজন হয়)।

৪। তারা ডাকলে সাড়া দেওয়া এবং তাদের কাছে উপস্থিত হওয়া।

৫। শরিয়ত বিরোধী না হওয়া পর্যন্ত তাদের আনুগত্য করা।

৬। তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলা, ধমক না দেওয়া।

৭। তাদের নাম ধরে না ডাকা।

৮। তাদের পিছনে হাঁটা (সামনে না হাঁটা)।

৯। তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা, কষ্ট না দেওয়া।

১০। যখনই নিজের জন্য দোআ করবে, তখন তাদের ক্ষমার জন্য দোআ করা।

২. ইন্তেকালের পরে : ৫টি হক। যথা–

১। সন্তানের সৎ হওয়া।

২। তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, দোআ করা ও তাদের পক্ষে দান-সদকা করা।

৩। তাদের অঙ্গীকার ও অসিয়ত পূরণ করা।

৪। তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা।

৫। তাদের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা।

মাতা-পিতার অধিকার সম্পর্কে সুরা বনি ইসরাইলের ২৩-২৪ এবং সুরা লোকমানের ১৪-১৫ নং আয়াতে সুন্দর করে আলোচনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব ও ফজিলত প্রমাণিত হলো।

وبذي القربى : আর আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার কর। উল্লিখিত আয়াতে মাতা-পিতার পরেই ذي القربى তথা সমস্ত আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আত্মীয়দের হক আদায় করা মাতা-পিতার হক আদায় করার ন্যায় ফরজ।

আত্মীয়-স্বজনের হক:

১. আল্লাহ তাআলা বলেন– [الإسراء: ٢٦] {وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ} অর্থাৎ : আর তুমি আত্মীয়ের হক্ব যথাযথভাবে দিয়ে দাও। (সুরা ইসরা : ২৬)

২. আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে তাদের হক আদায়ের কথা বলেছেন, যে আয়াতটি মহানবি (ﷺ) প্রায়শই খুৎবার শেষে পাঠ করতেন। আয়াতের অর্থ : আল্লাহ সবার সাথে ন্যায় ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং নির্দেশ দিচ্ছেন আত্মীয়স্বজনদের হক আদায় করার জন্য। (সুরা নাহল-৯০) এতে সামর্থানুযায়ী আত্মীয় ও আপনজনদের কায়িক ও আর্থিক সেবা-যত্ন করা, তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা এবং তাদের খোঁজ খবর নেওয়াও অন্তর্ভুক্ত।

৩. মহানবি (ﷺ) বলেছেন– যে ব্যক্তি নিজের রিজিক ও হায়াতে বরকত কামনা করে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। (বুখারি)

৪. বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণনা করা হয়েছে– لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না। (বুখারি: ৫৯৮৪)

৫. আত্মীয়দের দান করার উৎসাহ দিতে রসুল (ﷺ) দ্বিগুণ সাওয়াবের ঘোষণা দিয়ে বলেন, "মিসকিনকে দান করলে শুধু সদকার সাওয়াব পাওয়া যায়, আর রক্তের সম্পর্কিত আপনজনদের দান করলে দ্বিগুণ সাওয়াব পাওয়া যায়। একটি হলো সদকার সাওয়াব এবং আরেকটি হলো সেলায়ে রেহমি তথা আত্মীয়তা রক্ষা করার সাওয়াব।" (মুসনাদে আহমাদ)

والیتمی والمساکین : আর এতিম-মিসকিনদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। یتمی শব্দটি বহুবচন। একবচনে یتیم অর্থ– অনাথ। পরিভাষায় من مات أبوه و هو صغیر অর্থাৎ : যে নাবালেগের পিতা মারা গেছে তাকে এতিম বলে। আর مساکین -এর একবচন হলো مسکین অর্থ– নিঃস্ব। من لا شيء له অর্থাৎ, যার কিছুই নেই তাকে মিসকিন বলে।

এতিম-মিসকিনদের হকসমূহ :

১. তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ফরজ। অন্যায়ভাবে তাদের মাল খাওয়া হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন– {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}

যারা এতিমদের অর্থ, সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করছে এবং সত্তরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (সুরা নিসা-১০)

৩. এতিমদের সাথে নরমভাবে কথা বলবে, তাদের ধমক দিবে না। যেমন এরশাদ হচ্ছে– {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} [الضحى: ٩] আর এতিমের প্রতি আপনি কঠোরতা করবেন না। (সুরা দুহা-৯)

৪. এতিমকে ধমক দেওয়া এবং মিসকিনকে অন্ন না দেওয়া কাফেরদের স্বভাব। আল্লাহ তাআলা বলেন : যে বিচার দিবসকে অস্বীকার করে সে তো ঐ ব্যক্তি, যে এতিমকে ধমক দেয় এবং মিসকিনকে খাবার দানে উৎসাহিত করে না। (সুরা মাউন- ১-৩)

৫. তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা নেককারদের স্বভাব। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: ٨]

আর তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবী, এতিম ও বন্দিদেরকে আহার্য দান করে। (সুরা দাহর-৮)

এতিম মিসকিনদের আদর যত্ন করা এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার অনেক গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। যেমন,

১. রসুল (ﷺ) ও এতিমের সদ্ব্যবহারকারী জান্নাতে পাশাপাশি থাকবে। যেমন রসুল (ﷺ) বলেন- আমি এবং এতিমের দায়িত্বগ্রহণকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। অতঃপর তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা ইশারা করলেন এবং দুয়ের মাঝে সামান্য ফাঁকা করলেন। (বুখারি)

২. শয়তান খাবারে অংশ নিতে পারে না। নবি করিম (ﷺ) বলেন, যে দস্তরখানে ধনীদের সাথে কোনো এতিম বসে শয়তান তার কাছেও আসতে পারে না। (আত্‌তারগিব : ২০৬)

৩. **ক্বল্‌ব নরম হয় :** আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বলেন, এক ব্যক্তি রসুল (ﷺ) এর নিকট এসে কলব শক্ত হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলো। তখন নবি (ﷺ) বললেন- امسح رأس الیتیم و أطعم المسکین। অর্থাৎ, এতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকিনকে খাবার দাও। (মুসনাদে আহমাদ)

৪. জিহাদ, রোজা এবং তাহাজ্জুদের নেকি লাভ। রসুল (ﷺ) আরো এরশাদ করেন– বিধবা ও মিসকিনদের জন্য প্রচেষ্টাকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায় এবং ঐ ব্যক্তির ন্যায় সাওয়াব লাভ করে, যে দিনে রোজা রাখে এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে। (ইবনে মাজাহ)

৫. এতিমের মাথার চুল পরিমাণ নেকি লাভ। নবি করিম (ﷺ) আরো বলেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কোনো এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে, তবে তার হাত যত চুলের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তার ততটা নেকি হবে।

তাই তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা জরুরি এবং বিনা কারণে এতিমকে কাঁদানো গোনাহের কাজ।

والجار ذي القربى والجار الجنب :

আর নিকটতম প্রতিবেশী এবং দূরবর্তী প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করো। প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করা, তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া, তাদের হক যথাযথ আদায় করা ইসলামে واجب বলা হয়েছে। যেমন হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ اِلٰى جَارِهٖ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে সে যেন প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করে। (মুসিলম-১৮৫)

প্রতিবেশীর পরিচয় :

যারা আমাদের বাড়ির আশে পাশে বসবাস করে তারাই আমাদের প্রতিবেশী।

হাসান বসরি (র) বলেন– তোমার বাড়ির সামনের, পেছনের, ডানের এবং বামের ৪০ বাড়ি তোমার প্রতিবেশি। ইমাম জুহরি (র) বলেন– তোমার বাড়ির চার পাশের ৪০ গজের মধ্যে যারা আছে তারা তোমার প্রতিবেশী। (রুহুল মাআনি)

প্রতিবেশীর প্রকার :

আলোচ্য আয়াতে দু'রকম প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে যথা–

১. الجار ذي القربى (আত্মীয়-প্রতিবেশী)

২. الجار الجنب (অনাত্মীয়-প্রতিবেশী)

ইমাম বাজ্জার (র) জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, রসুল (ﷺ) বলেন, প্রতিবেশী ৩ প্রকার। যথা–

১. যে প্রতিবেশীর মাত্র ১টি হক। যেমন– অনাত্মীয় অমুসলিম প্রতিবেশী

২. যে প্রতিবেশীর ২টি হক। যেমন– অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী

৩. যে প্রতিবেশীর ৩টি হক। যেমন– আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী।

প্রতিবেশীর হক: প্রতিবেশীর হক এত বেশী যে, রসুল (ﷺ) বলেন- "জিবরাইল (عليه السلام) আমাকে সর্বদা প্রতিবেশীর ব্যাপারে উপদেশ দিতেন, এমনকি আমি ধারণা করলাম, হয়তো প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে দেবে। (বুখারি)

রসুল (ﷺ) ইহুদি প্রতিবেশীকেও হাদিয়া দিতেন। তাইতো তিনি আবু জার (رضي الله عنه) কে বলেছেন–

إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ (مسلم:٦٨٥٥)

যখন তুমি ঝোল পাকাবে বেশী করে পানি দিবে, যাতে প্রতিবেশীকেও দিতে পার (মুসলিম)

মুয়াজ বিন জাবাল (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসুল! প্রতিবেশীর হক কী? তিনি বলেন–

১. সে ঋণ চাইলে ঋণ দিবে।
২. সে সহায়তা চাইলে সহায়তা করবে।
৩. সে অভাবী হলে দান করবে।
৪. সে মারা গেলে তার দাফনকার্য করবে।
৫. তার কোনো কল্যাণ হলে খুশির ভাব প্রকাশ করবে।
৬. তার কোনো অকল্যাণ হলে তাকে সান্ত্বনা দিবে।
৭. তোমার পাত্রের খাবার তাকে না দিতে চাইলে উচ্ছিষ্ট দেখিয়ে অহেতুক কষ্ট দিবে না।
৮. তার অনুমতি না নিয়ে বাড়ি এমন উঁচু করবে না যাতে বাতাস বন্ধ হয়ে যায়।
৯. যদি কোনো ফল ক্রয় করো তবে তাকে কিছু হাদিয়া দাও। নতুবা গোপনে ঘরে নিয়ে যাও এবং তোমার সন্তানরা যেন তার কোনো অংশ নিয়ে বের না হয়, যাতে প্রতিবেশীর সন্তানরা কষ্ট পায়। তোমরা কি আমার কথা বুঝেছো? অতি অল্প ব্যক্তিই প্রতিবেশীর হক আদায় করে থাকে। (কুরতুবি)

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ : ৬ষ্ঠ পর্যায়ে বলা হয়েছে وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ এর শাব্দিক অর্থ হলো- সহকর্মী। এতে সেসব সফর সঙ্গীরাও অন্তর্ভুক্ত যারা রেল, জাহাজ, বাস, মোটর প্রভৃতিতে পাশাপাশি বসে ভ্রমণ করে এবং সে সমস্ত লোকও অন্তর্ভুক্ত যারা কোনো সাধারণ বা বিশেষ বৈঠক তথা অধিবেশনে আপনার সাথে উপবেশন করে থাকে।

ইসলামি শরিয়ত নিকটবর্তী ও দূরবর্তী স্থায়ী প্রতিবেশীদের অধিকার সংরক্ষণকে যেমন ওয়াজিব করে দিয়েছে, তেমনিভাবে সে ব্যক্তির সাহচর্যের অধিকার বা হককেও অপরিহার্য করে দিয়েছে, যে সামান্য সময়ের জন্য হলেও কোনো মজলিস, বৈঠক অথবা সফরের সময় আপনার সমপর্যায়ে উপবেশন করে। তাদের মধ্য মুসলমান, অমুসলমান, আত্মীয়, অনাত্মীয় সবাই সমান। সবার সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ করা হয়েছে। সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে এই যে, আপনার কোনো কথায় বা কাজে যেন সে কোনো রকম কষ্ট না পায়। এমন কোনো কথা বলবেন না, যাতে তার কষ্ট হতে পারে। যেমন সিগারেট পান

করে তার দিকে ধোঁয়া ছোড়া, পান খেয়ে তার দিকে পিক ফেলা এবং এমনভাবে বসা যাতে তার বসার জায়গা সংকুচিত হয়ে যায় প্রভৃতি। (معارف القرآن)

কোনো কোনো তাফসিরকারক বলেছেন, এমন প্রতিটি লোকই সাহেবে বিল জাম্ব-এর অন্তর্ভুক্ত, যে কোনো কাজে, কোনো পেশায় বা কোনো বিষয়ে আপনার সাথে জড়িত বা আপনার অংশীদার; তা শিল্পশ্রমেই হোক অথবা অফিস আদালতের চাকরিতেই হোক কিংবা কোনো সফরে বা স্থায়ী বসবাসেই হোক। (রুহুল মাআনি)

নিম্নে আরো কিছু মতামত উল্লেখ করা হলো-

১. হজরত সায়িদ বিন জুবাইর (রহ.) বলেন, الصاحب بالجنب বলতে বন্ধুকে বুঝানো হয়েছে।
২. হজরত জায়েদ বিন আসলামের মতে, সফর সঙ্গীকে বুঝানো হয়েছে।
৩. হজরত আলি ও ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এর মতে স্ত্রীকে বুঝানো হয়েছে।
৪. যমখশরির মতে– সফরসঙ্গী, প্রতিবেশী, সহকর্মী, সহপাঠী, পার্শ্ববর্তী মুসল্লি ইত্যাদি সকলকে বুঝানো হয়েছে।
৫. ইবনে জুরাইজ বলেন : যে তোমার নিকট কোনো ব্যাপারে উপকার নিতে এসেছে সে الصاحب بالجنب এর অন্তর্ভুক্ত। (তাফসিরে কাসেমি, ইবনে কাসির, কুরতুবি)

وابن السبيل : আর পথিকের সাথে সদ্ব্যবহার কর।

তাফসিরে রুহুল মাআনিতে বলা হয়েছে- ابن السبيل বলতে মুসাফির বা মেহমানকে বুঝানো হয়েছে।

কুরতুবি (রহ) ইমাম মুজাহিদ (রহ) এর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, ابن السبيل হলো ঐ ব্যক্তি যে তোমার সাথে পথ চলে। তাকে এহসান করার অর্থ হলো তাকে দান করা বা পথ দেখিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। তাফসিরে কাসেমিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে ابن السبيل বলতে ঐ বিদেশি মুসাফির উদ্দেশ্য, যে তার দেশ ও পরিবার থেকে বিছিন্ন। সে দেশে ফিরতে চায় কিন্তু তার নিকট যথেষ্ট পরিমাণ পথ খরচ নেই।

تفسير معارف القرآن এ মুফতি শফি (রহ) বলেন ابن السبيل বলতে এমন লোককে বুঝানো হয়েছে, যে সফরের অবস্থায় আপনার নিকট এসে উপস্থিত হয় কিংবা আপনার মেহমান হয়ে যায়। যেহেতু এই অজানা-অচেনা লোকটির কোনো আত্মীয়তা সম্পর্কীয় লোক এখানে উপস্থিত থাকে না, সেহেতু আল কুরআন ইসলামি তথা মানবীয় সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তার হকও আপনার উপর অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছে। আর তা হল, সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী তার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. বান্দার প্রথম কর্তব্য আল্লাহর ইবাদত করা।
২. শিরক করা হারাম।
৩. আল্লাহর হকের পর পিতামাতার হক।
৪. হক্কুল ইবাদের ২য় পর্যায়ে আছে আত্মীয়স্বজন।
৫. প্রতিবেশী, সঙ্গী, খাদেম সকলের হক আদায় করতে হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. শিরক প্রথমত কত প্রকার?

ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

২. পিতামাতার হক আদায় করার হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নাত ঘ. মুস্তাহাব

৩. لا يدخل الجنة قاطع অর্থ কী?

ক. হত্যাকারী জান্নাতে যাবে না। খ. চোগলখোর জান্নাতে যাবে না
গ. মিথ্যাবাদী জান্নাতে যাবে না ঘ. আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।

৪. مُخْتَالٌ শব্দটির বাহাছ কী?

ক. اسم مفعول খ. اسم فاعل
গ. اسم ظرف ঘ. اسم الة

৫. اَلْمَسَاكِيْنُ শব্দের মূল অক্ষর কী?

ক. سكن খ. مسك
গ. مسن ঘ. مكن

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ব্যাখ্যা কর : وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا

২. شرك কাকে বলে? এর প্রকারগুলো লেখ।

৩. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

৪. মাতাপিতার হক কয় ধরনের? বিস্তারিত লেখ।

৫. ব্যাখ্যা কর : وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ

৬. প্রতিবেশীর পরিচয় দাও। প্রতিবেশী কত প্রকার ও কী কী? বিস্তারিত লেখ।

৭. تركيب কর : إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

৮. তাহকিক কর : لَا يُحِبُّ ، مُخْتَالٌ ، اُعْبُدُوْا، اَيْمَانٌ، فَخُوْرٌ

৪র্থ পাঠ

নারীর অধিকার

নর ও নারী সবাই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। সমাজের উন্নতির জন্য সবার অবদান অনস্বীকার্য। তাই ইসলাম কখনোই নারীদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখে নি, বরং ইনসাফের সাথে তাদের হক আদায় করতে বলেছে। নারীদের অধিকার সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
৭. পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, এটা অল্প হোক অথবা বেশি হোক, এক নির্ধারিত অংশ।	٧- لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا
১১. আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান; কিন্তু কন্যা দুইয়ের অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ; সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ; তার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ; এ সবই সে যা অসিয়ত করে তা দেয়া এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা অবগত নয়। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর বিধান; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সুরা নিসা : ৭ ও ১১)	١١- يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. [النساء: ٧، ١١]

تحقيقات الألفاظ : শব্দ বিশ্লেষণ:

الوالدان : শব্দটি দ্বি-বচন, একবচন الوالد মাদ্দাহ و+ل+د জিনস مثال واوي অর্থ মা-বাবা, পিতা-মাতা।

الأقربون : শব্দটি বহুবচন, একবচন الأقرب মাদ্দাহ ق+ر+ب জিনস صحيح অর্থ নিকটাত্মীয়।

ترك : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الترك মাদ্দাহ ت+ر+ك জিনস صحيح অর্থ সে পরিত্যাগ করল।

مفروضا : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব نصر মাসদার الفرض মাদ্দাহ ف+ر+ض জিনস صحيح অর্থ ফরজকৃত, নির্ধারিত।

يوصيكم : كم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيصاء মাদ্দাহ و+ص+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দেন।

أولادكم : كم শব্দটি ضمير مجرور متصل বাকি أولاد শব্দটি বহুবচন, একবচনে ولد অর্থ তোমাদের সন্তানগণ।

للذكر : ل শব্দটি حرف جار আর ذكر শব্দটি একবচন, বহুবচনে ذكور অর্থ পুরুষ।

نساء : শব্দটি বহুবচন, একবচনে امرأة অর্থ নারী।

لا تدرون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفي معروف বাব ضرب মাসদার الدراية মাদ্দাহ د+ر+ي জিনস ناقص يائي অর্থ তোমরা জানো না।

عليما : শব্দটি صفة مشبهة মাদ্দাহ ع+ل+م জিনস صحيح অর্থ সর্বজ্ঞ, অধিক জ্ঞাত। ইহা আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচক নাম।

حكيما : শব্দটি صفة مشبهة মাদ্দাহ ح+ك+م জিনস صحيح অর্থ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান। ইহা আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচক নাম।

তারকিব

মূল বক্তব্য :

আলোচ্য আয়াতে মৃতব্যক্তির সম্পত্তিতে আত্মীয় স্বজনদের যে অংশ রয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কে কত অংশ পাবে তা বর্ণনা করার সাথে সাথে সকলের হক সঠিকভাবে আদায় করার প্রতিও তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কারণ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কে বেশি উপকারী তা কারো জানা নেই।

শানে নুজুল :

(ক) হজরত আউস বিন সাবেত (رضي الله عنه) যখন শাহাদাত বরণ করলেন তখন তাঁর চাচাত ভাই সুয়াইদ অথবা খালেদ আউস (رضي الله عنه) এর স্ত্রী আরফাজা, কন্যা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের বঞ্চিত করে সকল সম্পত্তি দখল করে নিলো। এতে হজরত আউস বিন সাবেতের স্ত্রী নবি করিম (ﷺ) এর নিকট অভিযোগ করেন এবং বললেন: হে রসুল (ﷺ) আমার স্বামী আউস বিন সাবেত মারা গিয়েছে তার তিন জন কন্যা রয়েছে। কিন্তু তার প্রচুর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা কিছু পাচ্ছি না। সকল সম্পত্তি সুয়াইদ এর নিকটে রয়েছে। রসুল (ﷺ) তাকে ডাকলেন। অতঃপর সে বলল: হে আল্লাহর রসুল! তারা তো উটে চড়তে পারে না। ঘোড়ায় দৌড়াতে পারে না। তাহলে কেন তাদেরকে সম্পত্তি দিব? অতঃপর আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন এই আয়াত নাজিল করেন। আর এখানে বলা হয়েছে যে, শুধু পুরুষেরাই অংশ পাবে না, বরং নারীরাও অংশ পাবে।

(খ) হজরত জাবের (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি অসুস্থ ছিলাম এমতাবস্থায় হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) ও নবি করিম (ﷺ) হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁরা আমাকে বেহুশ অবস্থায় পাইলেন। নবি করিম (ﷺ) অজু করলেন এবং অজুর পানি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। সাথে সাথে আমি সুস্থ হয়ে গেলাম। অতঃপর যখন নবি করিম (ﷺ) আমার সামনে বসলেন তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হুজুর! আমার সম্পত্তি কিভাবে বণ্টন করব? নবি করিম (ﷺ) কোনো উত্তর দিলেন না। অতঃপর মিরাসের আয়াত নাজিল হলো।

টীকা :

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ : পিতামাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের ন্যায় নারীদেরও অধিকার রয়েছে- একথাই আল্লাহ পাক সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন। ইসলাম নারীদেরকে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়েছে। অন্য কোনো ধর্মে ইসলামের ন্যায় নারীদেরকে এতে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয় নি। ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়সহ সকল অধিকার সবচেয়ে বেশি নিশ্চিত করেছে।

ইসলামে নারীর মর্যাদা :

কন্যা হিসেবে নারীর মর্যাদা :

ইসলামে কন্যা হিসেবে নারীদের অনেক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নবি করিম (ﷺ) বলেন : যে কোনো ব্যক্তির যদি কন্যা সন্তান থাকে আর সে তাকে জীবন্ত কবর না দিয়ে তাকে মর্যাদা দেয় এবং পুত্র সন্তানের চেয়ে কম না ভালোবাসে, তবে আল্লাহ পাক তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

স্ত্রীর হিসেবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলামে স্ত্রীদের মূল্যায়ন করা হয়েছে। যেমন–

১. স্ত্রীর উপর স্বামীর যেমন অধিকার স্বামীর উপর স্ত্রীরও তেমন অধিকার।

২. নিজস্ব সম্পত্তিতে স্ত্রীকে স্বাধীনতা দান।

৩. স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার দান।

৪. মিরাসে অংশ নির্ধারণ।

৫. স্ত্রীকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে ঘোষণা দান ইত্যাদি।

মা হিসেবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম নারীকে মা হিসেবে যে সম্মান দান করেছে, পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম এ ধরনের মর্যাদা দেয়নি। এক হাদিসে মায়ের সাথে সদাচরণের কথা তিন বার বলা হয়েছে। এছাড়াও-

১. পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দান।

২. তাদের সাথে বিনয় ও ভদ্র ব্যবহারের আদেশ দান।

৩. পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহচর্যের দাবিদার হলেন মা।

৪. মায়ের পায়ের তলে সন্তানের বেহেশত ।

৫. মা হিসেবে মিরাসে অংশ দান।

নারীর শিক্ষার অধিকার :

নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। নবি করিম (ﷺ) বলেন–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ অর্থাৎ, "প্রত্যেক মুসলমানের (নর-নারীর) উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।" (ইবনু মাজাহ-২২৯)

বিয়েতে মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা :

ইসলাম নারীকে বিয়ের বেলায় নিজের স্বাধীনতা দান করেছে। নবি করিম (ﷺ) বলেন- لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَأْذَنَ যতক্ষণ না অবিবাহিত মেয়ে বিয়ের সম্মতি দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিয়ে হবে না। (দারেমি-২২৪১) এর মাধ্যমে নারীর মতের স্বাধীনতা রক্ষা হয়েছে।

নারীর মোহরানার অধিকার :

শাশ্বত ধর্ম ইসলাম নারীকে যে সকল অধিকার দিয়েছে তার মধ্যে দেনমোহর একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অধিকার। আল্লাহ তাআলা বলেন- {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤] "নারীদের মোহরানা দাও খুশির সাথে।" অনুরূপ নবি করিম (ﷺ)ও বিয়ের বেলায় মোহরকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার :

নারীর কল্যাণে ইসলামি আইন ব্যবস্থায় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে তাদের উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি। আল্লাহ তাআলা পুরুষের সাথে সাথে নারীদেরকেও মিরাসে অংশীদার করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন- وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ অর্থ-"পিতা-মাতার সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ রয়েছে।"

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ :

এখানে আল্লাহ তাআলা মিরাসের বণ্টন নীতি বর্ণনা করেছেন। তিনি এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যদি কোনো ভাই তার বোনের অংশ আত্মসাৎ করে তাহলে সে কঠোর গোনাহগার হবে। না-বালেগা কন্যার সম্পত্তি আত্মসাৎ করলে দুটি গোনাহ হবে। একটি আত্মসাৎ করার আর অন্যটি এতিমের সম্পত্তি হজম করার।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. সম্পদে পুরুষের ন্যায় নারীরও অধিকার আছে।

২. নারীর জন্য উপার্জন করা বৈধ।

৩. মেয়ে অপেক্ষা ছেলে দ্বিগুণ মিরাস পাবে। কারণ ছেলের আর্থিক ব্যয়ভার ও স্ত্রীর ভরণ পোষণ করতে হয়।

৪. মিরাস আল্লাহ তাআলা বণ্টন করেছেন।

৫. আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. نصف শব্দের অর্থ কী?

ক. দ্বিগুণ
খ. অর্ধেক
গ. তিনগুণ
ঘ. চারগুণ

২. ترك শব্দটি কোন ছিগাহ?

ক. واحد مؤنث غائب
খ. واحد مذكر غائب
গ. واحد مؤنث حاضر
ঘ. واحد مذكر حاضر

৩. إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আলোচ্য আয়াতে اَللّٰه শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে?

ক. مبتدأ
খ. خبر
গ. خبر إنّ
ঘ. اسم إنّ

৪. نساء-এর একবচন কী?

ক. نسئ
খ. نسوة
গ. مرأة
ঘ. رجل

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ব্যাখ্যা লেখ : وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً

২. ইসলামে নারীর মর্যাদা উল্লেখ কর।

৩. শিক্ষা ও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি লেখ।

৪. إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا : تركيب কর

৫. তাহকিক কর : اَلْوَالِدَانِ ، تَرَكَ ، يُوْصِي، أَوْلَادٌ، عَلِيْمًا

৫ম পরিচ্ছেদ : আখলাক

(ক) আখলাকে হাসানা বা সৎচরিত্র

১ম পাঠ

ন্যায়পরায়ণতা

সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ন্যায় প্রতিষ্ঠা। তাইতো ইসলাম ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে নির্দেশ করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (সুরা নাহল : ৯০)	٩٠- اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ [النحل: ٩٠]

تحقيقات الألفاظ : শব্দ বিশ্লেষণ

يأمر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الأمر মাদ্দাহ أ+م+ر জিনস مهموز فاء অর্থ- সে নির্দেশ করছে বা করবে।

عدل : শব্দটি باب ضرب এর মাসদার। মাদ্দাহ ع+د+ل জিনস صحيح অর্থ- ন্যায়পরাণতা।

إحسان : শব্দটি باب إفعال এর মাসদার। মাদ্দাহ ح+س+ن জিনস صحيح অর্থ- সদাচরণ।

إيتاء : শব্দটি باب إفعال এর মাসদার। মাদ্দাহ أ+ت+ي জিনস مركب অর্থ- প্রদান করা।

القربى : শব্দটি باب كرم এর মাসদার। মাদ্দাহ ق+ر+ب জিনস صحيح অর্থ- নৈকট্য।

ينهى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার النهي মাদ্দাহ ن+ه+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে নিষেধ করছে বা করবে।

فحشاء : শব্দটি أفحش এর مؤنث। মাদ্দাহ ف+ح+ش জিনস صحيح অর্থ- অশ্লীল।

منكر : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব إفعال মাসদার الإنكار মাদ্দাহ ن+ك+ر জিনস صحيح অর্থ- গর্হিত কাজ।

البغي : শব্দটি باب ضرب এর মাসদার। মাদ্দাহ ب+غ+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- অবাধ্যতা।

يعظكم : كم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الوعظ মাদ্দাহ و+ع+ظ জিনস مثال واوي অর্থ- তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন।

تذكرون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التذكر মাদ্দাহ ذ+ك+ر জিনস صحيح অর্থ- তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

عدالة বা ন্যায়পরায়ণতা একটি উত্তম গুণ। এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি সকলের নিকট প্রশংসিত। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা عدالة বা ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ করেছেন। যেমন– সুরা নাহল এর ৯০ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণতা, আত্মীয়দের প্রতি সদাচারণ, অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা ইত্যাদির জন্য আদেশ করছেন। আর عدالة করা ফরজ।

আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা :

তাফসিরে ইবনে কাসিরে উল্লেখ আছে, হজরত আকসাম ইবনে সাইফি (رضي الله عنه) নামক একজন সাহাবি

এ আয়াত শ্রবণ করেই মুসলমান হয়েছিলেন। ইবনে কাসির আবু ইয়ালার معرفة الصحابة নামক গ্রন্থ থেকে সনদসহ এ ঘটনা উল্লেখ করেন যে, আকসাম ইবনে সাইফি নিজ গোত্রের সর্দার ছিলেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নবুয়তের দাবি ও ইসলাম প্রচারের সংবাদ পেয়ে তিনি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে আগমন করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু গোত্রের লোকেরা বলল, আপনি গোত্রের সর্দার, আপনার নিজের প্রথমে যাওয়া সমীচীন নয়। আকসাম বললেন, তাহলে গোত্র থেকে দুজন লোক মনোনীত করো, তারা সেখানে যাবে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে জানাবে।

মনোনীত দু'ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল: আমরা আকসাম ইবনে সাইফির পক্ষ থেকে দু'টি বিষয় জানতে এসেছি। আকসামের ২টি প্রশ্ন হলো؟ من أنت وما أنت আপনি কে এবং কী? রসুল (ﷺ) বললেন, ১ম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। ২য় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আল্লাহর দাস ও তাঁর রসুল। এরপ তিনি সুরা নাহলের ৯০ নং আয়াতটি তথা اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ...الخ তেলাওয়াত করলেন। উভয় দূত অনুরোধ করলে এ বাক্যগুলো তাদেরকে আবার শোনানো হোক। নবি করিম (ﷺ) আয়াতটি একাধিক বার তেলাওয়াত করলেন। ফলে আয়াতটি তাদের মুখস্থ হয়ে গেল। দূতদ্বয় আকসাম ইবনে সাইফির কাছে ফিরে এসে উল্লিখিত আয়াতটি শুনিয়ে দিল। আয়াতটি শুনেই আকসাম বলল, এতে বোঝা যায় যে, তিনি উত্তম চরিত্রের আদেশ দেন এবং মন্দ চরিত্র অবলম্বন করতে নিষেধ করেন। তোমরা সবাই তার ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ কর। যাতে তোমরা অন্যদের অগ্রে থাক এবং পেছনে অনুসারী হয়ে না থাক। (ইবনে কাসির)

টীকা :

عدل এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : عدل শব্দটি বাবে ضرب এর মাসদার, মাদ্দাহ ع+د+ل জিনস صحيح এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–সমতা বিধান করা, ন্যায়বিচার করা ইত্যাদি। ইহা জুলুম এর বিপরীত।

পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় عدل বলা হয়, অপরের প্রাপ্য হকসমূহ প্রদান করা এবং হক প্রদানের ক্ষেত্রে হকদারের মাঝে সমতা বিধান করা।

১. আল্লামা জুরজানি (রহ) এর মতে– إفراط এবং تفريط এর মধ্যবর্তী বিষয়কে عدل বলে।

২. কারো কারো মতে, ধর্মের সকল নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থেকে সঠিক পথের উপর অটল থাকাকে عدل বলে।

عدل এর প্রকারভেদ :

প্রথমত عدل দুই প্রকার। যথা–

১. ঐ عدل যা কোনো সময় منسوخ হবে না এবং বিবেক তার উত্তমতা কামনা করে। যেমন– যে তোমার প্রতি দয়া করেছে, তার প্রতি দয়া করা। যে তোমার থেকে কষ্ট দূর করেছে তার থেকে কষ্ট দূর করা ইত্যাদি।

২. ঐ عدل যা কোনো কোনো সময় منسوخ হতে পারে এবং তার বাস্তবায়ন শরয়িভাবে বুঝা যায়। যেমন– কেসাস গ্রহণ, অপরাধের দণ্ড গ্রহণ এবং মুরতাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া ইত্যাদি।

বাস্তবায়নের দিক থেকে عدل তিন প্রকার। যথা–

১. কোনো ব্যক্তি তার অধীন ব্যক্তির প্রতি عدل করা। যেমন– বাদশা তার প্রজাদের প্রতি এবং কোনো প্রধানের তার কর্মচারীদের প্রতি। আর এই عدل বাস্তবায়ন চারভাবে হতে পারে। যথা–

ক. সহজ কাজটা অনুসরণের মাধ্যমে।

খ. কঠিন কাজটা ত্যাগ করার মাধ্যমে।

গ. শক্তি প্রয়োগ ও কর্তৃত্ব খাটানো ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে।

ঘ. চলনে-বলনে সত্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে।

২. কোনো ব্যক্তি তার কর্তা ব্যক্তির প্রতি عدل করা। যেমন– প্রজাদের তাদের বাদশার প্রতি এবং কর্মচারীদের তাদের প্রধানের প্রতি। আর এই عدل বাস্তবায়ন তিন ভাবে হতে পারে। যথা–

ক. একনিষ্ঠভাবে আনুগত্যের মাধ্যমে।

খ. সাহায্য করার মাধ্যমে।

গ. চুক্তির মর্যাদা রক্ষার মাধ্যমে।

৩. কোনো ব্যক্তির তার সমপর্যায়ের ব্যক্তির সাথে عدل করা। আর এটা কয়েকভাবে হতে পারে। যেমন– ক. তার সাথে বাড়াবাড়ি না করার মাধ্যমে।

খ. তার থেকে কষ্ট প্রতিহত করার মাধ্যমে। (নাদরাতুন নাইম, খণ্ড-৭ পৃ: ২৭৯৩)

عدل এর ক্ষেত্র : عدل এর বেশ কিছু ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন–

১. আল্লাহর সাথে عدل আর তা হচ্ছে ইবাদতে এবং গুণাবলিতে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরিক

না করা, তাঁর অনুগত্য করা, তাঁকে স্মরণ করা এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করা।

২. মানুষের মাঝে ফয়সালার ক্ষেত্রে عدل আর তা হচ্ছে, প্রত্যেক হকদারের তার হক প্রদান করা।

৩. স্ত্রী-সন্তানদের ক্ষেত্রে عدل আর তা হচ্ছে, একের উপর অন্যকে প্রাধান্য না দেওয়া।

৪. কথার ক্ষেত্রে عدل আর তা হচ্ছে, মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া এবং মিথ্যা ও বাতিল কথা না বলা।

৫. আকিদার ক্ষেত্রে عدل আর তা হচ্ছে, হক ও সত্য ভিন্ন অন্য কোনো আকিদা পোষণ না করা।

(মিনহাজুল মুসলিম : পৃ: ১৩৭)

عدل এর উপকারিতা : عدل এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন–

১. আদলকারী দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপদ থাকবে।
২. রাজত্ব বা ক্ষমতা অটুট থাকবে, তা দুরীভূত হবে না।
৩. আদলকারীর প্রতি সৃষ্টির সন্তুষ্টির পূর্বে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হবে।
৪. তার ক্ষতি থেকে সৃষ্টিজীব নিরাপদ থাকবে।
৫. عدل জান্নাতে পৌছার পথ। (নাদরাতুন নাইম, পৃ:২৮১)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. আদালত করা– ফরজ।
২. এহসান করা আল্লাহ তাআলার আদেশ।
৩. আত্মীয়দের হক আদায় করা শরয়ি আদেশ।
৪. অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকবে হবে।
৫. আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার ওয়াজের বিষয় হওয়া উচিত।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. عدل শব্দের অর্থ কী?

ক. সত্য খ. স্থায়ী
গ. পরিমাণ ঘ. ন্যায়পরায়ণতা

২. يعظ এর মাদ্দাহ কী?

ক. عظو　　　　খ. وعظ

গ. عظي　　　　ঘ. يعظ

৩. ينهى কোন ছিগাহ?

ক. واحد مذكر غائب　　　　খ. واحد مؤنث غائب

গ. واحد مذكر حاضر　　　　ঘ. واحد مؤنث حاضر

৪. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ... الخ আয়াতটি কার প্রসঙ্গে নাজিল হয়?

ক. আবু বকর (رضي الله عنه)　　　　খ. ওমর (رضي الله عنه)

গ. আলি (رضي الله عنه)　　　　ঘ. আকসাম ইবনে সাইফি (رضي الله عنه)

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. হজরত আকসাম ইবনে সাইফি (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি লেখ।

২. عدل এর পরিচয় ও উপকারিতাসমূহ লেখ।

৩. পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত عدل এর ক্ষেত্রসমূহ লেখ।

৪. তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে عدل এর প্রকারসমূহ লেখ।

৫. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা লেখ।

৬. তারকিব কর : اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

৭. তাহকিক কর : يَأْمُرُ ، يَنْهٰى ، اِحْسَانٌ، مُنْكَرٌ، يَعِظُ

২য় পাঠ

আমানতদারিতা

আমানতদারিতা একটি মহৎ গুণ। পক্ষান্তরে, খেয়ানত করা মুনাফিকের আলামত। ইসলাম আমানতদারিতার ব্যাপারে অনেক গুরুত্বারোপ করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমানত এর হকদারকে প্রত্যার্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সুরা নিসা : ৫৮)	৫৮- إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰٓى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا. [النساء: ৫৮]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

يأمركم : كم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الأمر মাদ্দাহ أ+م+ر জিনস مهموز فاء অর্থ- তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দেন।

تؤدوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التأدية মাদ্দাহ أ+د+ي জিনস مركب অর্থ- তোমরা আদায় করবে।

الأمانات : শব্দটি বহুবচন, একবচনে الأمانة মাদ্দাহ أ+م+ن জিনস مهموز فاء অর্থ আমানতসমূহ।

حكمتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الحكم মাদ্দাহ ح+ك+م জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ফয়সালা করলে।

أن تحكموا : أن শব্দটি حرف ناصب ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الحكم মাদ্দাহ ح+ك+م জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ফয়সালা করবে।

عدل : শব্দটি باب ضرب থেকে মাসদার, মাদ্দাহ ع+د+ل জিনস صحيح অর্থ- ন্যায় বিচার।

يعظكم : كم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الوعظ মাদ্দাহ و+ع+ظ জিনস مثال واوي অর্থ- তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন।

سميعا : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ صفة مشبهة মাদ্দাহ س+م+ع জিনস صحيح অর্থ সর্বশ্রোতা। ইহা আল্লাহ তাআলার একটি সিফাতি নাম।

بصيرا : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ صفة مشبهة মাদ্দাহ ب+ص+ر জিনস صحيح অর্থ সর্বদ্রষ্টা। ইহা আল্লাহ তাআলার একটি সিফাতি নাম।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমানতকে তার প্রাপকের নিকট পৌছে দেওয়ার নির্দেশ এবং বিচার ব্যবস্থা সম্পাদন করার ক্ষেত্রে ন্যায় পরায়ণতা অবলম্বন করার সদুপদেশ দিয়েছেন।

শানে নুজুল :

হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুল (ﷺ) মক্কা বিজয় করার পর উসমান ইবনে তালহা (رضي الله عنه) কে ডাকলেন, যখন তিনি আসলেন তখন রসুল (ﷺ) বললেন, কাবার চাবিটা দাও। উসমান বিন তালহা যখন চাবি দেওয়ার জন্য হাত প্রসারিত করলেন, তখন আব্বাস (رضي الله عنه) দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে রসুল (ﷺ)! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, পানি বন্টনের দায়িত্বটার সাথে চাবিটার দায়িত্বও আমাকে দিন। তখন ওসমান ইবনে তালহা (رضي الله عنه) তার

হাত গুটিয়ে নিলেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হে ওসমান! চাবিটা দাও। তিনি আবারও চাবি দেওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। তখন আব্বাস (رضي الله عنه) পূর্বের ন্যায় একই কথা বলায় তিনি আবারও হাত গুটিয়ে নিলেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হে ওসমান, যদি তুমি আল্লাহ ও আখেরাতকে বিশ্বাস করে থাক, তবে চাবিটা দাও। তিনি বললেন, এই নিন আল্লাহর আমানত। অতঃপর রসুল (ﷺ) উঠে দাঁড়ালেন এবং কাবা ঘরে ঢুকলেন। আবার বেরিয়ে তাওয়াফ করলেন। অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ হলো। (রুহুল মাআনি)

টীকা :

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ ... الخ : আর আল্লাহ তোমাদেরকে আমানতসমূহকে প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমানত প্রত্যার্পন করা ফরজ। ইহা حق الله ও حق العباد উভয় ক্ষেত্রে হতে পারে। حق الله সম্পর্কিত আমানত হলো- শরিয়ত আরোপিত সকল ফরজ ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরুহ বিষয় থেকে পরহেজ করা।

আর বান্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে অন্তর্ভুক্ত তা সুবিদিত। অর্থাৎ, কেউ কারো কাছে টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা একটা আমানত। উহা রক্ষা করা এবং প্রত্যর্পন করা ফরজ। অনুরূপভাবে কারো গোপন কথা শরিয়তসম্মত ওজর ছাড়া ফাঁস করে দেওয়া হারাম। কেননা, কথাও একটা আমানত। হাদিস শরিফে বলা হয়েছে–

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيْثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ

যদি কোন ব্যক্তি কথা বলে এদিক ওদিক তাকায়, তবে তার কথা আমানত।

তদ্রূপ, মজুর ও কর্মচারীর উপর নির্ধারিত দায়িত্বও আমানত। অতএব, কাজ চুরি বা সময় চুরিও এক প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা। হাদিস শরিফে আছে– لا إيمان لمن لا أمانة له অর্থাৎ, যার আমানতদারিতা নেই, তার ইমান নেই। (শোয়াবুল ইমান)

খেয়ানত করা মুনাফিক হওয়ার আলামত :

আমানত রক্ষা করা ফরজ এবং খেয়ানত করা হারাম ও মুনাফিকের ৩টি আলামতের মধ্যে একটি আলামত। যেমন হাদিস শরিফে আছে-

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

অর্থাৎ, মুনাফিকের আলামত ৩টি। যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানতের খেয়ানত করে। (বুখারি, মুসলিম)

কুরআন মাজিদে আমানত শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা-

১. ফরজ আমল : মহান আল্লাহ তাআলা যে সকল বিষয় মুসলমানদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন সেগুলো যথাযথ আদায় করাই আমানত রক্ষা। আর পালন না করা আমানতের খেয়ানত। যেমন এরশাদ হচ্ছে–

{يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ} [الأنفال: ٢٧]

২. **গচ্ছিদ সম্পদ** : যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন :

{اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا} [النساء: ٥٨]

৩. **চারিত্রিক আমানত** : যেমন এরশাদে ইলাহি

{اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ} [القصص: ٢٦]

আমানাতের পরিচয় :

শাব্দিক অর্থে : أمانة শব্দটি আরবি। এর মূল অক্ষর হলো أ+م+ن এর শাব্দিক অর্থ হলো– ১. বিশ্বস্ততা ২. আস্থা ৩. নিরাপত্তা ৪. আশ্রয় ৫. তত্ত্বাবধান। যেমন বলা হয় : في أمان الله

(নাদরাতুন নাইম, ৩য় খণ্ড)

পরিভাষায় : আল্লামা কাফাবি রহ. বলেন- كل ما افترض الله على العباد فهو أمانة

অর্থাৎ, আল্লাহ বান্দার উপর যে সকল বিষয় ফরজ করে দিয়েছেন, সেগুলো হলো আমানত। যেমন– নামাজ, রোজা, জাকাত, ইত্যাদি।

কোনো সম্পদের কিছু বা পুরো অংশ অন্যের নিকট গোপনে বা প্রকাশ্যে গচ্ছিত রাখার নাম আমানত। (নাদরাতুন নাইম, ৩য় খণ্ড)

আমানতের ক্ষেত্রসমূহ :

আমানতের অসংখ্য ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন :

১. দীনের ক্ষেত্রে আমানত
২. সম্পদের ক্ষেত্রে আমানত।
৩. মজলিস ও বৈঠকের আমানত।
৪. পারিবারিক ও কর্মক্ষেত্রের আমানত।
৫. পেশার ক্ষেত্রে আমানত।
৬. রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে আমানত।
৭. সাক্ষীর ক্ষেত্রে আমানত।
৮. ফয়সালার ক্ষেত্রে আমানত।
৯. কিতাবের ক্ষেত্রে আমানত।
১০. হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমানত।
১১. গোপন চিঠির ক্ষেত্রে আমানত।
১২. দেখাশোনা ও বর্ণনার আমানত ।

(নাদরাতুন নাইম, ৩য় খণ্ড, ৫০৯ পৃ.)

এতে প্রতীয়মান হয়, রাষ্ট্রীয় যত পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে সে সবই আল্লাহ তাআলার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগ ও বরখাস্তের চাবি রয়েছে, সে সমস্ত কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ হলেন সে পদের আমানতদার। কাজেই, অযোগ্য লোকের হাতে কোনো পদের দায়িত্ব দেওয়া জায়েজ নেই। বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

(মাআরেফুল কুরআন)

এ প্রসঙ্গে হাদিস শরিফে আছে,

إِذَا ضُيِّعَتِ الاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» . قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ « إِذَا أُسْنِدَ الاَمْرُ إِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري:٦٤٩٦)

যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করো। সাহাবি বললেন, আমানত নষ্ট বলতে কী? রসুল (ﷺ) বললেন, যখন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কোনো অযোগ্যকে দেওয়া হয়, তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করো। (বুখারি)

আসল আমানত আল্লাহর দীনের আমানত :

যত প্রকার আমানত বা বিশ্বস্ততার বিষয় আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় আমানত হচ্ছে আল্লাহর দীনের আমানত। আসমানসমূহ ও জমিন এই আমানত বহন করতে অস্বীকার করেছিলো। কেননা, তারা এ আশংকা করেছিল যে, তারা এ বিরাট বোঝা বহন করতে পারবে না। সে আমানত হচ্ছে, পথ প্রদর্শনের আমানত। স্বেচ্ছায় ও স্বাধীন ইচ্ছানুসারে এবং বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য চেষ্টা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সঠিক পথে চলা ও অপরকে সঠিক পথে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। এটাই মানব জাতির স্বভাবগত আমানত।

আমানতের প্রকারভেদ :

আলি ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. বলেন, আমানত কয়েক প্রকার হতে পারে। যেমন :

১. الأمانة العظمى (আমানাতে উজমা) : আর তা হচ্ছে আল্লাহর দীন আঁকড়ে ধরা। যেমন আল্লাহ বলেন, {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا} [الأحزاب:]

২. كل ما أعطاك الله অর্থাৎ, আল্লাহ যে সকল নেয়ামত দান করেছেন তাও আমানত। যেমন– হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, সম্পদ ইত্যাদি এগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে ব্যয় করা খেয়ানতের শামিল।

৩. العرض অর্থাৎ, সম্মান, মর্যাদাও আমানত। যেমন– উবাই ইবনে কাব (রা.) বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মান রক্ষা করাটা আমানত।

৪. الولد أمانة অর্থাৎ, সন্তান আমানত। ৫. الوديعة أمانة অর্থাৎ, গচ্ছিত সম্পদ আমানত।

৬. السر أمانة অর্থাৎ, গোপনীয়তা রক্ষা করা আমানত।

রসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, المجالس أمانة অর্থ বৈঠকের কথা-বার্তা আমানত স্বরূপ।

দীন থেকে সর্বপ্রথম হারিয়ে যাবে আমানত :

দীন থেকে যে সকল বিষয় হারিয়ে যাবে তার মধ্যে সর্বপ্রথম হারিয়ে যাবে আমানত। যেমন : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে রসুল (ﷺ) বলেন–

أول ما تفقدون من دينكم الأمانة (السنن الكبرى)

অর্থাৎ, সর্বপ্রথম তোমাদের দীন থেকে যে বিষয়টি হারিয়ে যাবে তা হলো আমানত।(সুনানে কুবরা)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. আমানত প্রত্যর্পন করা আল্লাহর হুকুম।
২. আমানতের খেয়ানত করা হারাম।
৩. বিচারে আদালত করা ফরজ।
৪. আমানত ও আদালত দুটি মহৎগুণ।
৫. মানুষকে উপদেশ দেওয়ার মত গুণ হলো আমানত ও আদালত তথা ইনসাফ।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. الأمانات শব্দের একবচন কী?

ক. الأمان খ. الأمانة

গ. الأمن ঘ. الأمنة

২. يأمر কোন ছিগাহ?

ক. واحد مؤنث غائب খ. واحد مذكر غائب

গ. واحد متكلم ঘ. واحد مذكر حاضر

৩. وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ আয়াতাংশে عدل শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে?

ক. مبتدأ খ. خبر

গ. مضاف ঘ. مجرور

৪. আমানত ফেরত না দেয়া শরিয়তের কোন ধরনের হুকুমের লঙ্ঘন?

ক. মুবাহ খ. সুন্নাত

গ. ফরজ ঘ. ওয়াজিব

৫. يأمر শব্দের মাদ্দাহ কী?

ক. أ - م - ر খ. م - أ - ر

গ. ر - م - أ ঘ. م - أ - ر

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. আমানতের পরিচয় উল্লেখপূর্বক এর প্রকারসমূহ উল্লেখ কর।

২. পাঠ্য বইয়ের আলোকে আমানতের ক্ষেত্রসমূহ লেখ।

৩. মুনাফিকের আলামতসমূহ লেখ।

৪. ব্যাখ্যা কর : اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

৫. تركيب কর : اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

৬. তাহকিক কর: عَدْلٌ ، أَهْلٌ، تُؤَدُّوْا ، اَلْأَمَانَاتُ ، يَأْمُرُ

৩য় পাঠ

হালাল রিজিক উপার্জন

হালাল রিজিক অন্বেষণ করা ফরজ। কেননা, হালাল ভক্ষণ না করলে দোআ ও ইবাদত কবুল হয় না। হালাল হতে দান না করলে দানও কবুল হয় না। তাই হালাল রিজিকের এত গুরুত্ব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
১৬৮. হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্য বস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ১৬৯. সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজে এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়। (সুরা বাকারা : ১৬৮, ১৬৯)	١٦٨. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ١٦٩. اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.[البقرة: ١٦٨، ١٦٩]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

كلوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر أمر حاضر معروف বাহাছ باب نصر মাসদার الأكل মাদ্দাহ أ+ك+ل জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা খাও।

حلالا : শব্দটি باب نصر থেকে মাসদার, মাদ্দাহ ح+ل+ل জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ বৈধ।

طيبا : শব্দটি একবচন, বহুবচনে طيبات মাদ্দাহ ط+ي+ب জিনস أجوف يائي অর্থ- পবিত্র।

لا تتبعوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر نهي حاضر معروف বাহাছ باب افتعال মাসদার الاتباع মাদ্দাহ ت+ب+ع জিনস صحيح অর্থ- তোমরা অনুসরণ কর।

خطوات : শব্দটি বহুবচন, একবচনে خطوة অর্থ পদাঙ্কসমূহ।

عدو : শব্দটি একবচন, বহুবচনে أعداء মাদ্দাহ ع+د+و জিনস ناقص واوي অর্থ- শত্রু।

يأمركم : كم শব্দটি مضارع مثبت معروف বাহাছ واحد مذكر غائب ছিগাহ ضمير منصوب متصل বাব نصر মাসদার الأمر মাদ্দাহ أ+م+ر জিনস مهموز فاء অর্থ-তিনি তোমাদের নির্দেশ দেন।

السوء : শব্দটি একবচন, বহুবচনে أسواء অর্থ খারাপ কাজ।

الفحشاء : এটি افحش এর مؤنث অর্থ অশ্লীল কাজ।

أن تقولوا : أن শব্দটি حرف ناصب ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق+و+ل জিনস أجوف واوي অর্থ- তোমরা বলো।

لا تعلمون: ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفي معروف বাব سمع মাসদার العلم মাদ্দাহ ع+ل+م জিনস صحيح অর্থ- তোমরা জানো না।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ কর। হালাল রিজিক বা খাদ্য খাওয়া ফরজ। কারণ, হালাল রিজিক ব্যতীত কোনো ইবাদত কবুল হবে না। আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, তোমরা শয়তানের অনুসরণ করো না। কারণ, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং তোমাদেরকে সর্বদা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে উৎসাহিত করে।

শানে নুজুল :

আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয় বনু ছাকিফ, বনু খোজায়াহ এবং বনু আমের ইবনে ছা'ছায়াকে উদ্দেশ্য করে। যখন তারা নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল কৃষিকাজ করা, পশুপালন এবং হারাম করে

নিয়েছিল কান কাটা, ছেড়ে দেওয়া ও গর্ভবতী উষ্ট্রির গোশত ভক্ষণ করাকে। তখন আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। (زاد المسير)

টীকা :

كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا : আল্লাহ তাআলা বলেন– জমিনে যা কিছু হালাল ও পবিত্র, তোমরা তা থেকে ভক্ষণ কর।

حلال এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : حلال শব্দটি বাব ضرب থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বৈধ, হারামের বিপরীত। আর **পরিভাষায়**- যা শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত এবং বৈধ তাকে حلال বলে।

(الموسوعة الفقهية:٨٤/١٨)

হালাল উপার্জনে উৎসাহ :

হালাল উপার্জন করা ফরজ। নিজ হাতে উপার্জিত হালাল রিজিক সর্বোত্তম রিজিক। পবিত্র কুরআনে এবং হাদিসে অসংখ্য জায়গায় হালাল রিজিক উপার্জনের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন, মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন– فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ অতঃপর যখন নামাজ সমাপ্ত হয়, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) অন্বেষণ কর। (সুরা জুমুআহ, আয়াত : ১০)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) পবিত্র হাদিসে বর্ণনা করেন–

لَاَنْ يَّاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهٗ فَيَاْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلٰى ظَهْرِهٖ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهٗ ، خَيْرٌ لَهٗ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ النَّاسَ

অর্থাৎ, তোমাদের কারো রশি দিয়ে কাঠ বেঁধে এনে তা বিক্রি করা এবং তা দ্বারা নিজের সম্মান বাঁচানো, মানুষের নিকট হাত পাতার চেয়ে উত্তম। (বুখারি-১৪৭১)

অপর হাদিসে এসেছে–

وَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ

আল্লাহর নবি দাউদ (عليه السلام) নিজ হাতের উপার্জন থেকেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। (বুখারি-২০৭২)

হালাল রিজিক এর গুরুত্ব :

হালাল রিজিক এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে। যেমন–

১. হালাল উপার্জন করা ফরজ। যেমন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেন–

طلب الحلال فريضة بعد الفريضة

অন্যান্য ফরজের পরে হালাল অন্বেষণ করাও একটা ফরজ। (তবারানি ও বায়হাকি)

২. আল্লাহ তাআলা নবি-রসুলদেরকে হালাল রিজিক গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন– আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন– [المؤمنون: ٥١] {يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ}

৩. ইয়াহইয়া ইবনে মাআজ বলেন,

الطاعة خزانة من خزائن الله إلا أن مفتاحها الدعاء و أسنانه لقم الحلام

অর্থাৎ, আনুগত্য হচ্ছে আল্লাহর ধনভাণ্ডারসমূহ হতে একটি ধনভাণ্ডার। তার চাবি হচ্ছে দোআ। আর উক্ত চাবির দাঁত হলো হালাল খাদ্য।

হালাল রিজিক এর উপকারিতা :

১. হালাল রিজিক খেলে দোআ কবুল হয়। যেমন রসুল (ﷺ) হজরত সা'দ (رضي الله عنه) কে বলেছেন– **يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة** হে সাদ! তোমার খাদ্য হালাল বানাও, তাহলে মুস্তাজাবুদ দাওয়াত হতে পারবে। (ইবনে কাসির)

২. পরিবারের জন্য উপার্জনকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মত। যেমন রসুল (ﷺ) এরশাদ করেন– الكاسب على عياله كالمجاهد في سبيل الله

৩. মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভের মাধ্যমে। যেমন, হজরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) বলেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ১. হালাল খাওয়া ২. ফরজ আদায় করা ৩. রসুলের সুন্নাতসমূহের আনুগত্য করা। (তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা- ৮৪)

৪. অন্তরে নুর সৃষ্টি হয়।

৫. ইবাদতে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

হালাল উপার্জনের মাধ্যম :

হালাল রিজিক উপার্জনের বেশ কিছু মাধ্যম রয়েছে। নিম্নে তার থেকে কিছু উল্লেখ করা হল–

১. কৃষি
২. ব্যবসা
৩. পশুপালন
৪. শিল্পকর্ম
৫. শ্রম বিক্রি ইত্যাদি

তবে উল্লিখিত কাজগুলো তখনই হালাল হবে যখন তার মধ্যে কোনো প্রকার ধোঁকা বা প্রতারণা বা শরিয়তগর্হিত বিষয় না থাকে।

আয়াতের শিক্ষা :

১. হালাল খাদ্য খাওয়া ফরজ।
২. উত্তম খাদ্য খাওয়া বাঞ্চনীয়।
৩. শয়তানের অনুসরণ করা যাবে না।
৪. শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
৫. শয়তান সর্বদা খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে।
৬. নিজে আমল না করে কথা বলা উচিৎ নয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. ضلال কোন বাবের মাসদার?

ক. نصر খ. ضرب
গ. كرم ঘ. فتح

২. كلوا কোন ছিগাহ?

ক. جمع مذكر حاضر খ. جمع مؤنث حاضر
গ. جمع مذكر غائب ঘ. جمع مؤنث غائب

৩. إنه لكم عدو مبين আয়াতাংশে عدو শব্দটি تركيب- এ কী হয়েছে?

ক. مبتدأ খ. خبر
গ. موصوف ঘ. صفة

৪. خطوات শব্দের একবচন কী?

ক. خطوة খ. أخطوة
গ. أخطة ঘ. أخط

৫. طيب শব্দের অর্থ কী?

ক. পবিত্র খ. ভালো
গ. পদাঙ্ক ঘ. উত্তম

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. হালাল রিজিকের গুরুত্ব পাঠ্য বইয়ের আলোকে লেখ।

২. يٰاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا আয়াতাংশের শানে নুজুল লেখ।

৩. হালাল রিজিকের উপকারিতা লেখ।

৪. হালাল উপার্জনের মাধ্যমসমূহ পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

৫. كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

৬. تركيب কর : اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ

৭. তাহকিক কর: اَلسُّوْءُ ، لَا تَعْلَمُوْنَ، كُلُوْا ، خُطُوَاتٌ ، عَدُوٌّ

৪র্থ পাঠ
সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা ফরজ। সাধ্যমত এ ফরজ আদায় করা আবশ্যক। সামাজিক শান্তির জন্য এ আমল অত্যন্ত জরুরি। তাই তো আমলকে শান্তির ধর্ম ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য উক্ত বৈশিষ্ট্য করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজে নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম। (সুরা আলে ইমরান : ১০৪)	١٠٤- وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ [آل عمران: ١٠٤]
তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদের আবির্ভাব হয়েছে মানবজাতির জন্য; তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর। কিতাবিগণ যদি ইমান আনত তবে তাদের জন্য ভালো হত। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী। (সুরা আলে ইমরান : ১১০)	١١٠- كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ [آل عمران: ١١٠]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

يدعون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الدعوة মাদ্দাহ د+ع+و জিনস ناقص واوي অর্থ- তারা ডাকে বা আহ্বান করে।

يأمرون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الأمر মাদ্দাহ أ+م+ر জিনস مهموز فاء অর্থ- তারা আদেশ করে।

المفلحون : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإفلاح মাদ্দাহ

ف+ل+ح জিনস صحيح অর্থ- সফলকামগণ।

أخرجت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব إفعال মাসদার الإخراج
মাদ্দাহ خ+ر+ج জিনস صحيح অর্থ- তাকে বের করা হয়েছে।

تنهون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার النهي
মাদ্দাহ ن+ه+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা বাঁধা দাও।

المنكر : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব إفعال মাসদার الإنكار মাদ্দাহ
ن+ك+ر জিনস صحيح অর্থ- ঘৃণ্যকাজ।

تؤمنون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان
মাদ্দাহ أ+م+ن জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা ইমান আনো।

خير : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব ضرب মাসদার الخيارة মাদ্দাহ
خ+ي+ر জিনস أجوف يائي অর্থ- অধিক কল্যাণ।

أكثرهم : هم শব্দটি ضمير مجرور متصل ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব كرم
মাসদার الكثرة মাদ্দাহ ك+ث+ر জিনস صحيح অর্থ- অধিক।

الفاسقون : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার الفسوق মাদ্দাহ ف+س+ق
জিনস صحيح অর্থ- পাপীগণ।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। উম্মতে মুহাম্মদির শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ হলো- তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। প্রত্যেক যুগেই একটা দল থাকবে যারা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। সুরা আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতে সে সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

শানে নুজুল :

হজরত ইকরিমা ও মুকাতিল (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه), উবাই ইবনে কাব (رضي الله عنه), মুয়াজ ইবনে জাবাল (رضي الله عنه) এবং সালেম (رضي الله عنه)- যিনি ছিলেন হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) এর আযাদকৃত দাস- তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়। মালেক ইবনে সাইফ, ওয়াহাব ইবনে ইয়াহুজ এই দুই ইয়াহুদি তাদেরকে বললো, আমাদের দীন তোমাদের দীনের চেয়ে উত্তম এবং আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তখন আল্লাহ তাআলা كنتم خير أمة ... الخ আয়াতটি নাজিল করেন। (তাফসিরে মুনির)

টীকা :

المعروف এর পরিচয় :

المعروف শব্দটি عرف শব্দ থেকে اسم مفعول এর শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হলো- উত্তম, কল্যাণ, অনুগ্রহ, যা মুনকার বা গর্হিত কাজের বিপরীত।

পরিভাষায় المعروف হলো এমন কাজ, যা মানুষের আকল গ্রহণ করে, ইসলামি শরিয়ত স্বীকৃতি দেয় এবং যা উত্তম স্বভাবের অনুকূল। (الموسوعة الفقهية)

المنكر এর পরিচয় :

المنكر শব্দটি اسم مفعول এর শব্দ। যার শাব্দিক অর্থ হলো- الأمر القبيح তথা অকল্যাণ, খারাপ বিষয়। এটা معروف এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পরিভাষায়, المنكر হলো প্রত্যেক এমন কথা ও কাজ, যাতে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন।

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر এর গুরুত্ব :

ইসলামি শরিয়তে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের গুরুত্ব অপরিসীম। হজরত হুজায়ফা (رضي الله عنه) বলেন- الإسلام ثمانية أسهم ... والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

অর্থাৎ, ইসলামে ৮টি অংশ রয়েছে। তার মধ্যে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা অন্যতম। (نضرة النعيم)

সৎ কাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজে নিষেধ করা ফরজে কেফায়া। যত দিন পর্যন্ত মুসলমানরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে, ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। একাজ থেকে যেদিন দূরে সরে যাবে, তখনই তাদের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিবে। যেমন রসুল (ﷺ) বলেন-

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : وَالَّذِى نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ .
(رواه الترمذي:٢٣٢٣)

অর্থাৎ, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর। আর যদি না কর, তাহলে তোমাদের উপর এমন আযাব আসবে যে, তারপর তোমরা দোআ করবে কিন্তু তোমাদের দোআ কবুল করা হবে না। (তিরমিজি)

প্রত্যেক নবি রসুল সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ প্রত্যেক নবি ও রসুলের সাথে দুই জন সঙ্গী পাঠাতেন। তাদের একজন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতেন। (نضرة النعيم)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের গুরুত্ব বুঝা যায় রসুল (সা.) এর নিম্নোক্ত হাদিস থেকে। হজরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, তিনি রসুল (সা.) কে বলতে শুনেছেন, যে সমাজে বা গোত্রে কোনো অন্যায় কাজ চলে আর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি তারা তার প্রতিবাদ না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের মৃত্যুর পূর্বে হলেও তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। (আবু দাউদ)

সুতরাং, আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা। ইমাম গাজালি (র.) বলেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা দীনের মূল।

(الموسوعة الفقهية)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার ফজিলত :

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা একটি উত্তম কাজ। এটি উম্মতে মুহাম্মদির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। রসুল (সা.) থেকে এর অসংখ্য ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ » (الترمذي:٢٣٢٩)

রসুল (সা.) এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই বড় জিহাদ হলো, অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা। (তিরমিজি) এটা الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر এর অন্তর্ভুক্ত।

রসুল (সা.) আরো বলেছেন :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اَمَرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ كَانَ خَلِيْفَةَ اللهِ فِيْ اَرْضِهِ وَخَلِيْفَةَ رَسُوْلِهِ وَخَلِيْفَةَ كِتَابِهِ»

রসুল (সা.) এরশাদ করেন, যারা সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়, তারা হলো

পৃথিবীতে আল্লাহ ও তাঁর রসুল (ﷺ) এবং তাঁর কিতাবের খলিফাহ বা প্রতিনিধি। (তাফসিরে কাবির)

হজরত আলি (رضي الله عنه) বলেন– اَفْضَلُ الْجِهَادِ الْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، অর্থাৎ, সর্বোত্তম জিহাদ হলো- সৎ কাজের আদেশ দেওয়া অসৎ কাজে বাঁধা দেওয়া– (তাফসিরে কাবির)

এছাড়া أمر بالمعروف ও نهي عن المنكر এর আরো অনেক ফজিলত রয়েছে। সুতরাং, আমাদের উচিৎ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাঁধা দিয়ে সাওয়াবের অধিকারী হওয়া।

শর্তসমূহ :

যিনি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবেন তার মধ্যে নিচের শর্তগুলো থাকতে হবে।

১. التكليف : প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

২. الإيمان : ইমানদার হওয়া।

৩. العدالة : ন্যায়পরায়ণ হওয়া।

৪. লক্ষ্যে পৌছার ব্যাপারে ভয় না থাকা

যে ব্যাপারে আদেশ বা নিষেধ করা হবে তার মধ্যে নিম্নের শর্তগুলো পাওয়া যেতে হবে:

১. যে কাজের নির্দেশ দিবে তা শরিয়তে অনুমোদিত হতে হবে। আর যা থেকে নিষেধ করা হবে তা শরিয়তে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হতে হবে।

২. বর্তমানে সে কাজটি চলমান থাকতে হবে।

৩. যে কাজে নিষেধ করা হবে তা প্রকাশ্য হতে হবে। কোনো অপ্রকাশ্য বিষয়ে নিষেধ করা যাবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না। (হুজুরাত)

৪. যে বিষয়ে নিষেধ করা হবে তা অবশ্যই সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ বিষয় হতে হবে। মত পার্থক্যের বিষয়ে নিষেধ করা যাবে না।

৫. যদি ফেতনা ফাসাদের ভয় থাকে তাহলে সাময়িকভাবে أمر بالمعروف এবং نهي عن المنكر করা যাবে না।

(শরহুল মাওয়াকেফ ও মাউসুয়াতুল ফিকহ)

أمر بالمعروف এবং نهي عن المنكر এর হুকুম :

أمر بالمعروف এবং نهي عن المنكر এর সার্বিক হুকুম হলো- ফরজে কেফায়া। অর্থাৎ, দু'এক জন আদায় করলেই তা সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। তবে এর বিস্তারিত হুকুম বিভিন্ন। যেমন–

- যে সকল কাজ শরিয়তে ফরজ বা ওয়াজিব তার নির্দেশ করাও ওয়াজিব।
- যে সকল কাজ সুন্নাত বা মুস্তাহাব তার আদেশ করাও সুন্নাত বা মুস্তাহাব।
- যে সকল কাজ শরিয়তে হারাম তা থেকে নিষেধ করা ফরজ।
- যে সকল কাজ মাকরুহ তা থেকে নিষেধ করা মানদুব বা উত্তম। (شرح المواقف)

أمر بالمعروف এবং نهي عن المنكر এর স্তর :

أمر بالمعروف এবং نهي عن المنكر এর স্তর ৩টি। এ সম্পর্কে রসুল (ﷺ) এরশাদ করেন-

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُوْلُ " مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الإِيْمَانِ (رواه مسلم:١٨٦)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় কাজ দেখে সে যেন হাত দ্বারা উহা পরিবর্তন করে, সমর্থ না হলে যেন জবান দ্বারা পরিবর্তন করে, তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দ্বারা পরিবর্তন করে। (মুসলিম)

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, أمر بالمعروف এবং نهي عن المنكر এর স্তর হলো তিনটি। যথা-

১. প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ স্তর হলো– হাত বা ক্ষমতা দ্বারা প্রতিহত করা। তবে সেটা হতে হবে উত্তম পদ্ধতিতে।

২. দ্বিতীয় স্তর হলো- জবান দ্বারা আদেশ বা নিষেধ করা। আর সে কথা হতে হবে উত্তম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন {اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} অর্থাৎ, তুমি উত্তম কথা ও হেকমতের সাথে তোমার প্রভুর পথে আহবান কর।(নাহল-১২৫)

৩. তৃতীয় স্তর হলো- অন্তর দ্বারা ঘৃণা করা। যখন ব্যক্তির বাঁধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না, তখন ব্যক্তির উচিত হবে অন্তর দ্বারা কাজটিকে ঘৃণা করা এবং পরিবর্তন করার জন্য পরিকল্পনা করা।

(شرح المواقف)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা এ উম্মতের দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

২. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা সফলতার চাবিকাঠি।

৩. উম্মতে মুহাম্মাদি শ্রেষ্ঠ জাতি।

৪. উম্মতে মুহাম্মাদি এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ৩টি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. تنهون এর মূল অক্ষর কী?

ক. نهو খ. نهي

গ. هون ঘ. هين

২. اولئك هم المفلحون এর মধ্যে المفلحون তারকিবে কী হয়েছে?

ক. مبتدأ খ. خبر

গ. خبر كان ঘ. ذو الحال

৩. منكر শব্দটির বাহাছ কী?

ক. اسم فاعل খ. اسم مفعول

গ. اسم ظرف ঘ. اسم آلة

৪. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত ঘ. মুবাহ

৫. المفلحون শব্দটি কোন বাবের?

ক. تفعل খ. إفعال

গ. تفعيل ঘ. مفاعلة

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. المعروف ও المنكر এর পরিচয় দাও।

২. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ... الخ আয়াতটির শানে নুজুল লেখ।

৩. اَلْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৪. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার ফজিলত বর্ণনা কর।

৫. أَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ এবং نَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ এর স্তরসমূহ উল্লেখ কর।

৬. تركيب কর : وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

৭. তাহকিক কর : أُمَّةٌ ، أُخْرِجَتْ ، يَأْمُرُوْنَ ، اَلْمُنْكَرُ ، اَلْمَعْرُوْفُ

৫ম পাঠ

এস্তেকামাত

ভালো কাজ করা যেমন ভালো, ভালো কাজের উপর অটল থাকা আরো ভালো। এমনকি এস্তেকামাত বা ভালো কাজে অটল থাকাকে কারামতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন উলামায়ে কেরাম। এস্তেকামাতের গুরুত্ব অনেক। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
৩০. যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ', অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশতা এবং বলে, 'তোমরা ভীত হইও না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।	٣٠. اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ
৩১. ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন আকাঙ্খা করে এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা যা তোমরা দাবি কর।	٣١. نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ
৩২. এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। (সুরা ফুচ্ছিলাত-৩০-৩২)	٣٢. نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ [فصلت: ٣٠ - ٣٢]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

قالوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق+و+ل জিনস أجوف واوي অর্থ- তারা বলল।

ربنا : نا শব্দটি ضمير مجرور متصل বাকী رب শব্দটি একবচন,বহুবচনে أرباب অর্থ আমাদের পালনকর্তা।

استقاموا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব استفعال মাসদার الاستقامة মাদ্দাহ ق+و+م জিনস أجوف واوي অর্থ- তারা অবিচল/ অটল থাকল।

تتنزل : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التنزل মাদ্দাহ ن+ز+ل জিনস صحيح অর্থ- সে অবতরণ করে।

الا تخافوا : এখানে أن শব্দটি حرف ناصب ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي منفي معروف বাব سمع মাসদার الخوف মাদ্দাহ خ+و+ف জিনস أجوف واوي অর্থ-তোমরা ভয় করো না।

أبشروا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإبشار মাদ্দাহ ب+ش+ر জিনস صحيح অর্থ- তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।

توعدون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت مجهول বাব ضرب মাসদার الوعد মাদ্দাহ و+ع+د জিনস مثال واوي অর্থ- তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হবে।

أولياؤكم : كم শব্দটি ضمير مجرور متصل বাকী أولياء শব্দটি বহুবচন, একবচনে ولي মাদ্দাহ و+ل+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ তোমাদের সাথী, বন্ধু।

دنيا : ছিগাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم تفضيل বাব نصر মাসদার الدنو মাদ্দাহ د+ن+و জিনস ناقص واوي অর্থ- দুনিয়া, পৃথিবী, অধিক নিকটবর্তী।

تشتهي : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاشتهاء মাদ্দাহ ش+ه+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে চায় বা কামনা করে।

ما تدعون : ما শব্দটি اسم موصول ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার ادعاء মাদ্দাহ د+ع+و জিনস ناقص واوي অর্থ- তোমাদের যা চাইবে বা কামনা করবে।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

বক্ষমান আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহকে প্রভু স্বীকার করে এবং তাতেই অবিচল থাকে তাদের জন্য ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। ফেরেশতারা তাদেরকে বলে, তোমরা ভয় করো না এবং চিন্তা করো না, তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। জান্নাতের মধ্যে তোমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। এ নেয়ামত মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুত্তাকিদের জন্য।

টীকা :

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ .... الخ :

হজরত ইবনে আব্বাসের মতে, ফেরেশতাগণের এই অবতরণ ও সম্বোধন হবে মৃত্যুর সময়। কাতাদাহ বলেন– হাশরে ও কবর থেকে বের হওয়ার সময় হবে। আর ওকি ইবনে জাররাহ বলেন, তিন সময় হবে। যথা-প্রথম মৃত্যুর সময়, অতঃপর কবরে, অতঃপর কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়। বাহরে মুহিতে আবু হাইয়্যান বলেন, আমি তো বলি যে, মুমিনদের কাছে ফেরেশতাগণের অবতরণ প্রত্যহ হয় এবং প্রতিক্রিয়া ও বরকত তাদের কাজ কর্মে পাওয়া যায়। (মাআরেফুল কুরআন)

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنْفُسُكُمْ ..... الخ:

ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা জান্নাতে মনে যা চাইবে তাই পাবে এবং যা দাবি করবে তাই সরবরাহ করা হবে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ করা হবে। তোমরা চাও বা না চাও। এমন অনেক নেয়ামতও পাবে, যার আকাঙ্ক্ষাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বস্তুও আসে, যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না। (মাজহারি)

এস্তেকামাত এর পরিচয় :

استقامة (এস্তেকামাত) শব্দটি باب استفعال এর মাসদার। মাদ্দাহ ق+و+م জিনস أجوف واوي অর্থ হল– الاعتدال (মধ্যপন্থা), الدين القيم (সঠিক দীন), سلوك على الصراط المستقيم (সোজা পথে চলা)

পরিভাষায় :

- হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর মতে, ইমান ও তাওহিদের উপর কায়েম থাকা। (মাআরেফুল কুরআন)
- হজরত ওমর (رضي الله عنه) বলেন, আল্লাহ তাআলার যাবতীয় বিধি তথা আদেশ ও নিষেধের উপর অবিচল থাকা এবং তা থেকে শৃগালের ন্যায় এদিক-ওদিক পলায়নের পথ বের না করার নামই استقامة (এস্তেকামাত)। (মাজহারি)
- হজরত ওসমান (رضي الله عنه) এর মতে, এস্তেকামাত হল খাঁটি নিয়তে আমল করা। (মাআরেফুল কুরআন)

এস্তেকামাতের গুরুত্ব :

এস্তেকামাতের গুরুত্ব অনেক। কোনো কাজই এস্তেকামাত ছাড়া অর্জন হয় না। নিম্নে এস্তেকামাতের গুরুত্ব তুলে ধরা হল–

১. এস্তেকামাতের মাধ্যমেই প্রকৃত ইবাদত অর্জিত হয়। আর আল্লাহ তাআলা জ্বিন ও ইনসানকে ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর এস্তেকামাতের মাধ্যমে মানুষ ইবাদতে সফলতা অর্জন করে।

২. রসুল (ﷺ), সাহাবা এবং সমস্ত আম্বিয়াদেরকে এস্তেকামাত অর্জন করার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দেন। যেমন আল্লাহর বাণী– {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ} [هود: ١١٢] অতএব তুমি এবং তোমার সাথে যারা তাওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলো। (সুরা হুদ-১১২) আল্লাহ তাআলা আরো বলেন- {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا } [يونس: ٨٩] অর্থাৎ, তোমাদের দোআ কবুল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা (মুসা ও হারুন) দুই জন অটল থাক। (সুরা ইউনুস-৮৯)

৩. সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাকাফি (رضي الله عنه) রসুল (ﷺ) এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসুল (ﷺ) আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলুন, যে ব্যাপারে আমি আর অন্য কাউকে প্রশ্ন করব না। উত্তরে আল্লাহর রসুল (ﷺ) বলেন–

قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ (مسلم:١٦٨)

তুমি বল যে, আমি আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান এনেছি এবং তাতে অটল থাক। (মুসলিম)

এস্তেকামাত হাসিলের মাধ্যমসমূহ :

এস্তেকামাত হাসিলের অনেক মাধ্যম রয়েছে। নিম্নে এস্তেকামাত হাসিলের কয়েকটি মাধ্যম পেশ করা হল–

১. এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিলেই এস্তেকামাত হাসিল করা যাবে। যেমন আল্লাহর বাণী–

{قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ} [المائدة: ١٥]

অর্থ : তোমাদের নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নুর ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে।

২. الإخلاص لله تعالى তথা- আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা অবলম্বন করা। যেমন আল্লাহর বাণী–

{وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ} [البينة: ٥]

অর্থাৎ, তাদেরকে এছাড়া অন্য কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।

৩. الاستغفار والتوبة তথা- ইস্তেগফার ও তাওবাহ করা। যেমন আল্লাহর বাণী–

{وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ } [النور: ٣١]

হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

৪. محاسبة النفس তথা- নিজের হিসাব নেওয়া।

৫. المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة তথা- জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা।

৬. طلب العلم তথা- ইলম অন্বেষণ করা।

৭. اختيار الصحبة الصالحة তথা- নেককারদের সোহবাত গ্রহণ করা।

৮. حفظ الجوارح عن المحرمات তথা- হারাম কর্ম থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সংক্ষরণ করা।

৯. معرفة خطوات الشيطان للحذر তথা- সতর্কতার জন্য শয়তানের পদাঙ্কের পরিচয় লাভ করা।

১০. الحرص على التمسك بالسنة তথা- সুন্নাত অনুসরণের আগ্রহ থাকা।

১১. مجاهدة النفس তথা- আত্মার সাথে জিহাদ করা। যেমন বলা হয়– أشد الجهاد جهاد الهوى সবচেয়ে কঠিন জিহাদ হল অন্তরের সাথে জিহাদ করা।

১২. الإكثار من ذكر الله عز وجل তথা- বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা।

১৩. الإكثار من ذكر الموت তথা- বেশি বেশি মৃত্যুর কথা অনুসরণ করা।

১৪. الخوف والحذر তথা- ভয় ও সতর্কতার সাথে থাকা। (নাদরাতুন নাইম)

এস্তেকামাতের প্রতিক্রিয়া :

এস্তেকামাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করে। নিম্নে এস্তেকামাতের আছর বা প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা হল–

১. طمأنينة القلب : অন্তরের প্রশান্তি লাভ করা যায়।

২. الحفظ : এস্তেকামাত অর্জনকারী গুনাহ, পদস্খলন ও আল্লাহ তাআলার আবাধ্য হওয়া থেকে বেঁচে থাকে।

৩. تنزل الملائكة عند الموت : এস্তেকামাত অর্জনকারীদের নিকট মৃত্যুর সময় ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। যেমন আল্লাহর বাণী–

{إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا ...الخ} [فصلت: ٣٠]

৪. حب الناس واحترامهم : মানুষের ভালবাসা এবং তাদের সম্মান পাওয়া যায়।

৫. السعادة في الدنيا : দুনিয়ায় ভাগ্যবান হওয়া যায়।

৬. البشرى في القبر : কবরে ফেরেশতাদের সুসংবাদ পাওয়া যায়।

৭. البشرى عند القيام للبعث والنشر : পুনরুত্থান দিবসে উঠার সময় ফেরেশতারা তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করবে।

৮. دخول الجنة دار الكرامة : এস্তেকামাত হাসিলকারী সম্মানিত স্থান তথা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এস্তেকামাতের স্তরসমূহ :

এস্তেকামাতের স্তর তিনটি। যথা–

১. التقويم বা সোজা করা : التقويم من حيث تأديب النفس অর্থাৎ, তাকবিম হল নফসকে আদব শিক্ষা দেওয়া।

২. الإقامة বা প্রতিষ্ঠা করা : الإقامة من حيث تهذيب القلوب অর্থাৎ, একামত হল কলবকে সংশোধন করা।

৩. الاستقامة বা দৃঢ়তা : الاستقامة من حيث تقريب الأسرار অর্থাৎ, এস্তেকামাত হলো গোপন ভেদের কাছে যাওয়া। (রিসালা কুশাইরিয়া)

এস্তেকামাতের উপকারিতা :

এস্তেকামাতের উপকারিতা অনেক। যে ব্যক্তি এস্তেকামাত হাসিল করে সে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য প্রাপ্ত হয়। এস্তেকামাত দ্বারা সার্বক্ষণিক কারামত হাসিল হয়। যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে–

{وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا} [الجن: ١٦]

আর (এ প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে) যদি তারা সত্য পথে অবিচল থাকে, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করব। (সুরা জিন-১৬)

এজন্য বলা হয়, الاستقامة فوق الكرامة অর্থাৎ, কারামাতের চেয়ে استقامة এর মর্যাদা বেশী।

- শায়খ আবু আলি জুজিযানি (র.) বলেন–

كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة و ربك عز وجل يطالبك بالاستقامة

তুমি এস্তেকামাতের অধিকারী হও। কারামত তালাশকারী হয়ো না। কেননা, তোমার নফস সর্বদা কারামত চায়, আর তোমার প্রভু তোমার থেকে এস্তেকামাত চায়।

- ইবনে রজব হাম্বলি (র.) বলেন– أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد এস্তেকামাতের মূল হলো তাওহিদের উপর অন্তরকে অটল রাখা।

সুতরাং, যখন قلب এস্তকামাতের অধিকারী হবে, তখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক হবে। কেননা, কলব হলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রাজা। এজন্যই রসুল (ﷺ) হজরত মুয়াজ বিন জাবালকে নসিহতকালে বলেছিলেন– استقم ولتحسن خلقك (الحاكم) তুমি এস্তেকামাত অবলম্বন কর এবং চরিত্রকে সুন্দর কর।

অন্য হাদিসে রসুল (ﷺ) বলেন-

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ . أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (البخاري:٥٢)

নিশ্চয় শরীরের মধ্যে এক টুকরা গোশত আছে যা ভালো হলে পুরো শরীর ভালো হয়ে যায়। আর তা নষ্ট হলে পুরো শরীর নষ্ট হয়ে যায়। তার নাম হলো কলব। (বুখারি-৫২)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. এস্তেকমাত গুরুত্বপূর্ণ নেককাজ।

২. তাওহিদের উপর অটল থাকাই استقامة

৩. استقامة এর পুরস্কার جنة

৪. استقامة এর অধিকারীগণ আল্লাহ তাআলার বন্ধু।

৫. জান্নাতে যা চাওয়া হবে তা পাওয়া যাবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. وأبشروا এর মাসদার কী?

ক. البشر
খ. البشرى
গ. البشار
ঘ. الإبشار

২. استقامة এর পুরস্কার কী?

ক. জান্নাত
খ. জাহান্নাম
গ. আরাফ
ঘ. আল্লাহর দিদার

৩. لا تحزنوا এর باب কী?

ক. سمع
খ. نصر
গ. فتح
ঘ. ضرب

৪. اِسْتِقَامَةٌ অর্থ কী?

ক. উত্তম পন্থা
খ. গ্রহণযোগ্য পন্থা
গ. সোজা পথে চলা
ঘ. বাঁকা পথে চলা

৫. دنيا শব্দের সীগাহ কোনটি?

ক. واحد مذكر
খ. واحد مؤنث
গ. جمع مذكر
ঘ. جمع مؤنث

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. استقامة বলতে কী বুঝায়? এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২. পাঠ্য বইয়ের আলোকে এস্তেকামাত হাসিলের মাধ্যমসমূহ লেখ।

৩. এস্তেকামাতের প্রভাব বর্ণনা কর।

৪. এস্তেকামাতের স্তরসমূহ লেখ।

৫. এস্তেকামাতের উপকারিতা পাঠ্য বইয়ের আলোকে বর্ণনা কর।

৬. وَلكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

৭. وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ : ترکیب কর

৮. তাহকিক কর: اَلْجَنَّةُ ، تَدَّعُوْنَ ، أَبْشِرُوْا، تَشْتَهِي ، أَنْفُسٌ

(খ) আখলাকে যামিমা বা অসৎচরিত্র

১ম পাঠ : দুর্নীতি

ইসলাম সর্বদা ধর্ম, নৈতিকতা বা ন্যায়নীতিকে পছন্দ করে এবং দুর্নীতিকে ঘৃণা করে। মূলত আইনের বিপরীত কাজ করাকে দুর্নীতি বলে। দুর্নীতি সম্পর্কে কুরআনি ফরমান হলো –

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
১৬১. অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করবে, এটা নবির পক্ষে অসম্ভব এবং কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, কেয়ামতের দিন সে তা নিয়ে আসবে। অতঃপর প্রত্যেককে, যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে। তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।	١٦١. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ
১৬২. আল্লাহ যাতে রাজি, যে তারই অনুসরণ করে, সে কি এর মত যে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহান্নামই যার আবাস? আর এটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!	١٦٢. اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ
১৬৩. আল্লাহর নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের, আর তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।	١٦٣. هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ
(সুরা আলে ইমরান : ১৬১-১৬৩)	[آل عمران: ١٦١ – ١٦٣]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

يغل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الغلول মাদ্দাহ غ+ل+ل জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- সে আত্মসাৎ করবে।

يأتي : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الإتيان মাদ্দাহ أ+ت+ي জিনস مركب অর্থ- সে আত্মসাৎ করবে।

يوم : ইহা একবচন। বহুবচনে أيام অর্থ-দিন।

توفى : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع مثبت مجهول বাব تفعيل মাসদার التوفية মাদ্দাহ و+ف+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- পরিপূর্ণ করে দেওয়া হবে।

كسبت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الكسب মাদ্দাহ ك+س+ب জিনস صحيح অর্থ- সে অর্জন করল।

لا يظلمون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي مجهول বাব ضرب মাসদার الظلم মাদ্দাহ ظ+ل+م জিনস صحيح অর্থ- তাদেরকে জুলুম করা হবে না।

اتبع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاتباع মাদ্দাহ ت+ب+ع জিনস صحيح অর্থ- সে অনুসরণ করল।

رضوان : এটি باب سمع থেকে مصدر মাদ্দাহ ر+ض+و জিনস ناقص واوي অর্থ সন্তুষ্টি।

باء : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার البوء মাদ্দাহ ب+و+ء জিনস مركب অর্থ- সে ফিরে আসল।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

মানব জাতির মধ্যে নবি-রসুলগণ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। অপরদিকে দুর্নীতি বা কিছু খেয়ানত করা হলো নিকৃষ্টতর কাজ, যা কোনো নবি-রসুল কখনোই করেননি। কেউ কিছু খেয়ানত করলে তা নিয়েই কিয়ামতে সে হাজির হবে। যারা আল্লাহর আনুগত্য করে, আর যারা করে না তারা সমান নয়। আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষের আমল দেখে থাকেন। আলোচ্য আয়াতগুলোতে এই সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

শানে নুজুল :

وما كان لنبي أن يغل এ আয়াতটি নাজিল হওয়ার পেছনে একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। ঘটনাটি হচ্ছে- বদরের যুদ্ধের পর গনিমতের মাল হতে একটি লাল পশমি চাদর হারিয়ে গেল। তখন কিছু লোক বলতে লাগল যে, সম্ভবত তা রসুল (ﷺ) নিয়েছেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের কথাকে রদ করে আয়াত নাজিল করলেন وما كان لنبي أن يغل ... الخ (ইবনু কাসির)

টীকা :

وما كان لنبي أن يغل অর্থাৎ, কোনো কিছু গোপন করা নবির কাজ নয়। কারণ غلول বা আত্মসাৎ করা একটি নিকৃষ্ট ও হারাম কাজ। যেহেতু নবিরা গুনাহ থেকে মাসুম তাই এ ধরনের কাজ কখনোই তাদের থেকে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়।

غلول বা দুর্নীতি এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : غلول শব্দটি বাব نصر এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- আত্মসাৎ করা, চুরি করা। ইংরেজিতে এর প্রতিশব্দ হচ্ছে- Corruption

পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় غلول বা দুর্নীতি বলা হয়- গনিমতের মাল বা কোনো সমষ্টিগত সম্পদ হতে অন্যায়ভাবে কোনো কিছু আত্মসাৎ করা। তবে ব্যাপক অর্থে, দুর্নীতি হচ্ছে নীতি বহির্ভূত বা আইনের পরিপন্থী কোনো কাজ করা।

আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু দুর্নীতি :

(১) অযোগ্য লোককে নিয়োগ দেওয়া : অর্থাৎ, কোনো কাজের জন্য যে লোক সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত তাকে বাদ দিয়ে অন্যায়ভাবে অন্য লোককে নিয়োগ দেওয়া বা নিজের পরিচিত কাউকে নিয়োগ দেওয়া। এর পরিণাম সম্পর্কে হাদিস শরিফে এসেছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِيْ تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ اَرْضٰى لِلّٰهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللهَ وَخَانَ رَسُوْلَهُ وَخَانَ جَمِيْعَ الْمُؤْمِنِيْنَ (الحاكم:٧٠٢٣)

অর্থাৎ, কোনো গোত্রের মধ্যে আল্লাহর কাছে অধিক উত্তম লোক থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার আত্মীয়কে নিযুক্ত করে, সে আল্লাহ, তাঁর রসুল ও সকল মুমিনের আমানতকে খেয়ানত করল।

(২) ঘুষ গ্রহণ করা। অর্থাৎ, কোনো কাজের জন্য অবৈধভাবে টাকা গ্রহণ করা। ঘুষ নেওয়া এবং দেওয়া উভয়ই মারাত্মক অপরাধ। এর পরিণাম বর্ণনা করে হাদিসে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.

অর্থাৎ, রসুল (ﷺ) ঘুষখোর ও ঘুষদাতার প্রতি লানত করেছেন। (আবু দাউদ-৩৫৮২)

অপর হাদিসে এসেছে– قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِي النَّارِ

রসুল (ﷺ) বলেন, ঘুষখোর ও ঘুষদাতা উভয়ই জাহান্নামি। (তবারানি-৫৮)

অপর হাদিসে এসেছে–

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ. يَعْنِي الَّذِيْ يَمْشِي بَيْنَهُمَا (رواه أحمد:٢٣٠٦٢، و البزار والطبراني)

রসুল (ﷺ) ঘুষ গ্রহণকারী, প্রদানকারী এবং তাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর প্রতি লানত করেছেন। (আহমদ-২৩০৬২)

(৩) সত্যের বিপরীত ফয়সালা দেওয়া। অর্থাৎ, কাজি বা বিচারককর্তৃক ঘুষ গ্রহণ করে অন্যায়ভাবে সত্যের বিপরীত বিচারের হুকুম বা ফয়সালা দেওয়া। এর পরিণাম বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন-

{وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ} [المائدة: ٤٧]

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই পাপাচারী। (সুরা আল মায়েদাহ, আয়াত-৪৭) রসুল (ﷺ) হাদিস শরিফে বলেন,

وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ (رواه أبو داود:٣٥٧٥)

অর্থাৎ, যে বিচারক সত্য সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও অন্যায় বিচার করে, সে জাহান্নামি।

(৪) সরকারি মাল আত্মসাৎ করা। অর্থাৎ, অন্যায়ভাবে সরকারি মাল আত্মসাৎ করা। সর্বোপরি জনগণের সম্পদ, মসজিদ বা মাদ্রাসার ওয়াকফকৃত সম্পদ বা কোন প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ইত্যাদি আত্মসাৎ করাও দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। আর খেয়ানত তথা আত্মসাৎ এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন-

{ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ} [الأنفال: ٢٧]

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রসুল এর সাথে এবং নিজেদের পারস্পরিক আমানতের খেয়ানত করো না। (সুরা আনফাল, আয়াত-২৭)

দুর্নীতির কুফল :

দুর্নীতি এমন একটি সামাজিক ও জাতীয় ব্যাধি, যা কোনো সমাজকে বা জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। দুর্নীতির কারণে–

ক. আল্লাহর রহমত ও বরকত হ্রাস পায়।

খ. সুশাসন ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

গ. উন্নয়ন কাজ স্থায়িত্ব লাভ করে না।

ঘ. দেশ গরিব হয়,

ঙ. অর্থনীতি হুমকির মুখে পড়ে,

চ. দেশে আইনি বিশৃংখলা দেখা দেয়,

ছ. জোর যার মুল্লুক তার অবস্থা হয়,

জ. সবাই সম্পদের লোভে পড়ে যে যেভাবে পারে আত্মসাৎ শুরু করে দেয়।

ঝ. মেধাবী ও যোগ্য মানুষের মেধা বিকাশ ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখার সুযোগ হারায়।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. নবিরা কখনো আত্মসাৎ করেন না।

২. আত্মসাৎকৃত বস্তু কিয়ামতে স্বাক্ষীর জন্য উপস্থিত করা হবে।

৩. কিয়ামতে সকলে ন্যায় বিচার পাবে।

৪. আল্লাহর অসন্তুষ্টি জাহান্নামি হওয়ার কারণ।

৫. আল্লাহর নিকট নীতিবান ও অন্যায়কারী কখনো সমান মর্যাদার নয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. غلول কোন বাবের মাসদার?

ক. نصر — খ. ضرب

গ. سمع — ঘ. فتح

২. সুদ দেওয়া ও নেওয়ার হুকুম কী?

ক. হারাম — খ. মাকরুহ

গ. মুবাহ — ঘ. অনুত্তম

৩. مصير শব্দের মূল অক্ষর কী?

ক. م - ص - ر খ. ص - ي - ر

গ. ص - و - ر ঘ. م - ي - ر

৪. ومأواه جهنم এর মধ্যে مأواه এর محل الإعراب কী?

ক. مرفوع খ. منصوب

গ. مجرور ঘ. مجزوم

৫. هم درجات এর মধ্যে درجات শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে?

ক. حال খ. تمييز

গ. مستثنى ঘ. خبر

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. غلول বা দুর্নীতির পরিচয় দাও।

২. সমাজে প্রচলিত ৪টি দুর্নীতির ক্ষেত্র উল্লেখ করে তা ব্যাখ্যা কর।

৩. পাঠ্যবইয়ের আলোকে দুর্নীতির কুফল বর্ণনা কর।

৪. تركيب কর : وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ

৫. তাহকিক কর : كَسَبَتْ ، رِضْوَانٌ ، بَاءَ ، يَوْمٌ ، يَغُلَّ

২য় পাঠ

ঝগড়া বিবাদ

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ঝগড়া বিবাদ সমাজে অশান্তি আনে, তাই ইসলাম ঝগড়া বিবাদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয়, বরং ইসলাম হকদার ব্যক্তিকেও ঝগড়া পরিত্যাগ করতে উৎসাহিত করেছে। এ সম্পর্কে আল কুরআনের বাণী-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
৪. কেবল কাফিররাই আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে; সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন আপনাকে বিভ্রান্ত না করে।	٤. مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ
৫. তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও অস্বীকার করেছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসুলকে আবদ্ধ করার অভিসন্ধি করেছিল এবং তারা আসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, এর দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য। ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম এবং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি!	٥. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجَادَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ
৬. এভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে সত্য হলো তোমার প্রতিপালকের বাণী–এরা জাহান্নামী। (সুরা গাফির : ৪-৬)	٦. وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ. [غافر: ٤ - ٧]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

يجادل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المجادلة মাদ্দাহ ج+د+ل জিনস صحيح অর্থ সে ঝগড়া-বিবাদ করে।

كفروا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الكفر মাদ্দাহ ك+ف+ر জিনস صحيح অর্থ তারা কুফরি করল।

لا يغررك : ك শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نهي غائب معروف বাব نصر মাসদার الغرور মাদ্দাহ غ+ر+ر জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ সে যেন তোমাকে প্রতারিত না করে।

تقلبهم : هم শব্দটি ضمير مجرور متصل বাকি تقلب শব্দটি باب تفعل থেকে মাসদার, মাদ্দাহ ق+ل+ب জিনস صحيح অর্থ- তাদের চলাফেরা।

همت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الهم মাদ্দাহ ه+م+م জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ সে ইচ্ছা করল।

ليأخذوه : ه শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الأخذ মাদ্দাহ أ+خ+ذ জিনস مهموز فاء অর্থ তারা যেন তাকে ধরে। এখানে প্রথমের ل টি লামে কায়।

جادلوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المجادلة মাদ্দাহ ج+د+ل জিনস صحيح অর্থ তারা ঝগড়া করল।

ليدحضوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإدحاض মাদ্দাহ د+ح+ض জিনস صحيح অর্থ-তারা যেন বাতিল করতে পারে। এখানে প্রথমের ل টি لام كي ।

فأخذتهم : ف শব্দটি جواب أمر আর هم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الأخذ মাদ্দাহ أ+خ+ذ জিনস مهموز فاء অর্থ অতঃপর আমি তদেরকে পাকড়াও করলাম।

عقابِ : মূলে ছিল عقابِي শেষের ياء متكلم টিকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। শব্দটি باب مفاعلة থেকে মাসদার। অর্থ আমার শাস্তি, আযাব।

حقت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الحق মাদ্দাহ ح+ق+ق জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ সে সঠিক হলো।

أصحاب : শব্দটি বহুবচন। একবচনে صاحب মাদ্দাহ ص+ح+ب অর্থ সাথী, মালিক।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন সময় আল্লাহ পাক কুরআনের চিরন্তন বাণীগুলো প্রিয়নবির উপর নাজিল করতেন। তখন কাফেররা ঐ সকল আয়াত নিয়ে বিতর্ক করত, যেমন পূর্বেকার নুহ (ﷺ) এর সম্প্রদায়। আল্লাহ পাক সে সকল মিথ্যা বিতর্ককারীদের সাবধান করে বলে দিয়েছেন নিশ্চয় ঐ সকল মিথ্যা বিতর্ককারীদের স্থান হলো জাহান্নাম।

শানে নুজুল :

পবিত্র মক্কা মুকাররামায় হারেস বিন কায়স আসসুলামি নামে একজন লোক ছিল। যে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নাজিলকৃত আয়াত নিয়ে বাগবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছিল। তাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই আয়াত নাজিল করেন।

টীকা :

ما يجادل في آيات الله ... الخ :

কাফেররাই কেবল আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে। এখানে আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরআনের আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করাকে কুফরের সাথে তুলনা করেছেন। নবি করিম (ﷺ) বলেন, إن جدالا في القرآن كفر অর্থ্যাৎ, কুরআন সম্পর্কে কোনো বিতর্ক করা কুফর। (মাজহারি-২৪২/৮)

فلا يغررك تقلبهم في البلاد :

নগরীসমূহে তাদের বিচরণ আপনাকে যেন বিভ্রান্তিতে না ফেলে দেয়। এখানে আল্লাহ পাক নগরীবাসী বলে আরবের কোরাইশদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন। কারণ কাবা শরিফের সেবক হওয়ার কারণে বহির্বিশ্বে তাদের অনেক বেশি সম্মান ছিল। তাই তারা গর্ব করে বলত যদি আল্লাহ আমাদের পছন্দ না-ই করবেন তাহলে আমাদের এত মর্যাদা কেন? ফলে অনেক মুসলমানের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্য আল্লাহ নবিকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

জিদাল বা ঝগড়ার পরিচয় :

ঝগড়ার আরবি শব্দ হলো (جدال) জিদাল। আর جدال শব্দটি ج+د+ل মাদ্দাহ থেকে বাব مفاعلة এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ হলো : কলহ করা, শিথিল বা সামান্য বিষয়ে বিবাদ করা।

পরিভাষায় : ঝগড়া বলতে বুঝায়-

(১) কোন অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে পরস্পর বাগবিতণ্ডা করা।

(২) হজরত মুনাবি (র) বলেন, মত ও পথকে প্রতিষ্ঠিত করতে যে বিতর্ক হয় তাকে জিদাল (ঝগড়া) বলে।

(৩) কথা শুদ্ধ হোক বা অশুদ্ধ হোক ইলমি বিষয় নিয়ে বিবাদ করার নাম জিদাল বা মুজাদালাহ। (আল-কুল্লিয়াত)

(৪) ড. আহমদ বিন আব্দুর রহমান আর রশিদ বলেন : অনৈতিকতাকে দূরীভূত করতে কথার মাধ্যমে যে বিবাদ করা হয় তাকে জিদাল বলে।

ঝগড়ার প্রকার : ঝগড়া বা জিদাল দুই প্রকার। যথা :

১. الجدال المحمود (প্রশংসনীয় ঝগড়া) ২. الجدال المذموم (নিন্দনীয় ঝগড়া)

১. الجدال المحمود **(প্রশংসনীয় ঝগড়া) :**

- সত্য প্রকাশার্থে যে ঝগড়া করা হয় তাকে প্রশংসনীয় ঝগড়া বলে। (নাদরাতুন্নাইম)
- ড. আহমদ বিন আব্দুর রহমান আর রশিদ বলেন, বাতিলকে প্রতিহত করে সত্যকে প্রকাশ করার নাম الجدال المحمود বা প্রশংসনীয় ঝগড়া, যা শরিয়তের দলিল প্রমাণের মাধ্যমে হয়ে থাকে। পূর্বের ও বর্তমান আলেমগণ এরূপ জিদাল করে থাকেন।

২. الجدال المذموم **(নিন্দনীয় ঝগড়া) :**

- জাহাবি (র) বলেন, সত্যকে প্রতিহত করতে অথবা ইলম ছাড়া যে ঝগড়া করা হয় তাকে নিন্দনীয় ঝগড়া বলে। (কিতাবুল কাবায়ের)

বিঃ দ্রঃ الجدال المحمود কে المجادلة المأمور بها এবং الجدال المذموم কে المجادلة المنهي عنها বলা হয়।

ঝগড়া হুকুম : দুই প্রকার ঝগড়ার হুকুম নিম্নে দেওয়া হলো-

প্রশংসনীয় ঝগড়ার হুকুম : এ ধরনের জিদাল বা ঝগড়া করা মুস্তাহাব। তবে ক্ষেত্র বিশেষ এটা ওয়াজিব বা ফরজও হতে পারে।

নিন্দনীয় ঝগড়ার হুকুম : নিন্দনীয় ঝগড়া তথা مراء হলো হারাম বা নিষিদ্ধ।

প্রশংসনীয় ঝগড়ার সুফল :

ইসলাম মানুষকে উত্তম গুণাবলি শিক্ষা দেয়। শিক্ষা দেয় বিনয় ও নম্রতা। তাইতো ইসলামি শিক্ষা হলো- কাউকে উপহাস না করা এবং কারো সাথে অহেতুক বিবাদ না করা। তবে আল্লাহ উত্তম বিতর্ক করতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন : {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ} [النحل: ١٢٥] তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। (নাহল : ১২৫)

আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শুধু মুসলমানদের সাথেই উত্তমভাবে ঝগড়া করতে বলেননি, বরং কাফেরদের সাথেও সেরূপ হুকুম দিয়েছেন। আর এ প্রকার জিদালের মাধ্যমে যে সকল ফলাফল আসে তা হলো-

১. প্রতিপক্ষের সন্দেহ দূরীভূত হয়। ২. হঠকারিতার পথ পরিহার করে।
৩. সত্য সন্ধানে আগ্রহী হয়। ৪. সমাজের ফেতনা থেকে বাঁচা যায়।

নিন্দনীয় ঝগড়ার কুফল : সমাজে ফেতনার একটি বড় কারণ হলো ঝগড়া। ঝগড়া পরস্পরের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে। এমনকি এটা ইবাদতের প্রতিবন্ধক। তাই হজরত জাফর বিন মুহাম্মদ বলেন- إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال তোমরা ঝগড়া থেকে দূরে থাক। কেননা তা আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন : {مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا} [غافر: ٤] আল্লাহর আয়াত নিয়ে কেবল কাফেররাই ঝগড়া করে।

নবি করিম (ﷺ) এরশাদ করেন- مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوْا عَلَيْهِ اِلَّا اُوْتُوْا الْجَدَلَ (رواه الترمذي:٣٥٦٢) হিদায়াতের উপর থাকার পর কোনো জাতি গোমরাহ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ঝগড়া করে। (তিরমিজি-৩৫৬২)

এ ধরনের ঝগড়া থেকে আরো যে সকল সমস্যা তৈরি হয় তা হলো :

১. ফেতনার সৃষ্টি হয়। ২. আমল নষ্ট হয়।
৩. অহংকার বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি।

ঝগড়া আমল বিনষ্ট করে দেয় :

ঝগড়া শুধু সামাজিকভাবে ফেতনার তৈরি করে তা নয়, বরং এই ঝগড়ার মাধ্যমে অনেক সময় নিজের আমলও নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ পাক বলেন : ولا جدال في الحج "হজ্জের সময় কোনো প্রকার ঝগড়া করা নিষিদ্ধ" এখানে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ঝগড়ার কারণে হজ্জ অসম্পূর্ণ হতে পারে। সে কারণেই আল্লাহ পাক মুমিনগণকে ঝগড়া থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে বিতর্ক বা ঝগড়া করা হারাম :

আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ব্যাপারে কোনো প্রকারের বিবাদ, তর্ক বা ঝগড়া করা না জায়েজ। সকল কিছু আল্লাহকে ভয় করে। এমনকি জড় পদার্থ এবং ফেরেশতাকুলও। কারণ তিনি মহা শক্তিধর ও মহাক্ষমতাশীল। তার স্বত্তা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানে কিছু বুঝে আসবে না।

যেমন এরশাদ হচ্ছে- يجادلون في الله وهو شديد المحال আল্লাহ হলেন মহা শক্তিশালী, অথচ তারা আল্লাহ সম্পর্কে ঝগড়া (বিতর্ক) করে। (সুরা রাদ-১৩)

আল্লাহ তাআলা আরোও বলেন :

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ} [الحج: ٣]

কতক মানুষ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানকে অনুসরণ করে।

ঝগড়া মানুষের স্বভাবগত অভ্যাস :

মানুষ সবকিছু থেকে অধিক তর্ক প্রিয় জাতি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন :

{وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: ٥٤]

সমগ্র সৃষ্টির মাঝে মানুষ হলো অধিক তর্ক প্রিয়। (কাহাফ-৫৪)

এ আয়াতের সমর্থনে হজরত আনাস (رضي الله عنه) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেখানে বলা আছে- কিয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য থেকে আল্লাহ এক কাফেরকে তার আমলনামা দেখাবেন। কিন্তু সে তা অবিশ্বাস করে আল্লাহর সাথে বিতর্ক করে বলবে আমার ব্যাপারে কেবল আমিই সাক্ষী দিব। তখন আল্লাহ তার জবান বন্ধ করে তার হাত পা থেকে সাক্ষী নিবেন। (মাআরেফুল কুরআন)

ঝগড়া থেকে বেঁচে থাকার ফজিলত :

ঝগড়া থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মানুষ যেমন পার্থিব জীবনে বহু ফেতনা এবং সমস্যা থেকে বেঁচে থাকতে পারে, ঠিক কিয়ামতের ময়দানেও সে পাবে অনেক মর্যাদা।

হজরত আবু উমামা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত নবি করিম (صلى الله عليه وسلم) বলেন :

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا (رواه أبو داود:٤٨٠٢)

হকদার হওয়ার পরও যে ঝগড়া ত্যাগ করল, আমি তার জন্যে জান্নাতে একটি বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার দায়িত্ব নিলাম। (আবুদাউদ)

আয়াতের শিক্ষা :

১. আল্লাহর আয়াত নিয়ে কেবল কাফেররাই বিতর্ক করে।
২. কাফেরদের কখনই অনুসরণ করা যাবে না।
৩. পূর্বে কওমের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিৎ।
৪. কখনই মিথ্যা বিতর্ক করা যাবে না।
৫. কাফেররা হলো জাহান্নামি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. همت কোন সিগাহ?

ক. واحد مذكر غائب
খ. واحد مؤنث غائب
গ. واحد مذكر حاضر
ঘ. واحد مؤنث حاضر

২. قوم এর جمع কী?

ক. أقوام
খ. قيام
গ. أقوامون
ঘ. أقيام

৩. اَنَّهُمْ اَصْحَابُ النَّارِ আয়াতাংশে هم শব্দটি تركيب কী হয়েছে?

ক. اسم إن
খ. مفعول
গ. خبر إن
ঘ. تمييز

৪. تقلبهم في البلاد আয়াতাংশে هم এর দ্বারা উদ্দেশ্য কারা?

ক. মুসলিম
খ. কাফির
গ. কুরাইশ
ঘ. মুমিন

৫. تقلبهم এর মধ্যে هم টি কোন প্রকার ضمير ?

ক. مرفوع متصل
খ. مرفوع منفصل
গ. مجرور متصل
ঘ. منصوب منفصل

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. مَا يُجَادِلُ فِي أٰيَاتِ اللهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ... الخ আয়াতটির শানে নুযূল লেখ।

২. جِدَال বা ঝগড়া কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? লেখ

৩. فَلَايَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

৪. جِدَال বা ঝগড়ার পরিচয় উল্লেখ পূর্বক এর হুকুম বর্ণনা কর।

৫. নিন্দনীয় ঝগড়ার কুফল বর্ণনা কর।

৬. إِنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ : কর تركيب

৭. তাহকিক কর : حَقَّتْ ، عِقَابٌ ، هَمَّتْ، أَصْحَابٌ ، يُجَادِلُ

৩য় পাঠ
শিরক

তাওহিদ ইসলামের প্রথম ফরজ কাজ। আর তাওহিদের বিপরীত হলো শিরক। শিরক হলো মহা জুলুম। যদি কেউ মুশরিক অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ করবেন না। তাই শিরকের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না; এটা ব্যতীত সবকিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং কেউ আল্লাহর শরিক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। (সুরা নিসা : ১১৬)	١١٦- اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا [النساء: ١١٦]
যারা বলে, 'আল্লাহই মারইয়াম তনয় মসিহ', তারা তো কুফরি করেছে। অথচ মসিহ বলেছিল, 'হে বনি ইসরাইল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর।' কেউ আল্লাহর শরিক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সুরা মায়েদা : ৭২)	٧٢- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ. [المائدة: ٧٢]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

لايغفر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব ضرب মাসদার المغفرة মাদ্দাহ غ+ ف+ر জিনস صحيح অর্থ-তিনি ক্ষমা করেন না।

أن يشرك : শব্দটি حرف ناصب ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإشراك মাদ্দাহ ش+ ر+ك জিনস صحيح অর্থ- শিরক করা।

يشاء : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার المشيئة মাদ্দাহ ش+ ي+ء জিনস مركب অর্থ-তিনি ইচ্ছা করেন।

قد ضل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي قريب مثبت معروف বাব ضرب মাসদার

الضلالة মাদ্দাহ ض+ل+ل জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- সে বিপদগামী হয়েছে।

المسيح بن مريم : মরিয়মে পুত্র মসিহ। মসিহ ইসা (عليه السلام) এর উপাধি। তিনি আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রসুল। তার উপর ইনজিল কিতাব নাজিল হয়েছিল।

قال : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق+و+ل জিনস أجوف واوي অর্থ- সে বলল।

اعبدوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার العبادة মাদ্দাহ ع+ب+د জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ইবাদত কর।

ربي : আমার প্রভু। رب শব্দটি একবচন, বহুবচনে أرباب

حرم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التحريم মাদ্দাহ ح+ر+م জিনস صحيح অর্থ- তিনি হারাম করলেন।

ومأواه : و টি حرف عطف আর ه টি ضمير مجرور متصل ছিগাহ واحد বাহাছ اسم ظرف বাব ضرب মাসদার الأوى মাদ্দাহ أ+و+ي জিনস مركب অর্থ-তার আশ্রয়স্থল।

للظالمين : ل শব্দটি حرف جار ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব ضرب মাসদার الظلم মাদ্দাহ ظ+ل+م জিনস صحيح অর্থ- জালেমদের জন্য।

أنصار : শব্দটি বহুবচন, একবচনে ناصر মাসদার النصر মাদ্দাহ ن + ص + ر জিনস صحيح অর্থ সাহায্যকারীগণ।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ তাআলা শিরক এর গুনাহ ক্ষমা করবেন না। যে শিরক করে সে সত্য পথ হতে অনেক দূরে সরে যায় তথা ভ্রান্তিতে পতিত হয়। আয়াতে শিরক এর পরিণতিও উল্লেখ করা হয়েছে। যারা আল্লাহর সাথে শিরক করবে তাদের জন্য জান্নাত হারাম করা হয়েছে। তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম।

শানে নুজুল :

إن الله لا يغفر أن يشرك به ـــ الخ : হজরত ছা'লাবি রহ. ইবনে আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, একদা এক বৃদ্ধ রসুল (ﷺ) এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রসুল (ﷺ)! আমি গুনাহে লিপ্ত একজন বৃদ্ধ। তবে যখন থেকে আমি তাকে চিনেছি এবং তাঁর প্রতি ইমান এনেছি, তখন থেকে আমি তাঁর সাথে কাউকে শরিক করি নাই এবং তাকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করি নাই। আর আমি বাহাদুরি দেখিয়ে গুনাহে লিপ্ত হইনি। আর আমি মূহূর্তের জন্যও ভাবি নাই যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে পলায়ন করে বাঁচতে পারব। আমি এখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত। সুতরাং আপনি আল্লাহর নিকট আমার অবস্থা কেমন দেখেন। তখন আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন।

টীকা : إن الله لا يغفر أن يشرك به ـــ الخ : নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না।

شرك এর পরিচয় :

شرك শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শরিক করা, অংশীদার স্থাপন করা।

পারিভাষিক অর্থ : আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্ত্বাকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা, তাঁর ইবাদত বা সত্ত্বায় অংশীদার স্থাপন করাকে شرك বলে।

شرك এর প্রকারভেদ : شرك প্রথমত ২ প্রকার। যথা-

১. শিরকে আজিম বা শিরকে জলি। যেমন : ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করা।
২. শিরকে ছগির বা শিরকে খফি। যেমন : রিয়া।

১ম প্রকার বা শিরকে আজিম আবার ৪ প্রকার। যথা-

১. الشرك في الألوهية তথা প্রভুত্বে শিরক করা। অর্থাৎ, একাধিক সত্ত্বাকে প্রভু মনে করা। যেমন- খ্রীস্টানরা তিন খোদায় বিশ্বাসী।

২. الشرك في وجوب الوجود তথা অস্তিত্বে শিরক। অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মৌলিক অস্তিত্বের অধিকারী মনে করা। যেমন মাজুসিরা ইয়াজদান ও আহরিমান দু'জনকে অনাদি অস্তিত্ত্বের অধিকারী মনে করে। তারা এদের একজনকে ভালোর স্রষ্টা এবং অপরজনকে মন্দের স্রষ্টা হিসেবে মনে করে।

৩. الشرك في التدبير : পরিচালনায় শিরক। অর্থাৎ, বিশ্বজাহান পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শিরক করা। যেমন- নক্ষত্র পূজারীরা নক্ষত্রকে বৃষ্টি, ভাগ্য ইত্যাদির পরিচালক মনে করে। অনুরূপ হিন্দুরা লক্ষীকে ধন-সম্পদ এবং স্বরস্বতীকে বিদ্যাদাতা মনে করে।

৪. الشرك في العبادة তথা ইবাদতে শিরক। অর্থাৎ, একক স্রষ্টায় বিশ্বাসী হয়েও তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদারস্থাপন করা। যেমন– মূর্তি পূজারীরা আল্লাহকে ইবাদতের মূল যোগ্য মনে করলেও মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন মূর্তির পূজা করে থাকে। (قواعد الفقه)

এ প্রকার শিরক সম্পর্কে বলা হয়েছে- (سورة لقمان) إن الشرك لظلم عظيم নিশ্চয় শিরক করা মহা জুলুম। শিরক করা হারাম। ইহা সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ। পরকালে শিরকের গুনাহ মাফ করা হয় না। যেমন–

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨]

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না। তবে ইহা ব্যতীত অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে থাকেন। (সুরা নিসা)

একমাত্র নতুন করে ইমান আনলেই এ গুনাহ থেকে মাফ পাওয়ার আশা করা যায়।

হাদিস শরিফে আছে–

مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارِ (رواه مسلم)

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোনো কিছু শরিক সাব্যস্ত করে তার সাক্ষাতে যাবে, সে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম)

দ্বিতীয় প্রকার শিরক বা শিরকে খফি হলো রিয়া বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা।

হাদিস শরিফে আছে, মহানবি (ﷺ) বলেন,

ان أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء (أحمد)

আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশি যার ভয় করি, তা হলো- ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রসুল (ﷺ)! ছোট শিরক কী? তিনি বললেন, ছোট শিরক হলো রিয়া। (আহমদ)

ইবাদতে রিয়া করা নিফাকি। রিয়ার বিপরীত হলো এখলাস। রিয়াযুক্ত ইবাদত আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন না। হজরত আনাস (رضي الله عنه) বলেন, নবি করিম (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সিলমোহরমারা কিছু আমলনামা এনে আল্লাহর সামনে রাখা হবে। অতঃপর আল্লাহ ফেরেশতাদের বলবেন, এগুলো ফেলে দাও এবং ঐগুলো গ্রহণ কর। তখন ফেরেশতাগণ বলবে, হে আল্লাহ! আপনার ইজ্জতের কসম, আমরা তো এগুলো ভাল আমল মনে করছি। তখন আল্লাহ বলবেন, এগুলো আমার

উদ্দেশ্যে করা হয়নি। আমি একমাত্র আমার উদ্দেশ্যে কৃত ইবাদত ছাড়া কবুল করি না। (দারা কুতনি)

شرك এর পরিণতি : شرك এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

শিরকে আজিম বা শিরক আকবর এ পরিণতি :

১. এর দ্বারা শিরককারীর সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন–

{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: ٦٥]

৩. শিরককারীর জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

{إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} [المائدة: ٧٢]

৩. এর দ্বারা ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।

শিরকে খফি বা শিরকে আসগার এর পরিণতি :

শিরকে আসগার বা শিরকে খফিতে লিপ্ত ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হবে না। তবে সে কবিরা গুনাহকারী হিসেবে গন্য হবে।

শিরকে আকবর এবং শিরকে আসগারের মধ্যে পার্থক্য :

আমাদের নিকট স্পষ্ট যে, শিরকে আকবর এবং শিরকে আসগার দু'টি ভিন্ন জিনিস। এর মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হল-

১. শিরকে আকবরের কারণে বান্দা ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, শিরকে আসগারের কারণে বান্দাহ ইসলাম থেকে বের হয় না।

২. শিরকে আকবর সকল আমলকে নষ্ট করে দেয়। পক্ষান্তরে, শিরকে আসগার শুধুমাত্র সেই আমলটাকে নষ্ট করে যাতে সে শিরক করেছে।

৩. শিরকে আকবরে লিপ্ত ব্যক্তি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে। আল্লাহ কখনো এর গুনাহ মাফ করবেন না (যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে।) পক্ষান্তরে, শিরকে আসগারে লিপ্ত ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে না। আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করে দিবেন।

৪. কোনো মুসলিম যদি শিরকে আকবরে লিপ্ত হয় তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যায়। যদি সে তাওবা করে নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে রাষ্ট্র নায়কের জন্য তাকে হত্যা করা হালাল। পক্ষান্তরে, শিরকে আসগারে লিপ্ত ব্যক্তি মুসলিম, কিন্তু দুর্বল ইমানের মুমিন। দুনিয়ার হুকুমে সে একজন ফাসেক।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. কিয়ামতে শিরকের গুনাহ মাফ হবে না।
২. কিয়ামতে আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন।
৩. শিরক গোমরাহির বড় কারণ।
৪. শিরক করলে জান্নাত হারাম হয়ে যায়।
৫. শিরক করা এক প্রকার জুলুম।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. دون শব্দের অর্থ কী?

ক. ব্যতীত খ. পরে
গ. বাকি ঘ. অল্প

২. حَرَّمَ শব্দটি কোন বাব থেকে ব্যবহৃত?

ক. إفعال খ. تفعيل
গ. تفعل ঘ. تفاعل

৩. رب এর جمع কী?

ক. ربائب খ. أرباب
গ. أرابب ঘ. أرببون

৪. প্রাথমিকভাবে শিরক কত প্রকার?

ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৫. শিরকে আজিম কত প্রকার?

ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ ... الخ আয়াতটির শানে নুজুল লেখ।

২. شرك কাকে বলে? شرك-এর প্রকার বিস্তারিত লেখ।

৩. শিরকে আকবর ও শিরকে আসগরের পার্থক্য লেখ।

৪. إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

৫. وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا : تركيب কর

৬. তাহকিক কর : حَرَّمَ ، رَبِّيْ ، قَدْ ضَلَّ ، لَا يَغْفِرُ ، أَنْصَارٌ

৪র্থ পাঠ

কপটতা

কপটতা বা নিফাকি ইসলামে চরম ঘৃণিত একটি স্বভাব বলে চিহ্নিত। তাই ইসলামে কপটতা হারাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
০৮. আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ইমান এনেছি', কিন্তু তারা মুমিন নয়,	٨. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ
০৯. আল্লাহ এবং মুমিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদেরকে ভিন্ন কাউকেও প্রতারিত করে না, এটা তারা বুঝতে পারে না।	٩. يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ
১০. তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী।	١٠. فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ
১১. তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না', তারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী'।	١١. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ
১২. সাবধান! তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।	١٢. اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ
১৩. যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক ইমান এনেছে তোমরাও তাদের মতো ইমান আনয়ন কর, তারা বলে, 'নির্বোধগণ যেরূপ ইমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ইমান আনবো?' সাবধান! তারাই নির্বোধ কিন্তু তারা জানে না।	١٣. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ

১৪. যখন তারা মুমিনগণের সংস্পর্শে আসে তখন তারা বলে, 'আমরা ইমান এনেছি', আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।' (সুরা বাকারা : ৮-১৪)	١٤. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ [البقرة: ٨ – ١٤]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

يقول : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق + و + ل জিনস أجوف واوي অর্থ- সে বলে।

أَمَنَّا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ ء + م + ن জিনস مهموز فاء অর্থ- আমরা ইমান আনলাম।

يخادعون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المخادعة মাদ্দাহ خ + د + ع জিনস صحيح অর্থ- তারা ধোঁকাবাজি করে।

أَمَنُوْا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ ء + م + ن জিনস مهموز فاء অর্থ- তারা ইমান এনেছে।

ما يخدعون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব فتح মাসদার الخداع মাদ্দাহ خ + د + ع জিনস صحيح অর্থ- তারা ধোঁকাবাজি করে না।

ما يشعرون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব نصر মাসদার الشعور মাদ্দাহ ش + ع + ر জিনস صحيح অর্থ- তারা অনুধাবন করে না।

قلوبهم : هم শব্দটি ضمير مجرور متصل আর قلوب শব্দটি বহুবচন, একবচনে قلب মাদ্দাহ ق + ل + ب জিনস صحيح অর্থ- তাদের অন্তরসমূহ।

كانوا يكذبون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي استمراري مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الكذب মাদ্দাহ ك + ذ + ب জিনস صحيح অর্থ- তারা মিথ্যা বলত।

قيل : ছিগাহ واحد مذكر غائب ماضي مثبت مجهول বাহাছ نصر বাব القول মাসদার মাদ্দাহ ق + و + ل জিনস أجوف واوي অর্থ- বলা হলো।

أٰمِنُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر أمر حاضر معروف বাহাছ إفعال বাব الإيمان মাসদার মাদ্দাহ ء + م + ن জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা ইমান আনো।

أ نؤمن : এখানে أ শব্দটি حرف استفهام ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ ء + م + ن জিনস مهموز فاء অর্থ- আমরা কি ইমান আনব?

السفهاء : শব্দটি বহুবচন, একবচন سفيه অর্থ বোঁকা, নির্বোধ, মূর্খ।

لا يعلمون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব سمع মাসদার العلم মাদ্দাহ ع + ل + م জিনস صحيح অর্থ- তারা জানে না।

لقوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব سمع মাসদার اللقاء মাদ্দাহ ل + ق + ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তারা মিলিত হল।

خلوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الخلو মাদ্দাহ خ + ل + و জিনস ناقص واوي অর্থ- তারা একান্তে সাক্ষাৎ করল।

شيٰطينهم : هم শব্দটি ضمير مجرور متصل আর شياطين বহুবচন, একবচনে شيطان অর্থ- তাদের শয়তান, এখানে অর্থ হবে তাদের নেতা।

مستهزئين: ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব استفعال মাসদার الاستهزاء মাদ্দাহ ه + ز + و জিনস ناقص واوي অর্থ- বিদ্রূপকারীগণ।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এখানে মুনাফিকদের আলামত বর্ণনা করেছেন। মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়, কিন্তু তারা ধোঁকা দিতে তো পারেই না, বরং যতই তারা ধোঁকা দিতে চায়, ততই তাদের নিফাক নামক রোগটি বৃদ্ধি পায়। যদিও মুনাফিকরা ফেতনার সৃষ্টি করে, তবুও তারাও নিজেদেরকে সৎলোক বলে দাবি করে। ফলে আল্লাহ পাক তাদের জন্য তৈরি করেছেন কঠোর শাস্তি।

টীকা :

يخادعون الله والذين امنوا ـــ الخ : এখানে বলা হয়েছে যে, মুনাফিকরা আল্লাহ ও মুমিনদেরকে ধোঁকা দিতে চায়। এখানে প্রশ্ন থাকে যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তাঁকে ধোঁকা দেওয়া যায়? এর উত্তর ইবনে কাসির (র) বলেন, যদিও আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়া যায় না, কারণ তিনি সবকিছু জানেন। কিন্তু মুনাফিকরা মনে করত মানুষকে যেমন ধোঁকা দেওয়া যায়, ঠিক সেভাবে আল্লাহকে ধোঁকা দিবে। এটা ছিল তাদের অজ্ঞতা।

في قلوبهم مرض فزادهم الله .... الخ : তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি, আল্লাহ তাকে আরো বৃদ্ধি করেছেন।এখানে ব্যাধি বলতে তাদের নিফাকি স্বভাবকে বুঝানো হয়েছে। তাফসিরে খাজেনের মধ্যে এসেছে, রোগ যেমন শরীরকে দুর্বল করে দেয়, ঠিক তেমনি নিফাকও দীনকে দুর্বল করে দেয়।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاۤءُ :

অর্থাৎ, আর যখন মুনাফিকদেরকে বলা হত মানুষ যেভাবে ইমান এনেছে তোমরা ও সেভাবে ইমান আন। তখন তারা বলত, আমরা কি বোকাদের মত ইমান আনব? এখানে মানুষ দ্বারা মুহাজির ও আনসারগণ উদ্দেশ্য। কাফেররা মুমিনদেরকে বোঁকা মনে করত, কিন্তু আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন إنهم هم السفهاء নিশ্চয় (মুনাফিকরাই) তারাই হলো বোঁকা। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।

واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا ـــ الآية : এখানে বলা হয়েছে যে, যখন মুনাফিকরা মুহাজির বা আনসারদের সাথে দেখা করত, তখন তারা বলত আমরা ইমান এনেছি, আর যখন তাদের শয়তানদের নিকট যেত তখন তারা বলত আমরা তোমাদের সাথেই। তাদের সাথে কেবল উপহাস করেছি।

এখানে প্রশ্ন থাকতে পারে যে, শয়তান বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : এখানে মুনাফিকদের শয়তান বলে মুনাফিক নেতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস (ﷺ) বলেন, এখানে শয়তান বলতে পাঁচ নেতাকে বুঝানো হয়েছে। তারা হলো-

১. কা'ব বিন আশরাফ।

২. আবু বারদাহ।

৩. আব্দুদদার।

৪. আউফ বিন আমের।

৫. আব্দুল্লাহ বিন সাওদা।

নিফাকের পরিচয় :

نفاق শব্দটি মাসদার। نفاق এর শাব্দিক অর্থ হলো- إظهار خلاف ما في الباطن ভেতরে যা আছে তার বিপরীত প্রকাশ করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : জুরজানি রহ. বলেন- إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب

"কুফরিকে অন্তরে গোপন রেখে মুখে ইসলাম প্রকাশ করাকে নিফাক বলে।"

নিফাকের প্রকার : নিফাক ২ প্রকার। যথা-

১. نفاق في العقيدة (আকিদাগত নিফাক)

২. نفاق في العمل (কর্মগত নিফাক)

আকিদাগত নিফাকের পরিচয় :

লোক দেখানোর জন্য আল্লাহর প্রতি ইমান, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসুলগণ ও আখেরাতের প্রতি ইমান আনা, কিন্তু গোপনে তা অবিশ্বাস করাকে আকিদাগত নিফাক বলে। হাফেজ ইবনে রজব রহ. এ প্রকার নিফাককে نفاق أكبر তথা বড় নিফাক বলে পরিচয় দিয়েছেন।

কর্মগত নিফাকের পরিচয় :

প্রকাশ্যে কোনো কিছু করে অন্তরে তার বিপরীত মত পোষণ করাকে কর্মগত নিফাক বলে। হাফেজ ইবনে রজব রহ. এ প্রকার নিফাককে نفاق اصغر ছোট নিফাক বলে অবহিত করেছেন। কেউ কেউ বলেন, নিফাকির আলামত পাওয়া যাওয়াকে কর্মগত নিফাক বলে।

দুই প্রকার নিফাকের মধ্যে পার্থক্য :

আকিদাগত নিফাক ও কর্মগত নিফাকের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ-

আকিদাগত নিফাক :

১. এটা আকিদার সাথে সম্পৃক্ত।

২. এ ধরনের মুনাফিক চিরস্থায়ী জাহান্নামি।

৩. এ ধরনের মুনাফিক কাফেরের চেয়েও জঘন্য।

৪. এরা সাধারণত আল্লাহর রসুল (ﷺ) কে অস্বীকার করে।

কর্মগত নিফাক :

১. এটা আমলের সাথে সম্পৃক্ত।

২. এ ধরনের মুনাফিক কাফের নয়।

৩. এটা মৌলিক ইমানের পরিপন্থী নয়।

৪. এরা চিরস্থায়ী জাহান্নামি নয়।

৫. বিনা তাওবায় মারা গেলে কিয়ামতে তাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

নিফাকের হুকুম :

দুই প্রকারের নিফাকের হুকুম নিম্নে বর্ণিত হলো।

১. আকিদাগত নিফাকের হুকুম :

যারা বাহ্যিকভাবে আল্লাহ ও নবিকে বিশ্বাস করেছে বলে এবং ইসলামের বিধি বিধান অনুসরণ করে, কিন্তু ভিতরে তা অবিশ্বাস করে থাকে, তাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম। তারা কাফেরের চেয়েও ঘৃণিত। এদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন-

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار (نساء : ١٤٥)

নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সবচেয়ে নিচের স্তরে থাকবে।

এ ধরনের মুনাফিকদের আনুগত্য করা কখনই জায়েজ নয়। যেমন এরশাদ হচ্ছে :

ولا تطع الكافرين والمنافقين "আপনি কাফের ও মুনাফিকদের অনুসরণ করবেন না।"

২. কর্মগত নিফাকের হুকুম :

যাদের ইমান আছে কিন্তু আমলগতভাবে নিফাকি করে অর্থাৎ, তাদের আমলের মাঝে মুনাফিকের আলামত পাওয়া যায়। তারা যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে মারা যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কাজি ইয়াজ (রহ.) বলেন, উল্লিখিত স্বভাবের লোকেরা রসুল (ﷺ) এর যুগে প্রকৃত মুনাফিক ছিল। বর্তমানে এ স্বভাবের লোকরা প্রকৃত মুনাফিক নয়।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে নিফাকের নিদর্শন থাকলেও হাদিস অনুযায়ী তারা আসল মুনাফিক নয়।

মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য : কুরআন হাদিসের আলোকে মুনাফিকদের কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো

১. মুনাফিকরা আল্লাহ ও রসুল (ﷺ) এর আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

২. মুসলমানদের উপর বিপদ আসলে তারা খুশি হয়।

৩. মুসলমানদের উপর কোনো রহমত নাজিল হলে তারাও অনুরূপ রহমত পাওয়ার আশা করে।

৪. মানুষের ভয়ে তারা আল্লাহর হুকুমকে ত্যাগ করে।

৫. তারা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়।

৬. তারা শিথিলভাবে নামাজে দাঁড়ায়।

৭. তারা কখনো মুসলমানদের, আবার কখনো কাফেরদের পক্ষে অবস্থান নেয়।

৮. এরা মিথ্যা কথা বলে।

৯. তারা ইসলামের অনেক বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে।

১০. তারা রসুল (ﷺ) কে নিয়ে ঠাট্টা করে থাকে।

১১. আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নেয়ামত আসলে তারা মুসলমানদের পক্ষে থাকে আর কঠিন পরীক্ষা আসলে কাফেরদের পক্ষে অবস্থা নেয়।

১২. আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করা তাদের কাছে পছন্দনীয়।

১৩. তারা ঝগড়ার সময় গালি গালাজ করে থাকে।

১৪. তারা আমানত রক্ষা করে না।

১৫. অঙ্গীকার ভঙ্গ করে থাকে। যেমন নবি করিম (ﷺ) বলেন :

آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان (مسلم)

অর্থ : মুনাফিকের আলামত ৩টি। কথা বললে মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে, আমানতের খেয়ানত করে। (মুসলিম)

কাফের ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য :

১. كافر শব্দটি كفر থেকে مشتق এর শাব্দিক অর্থ হলো : جاحد النعمة والإحسان নেয়ামত ও অনুগ্রহের অস্বীকারকারী।

আর منافق শব্দটি نفاق থেকে اسم فاعل এর ছিগাহ। এর শাব্দিক অর্থ হলো مخفي الأصل মূল বিষয় গোপন কারী।

২. কাফেররা মুখে ও অন্তরে সবসময় আল্লাহ ও তার রসুল (ﷺ) কে অস্বীকার করে থাকে। কিন্তু মুনাফিকরা মুখে বলে আল্লাহ ও তাঁর রসুল (ﷺ) কে বিশ্বাস করি। কিন্তু গোপনে বিরোধিতা করে।

৩. কাফেররা হলো ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু। আর মুনাফিকরা হলো গোপন শত্রু।

আয়াতের শিক্ষা :

১. মুনাফিকদের ভেতর আর বাহিরের আচরণ ভিন্ন।

২. নিফাক হলো অন্তরের একটি ব্যাধি।

৩. মুনাফিকদের মাধ্যমে সমাজে বিশৃংখলা তৈরি হয়।

৪. মুনাফিকরা মুমিনদের সাথে ঠাট্টা করে।

৫. মুনাফিকরা আল্লাহ ও রসুল (ﷺ) কে ছাড়া অন্যের (শয়তানের) অনুসরণ করে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. মুনাফিকরা কাদেরকে ধোঁকা দেয়?

ক. কাফের ও মুশরিকদেরকে
খ. ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে
গ. জ্বিন ও ফেরেশতাদেরকে
ঘ. আল্লাহ ও মুমিনদেরকে

২. قلوبهم এর মধ্যে هم টি কোন ধরনের ضمير?

ক. ضمير مرفوع متصل
খ. ضمير مجرور متصل
গ. ضمير منصوب متصل
ঘ. ضمير منصوب منفصل

৩. شياطين এর একবচন কী?

ক. شياطن
খ. شيطان
গ. شاطين
ঘ. شطين

৪. نفاق কত প্রকার?

ক. ২
খ. ৩
গ. ৪
ঘ. ৫

৫. مُسْتَهْزِءُوْنَ এর অর্থ কী?

ক. প্রহারকারী
খ. বিদ্রুপকারী
গ. আঘাতকারী
ঘ. কুৎসা রটনাকারী

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ব্যাখ্যা কর : فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا

২. نفاق-এর পরিচয় দাও। অতঃপর কাফের ও মুনাফিকের পার্থক্য লেখ।

৩. আকিদাগত নিফাক ও কর্মগত নিফাকের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

৪. মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য লেখ।

৫. تركيب কর : اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

৬. তাহকিক কর : اَلسُّفَهَاءُ ، اٰمَنَّا ، قِيْلَ ، نُؤْمِنُ ، لَقُوْا

৫ম পাঠ

হারাম উপার্জন

আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদত করার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত হালাল উপার্জন। হারাম রিজিক জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। সুদ, আত্মসাৎকৃত সম্পদ ও দুর্নীতির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ হারাম। তাই ইসলামে হারাম রিজিক বিশেষ করে সুদের ব্যাপারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
২৭৫. যারা সুদ খায়, তারা সেই ব্যক্তিদের ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতো।' অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত রয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই অগ্নি অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (সুরা বাকারা : ২৭৫)	٢٧٥- اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْآ اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ [البقرة: ٢٧٥]
এতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করবে এবং ভালোর সাথে মন্দের বদল করবে না। তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস কর না; নিশ্চয়ই এটা মহাপাপ। (সুরা নিসা : ০২)	٢- وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاْكُلُوْآ اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا . [النساء: ٢]
তাদের অনেককেই তুমি দেখবে পাপে, সীমালঙ্ঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর; তারা যা করে তা হলো নিকৃষ্ট। (সুরা মায়েদা : ৬২)	٦٢- وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. [المائدة: ٦٢]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশেষণ)

يأكلون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الأكل মাদ্দাহ أ + ك + ل জিনস صحيح অর্থ- তারা খায়।

لا يقومون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব نصر মাসদার القيام মাদ্দাহ ق + و + م জিনস أجوف واوي অর্থ- তারা দাঁড়ায় না।

يتخبط : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التخبط মাদ্দাহ خ + ب + ط জিনস صحيح অর্থ- সে মোহাবিষ্ট হয়।

الربا : শব্দটি مصدر বাব نصر মাদ্দাহ ر + ب + و জিনস ناقص واوي অর্থ- সুদ।

حَرَّمَ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التحريم মাদ্দাহ ح + ر + م জিনস صحيح অর্থ- তিনি হারাম ঘোষণা করলেন।

جاء : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার المجيئة মাদ্দাহ ج + ي + ء জিনস مركب অর্থ- সে আসল।

فانتهى : এখানে ف শব্দটি جواب এর জন্য। ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الانتهاء মাদ্দাহ ن + ه + ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে বিরত থাকল।

ما سلف : এখানে ما শব্দটি اسم موصول ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার السلف মাদ্দাহ س + ل + ف জিনস صحيح অর্থ- যা অতীত হয়েছে।

عاد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার العود মাদ্দাহ ع + و + د জিনস أجوف واوي অর্থ- সে ফিরে আসল।

خالدون : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার الخلود মাদ্দাহ خ + ل + د জিনস صحيح অর্থ- চিরস্থায়ীগণ।

وآتوا : এখানে و শব্দটি حرف عطف ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإيتاء মাদ্দাহ ء + ت + ي জিনস مركب অর্থ- তোমরা দাও।

التبدل মাসদার تفعل বাব نهي حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر ছিগাহ : لا تتبدلوا

মাদ্দাহ ب + د + ل জিনস صحيح অর্থ- তোমরা পরিবর্তন করো না।

الرؤية মাসদার فتح বাব مضارع مثبت معروف বাহাছ واحد مذكر حاضر ছিগাহ : ترى

মাদ্দাহ ر + ء + ي জিনস مركب অর্থ- আপনি দেখবেন।

مفاعلة মাসদার مضارع বাব مثبت معروف বাহাছ جمع مذكر غائب ছিগাহ : يسارعون

المسارعة মাদ্দাহ س + ر + ع জিনস صحيح অর্থ- তারা দৌড়ে যায়।

اثم : একবচন, বহুবচনে آثام মাদ্দাহ أ + ث + م জিনস مهموز فاء অর্থ- পাপ, অন্যায়।

العمل মাসদার سمع বাব مضارع مثبت معروف বাহাছ جمع مذكر غائب ছিগাহ : يعملون

মাদ্দাহ ع + م + ل জিনস صحيح অর্থ- তারা আমল করে।

তারকিব :

মূল বক্তব্য :

সুরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতে সুদ উপার্জনকারীর ভয়াবহ অবস্থা ও তার জাহান্নামে প্রবেশ করা সম্পর্কে কড়া হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। সুরা নিসার ০২ নং আয়াতে এতিমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করাকে হারাম ও অন্যায় কাজ বলে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন-

টীকা : الذين يأكلون الربوا ... الخ :

যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাকে শয়তান আসর করার পরে মোহাবিষ্ট করে দেয়। এ কারণে যে তারা সুদকে ক্রয় বিক্রয়ের ন্যায় হালাল বলত। অথচ আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন আর ব্যবসাকে হালাল করেছেন।

সুদের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নায় কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে সুদের সবচেয়ে ছোট পাপ হচ্ছে নিজ

মাকে বিবাহ করা। এ সম্পর্কে রসুল (ﷺ) এরশাদ করেছেন-

الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه و إن أربى الربا عرض الرجل المسلم (المستدرك للحاكم : ٢٢٥٩)

আয়াতে সুদ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য হলো সুদ গ্রহণ, সুদ ব্যবহার, সুদ খাওয়া ইত্যাদি। (মাআরেফুল কুরআন)

الربا বা (সুদের) পরিচয় :

আরবি ربا শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে সুদ। ربا শব্দটি বাবে نصر এর মাসদার। মাদ্দাহ ر + ب + و এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বর্ধিত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, বড় হওয়া ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় ربا বা সুদ বলা হয়- ঐ শর্তযুক্ত অতিরিক্ত সম্পদকে, যা বিনিময়শূন্য হয়ে থাকে।

রিবার হুকুম : কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে সকল প্রকার রিবা (সুদ) হারাম। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

{يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ} [البقرة: ٢٧٨]

এছাড়া পবিত্র কুরআনে সুদ গ্রহণকারীর ভয়াবহ আজাবের কথা বলা হয়েছে। আল কুরআনে যা বলা হয়েছে তার মর্ম হলো-

১. তারা জাহান্নামের অধিবাসী এবং চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে।

২. তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৩. সবচেয়ে বড় পাপী সুদ গ্রহণকারী।

কুরআনের একাধিক জায়গায় সুদ থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিস শরিফে রসুল (ﷺ) এ সম্পর্কে কড়া হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন-

إياك والذنوب التي لا تغفر: الغلول فمن غل شيئاً أتى به يوم القيامة،وآكل الربا فمن أكل الربا يأتي يوم القيامة مجنوناً يتخبط (رواه الطبراني)

তোমরা ঐ সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, যা ক্ষমা করা হয় না। যেমন খেয়ানত করা, সুতরাং যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে কিয়ামতে তা উপস্থাপিত হবে আর যে সুদ খাবে কিয়ামতে তাকে পাগল অবস্থায় উত্থিত করা হবে। (তবারানি, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ-৬৫৮৮)

হাদিসে রসুল (ﷺ) ৬টি বস্তু সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এগুলো বিনিময় করতে হলে **সমান-সমান** এবং **নগদে** হওয়া দরকার। **কম-বেশী** কিংবা **বাকি** হলেও তা রিবা বা সুদ হবে। এ ছয়টি জিনিস হচ্ছে- সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর ও লবণ। তবে এ ছয়টি বস্তুর মধ্যেই কি সুদ সীমাবদ্ধ? এ প্রশ্নের জবাবে ওমর (رضي الله عنه) বলেন, সুদ তো অবশ্যই বর্জনীয়। তদুপরি যে সব ব্যাপারে সুদের সন্দেহ হয় সেগুলোও বর্জন করা উচিত। (ইবনে কাসির)

প্রকারভেদ :

রিবা বা সুদ ২ প্রকার যথা-

১. ربا النسيئة : তথা বিলম্বে পরিশোধের শর্তে বিনা বিনিময়ে বেশি গ্রহণ বা প্রদান করা। জাহেলি যুগে এ প্রকার সুদ প্রচলিত ছিল। তারা কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের বিনিময়ে ঋণ দিয়ে মুলধনের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করত। (ابن جرير) একে তারা ক্রয় বিক্রয়ের সাথে তুলনা করে বৈধ হওয়ার দাবি করত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা একে হারাম করেছেন এবং ক্রয়-বিক্রয় ও রিবার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, [البقرة: ٢٧٥] {وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} আল্লাহ তাআলা ক্রয়-বিক্রয় হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। মূলধনের চেয়ে অতিরিক্ত গ্রহণই সুদ। এ প্রসঙ্গে রসুল (ﷺ) বলেছেন- كل قرض جر نفعا فهو ربا যে ঋণ কোনো মুনাফা টানে তাই রিবা। (জামে সগির)

এ প্রকার সুদের অবৈধতা ৭টি আয়াত, ৪০টিরও বেশি সহিহ হাদিস এবং ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত।

২. ربا الفضل : তথা দুটি বস্তু নগদে লেনদেন করার সময় কম-বেশি করা এটাই ربا الفضل যেমন ১ মন গম দিয়ে ২ মন গম ক্রয় করা। সকল আলেমদের মতে এই প্রকার সুদও হারাম। তবে এ প্রকারের সুদের প্রচলন নেই বললেই চলে।

সুদের অর্থনৈতিক ক্ষতি :

সুদ হলো অর্থনীতির মেরুদণ্ডে এমন একটি দুষ্ট ক্ষত, যা তাকে অহরহ খেয়ে চলছে। সুদের অর্থনৈতিক ক্ষতিগুলোর কয়েকটি নিম্ন বর্ণিত হলো-

১. সুদ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।
২. সুদ ধনীকে আরো ধনী, গরিবকে আরো গরিব বানায়।
৩. ইহা সুদখোরকে কৃপণ ও স্বার্থপর করে গড়ে তোলে।
৪. সুদ সুদখোরকে অলস ও উপার্জন বিমুখ করে তোলে।
৫. সুদী প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হলে তার ক্ষতি জাতির কাধে এসে পড়ে।
৬. অর্থনীতির চাবি গুটিকয়েক লোকের হাতে চলে যায়।

৭. বাজার দরের উর্ধ্বগতি এবং অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়।

৮. মানুষের মধ্যে মায়া মমতা ও পরোপকারের মনোভাব লোপ পায়।

সুদের গুনাহ :

সুদের গুনাহ এতই মারাত্মক যে, এটা সাতটি বড় গুনাহের ১টি। সুদের গুনাহ সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস নিম্নে বর্ণিত হলো।

١- درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية (مسند أحمد)

জেনে শুনে সুদের একটি দিরহাম ভক্ষণ করা ৩৬টি জিনা অপেক্ষা বেশি মারাত্মক গুনাহের কাজ।

٢- الربا سبعون بابا أهونها مثل نكاح الرجل أمه (كنز العمال:١٠١٠٣)

নিশ্চয়ই সুদের ৭০ টি গুনাহ রয়েছে। সবচেয়ে ছোট গুনাহ হলো নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার ন্যায় ঘৃণ্য। (নাউজুবিল্লাহ)

٣- عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (ابن ماجة : ٢٢٧٧)

হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল (সা.) সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, স্বাক্ষীদ্বয় এবং সুদের লেখককে লানত করেছেন।

মোট কথা, দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় জগতে সুদের পরিণতি বড়ই খারাপ। তাই সুদ থেকে বেঁচে থাকা সকলের কর্তব্য।

হারাম উপার্জন সম্পর্কে পর্যালোচনা :

حرام এর পরিচয় : হারাম (حرام) শব্দটি আরবি অর্থ হলো অবৈধ, নিষিদ্ধ। শরিয়তের পরিভাষায়- আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রসুলের নিষেধকৃত পন্থায় উপার্জিত অর্থকে হারাম বলা হয়।

হারাম উপার্জনের কারণ:

মানুষ সাধারণত কয়েকটি কারণে হারাম উপার্জনের দিকে ঝুকে পড়ে। যেমন-

১. আল্লাহর ভয় ও লজ্জা না থাকা :

আল্লাহর ভয় ও লজ্জা একজন মুত্তাকি মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যার মধ্যে এ গুণ থাকে সে হারামের মধ্যে পতিত হয় না। আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত-

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت (البخاري : ٣٢٩٦)

পূর্ববর্তী নবুওতের বাণী থেকে মানুষ যা গ্রহণ করেছে তা হলো- যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা তাই কর। (বুখারি-৩২৯৬)

২. দ্রুত সম্পদশালী হওয়ার লোভ:

হারাম উপার্জনের অন্যতম কারণ হলো- দ্রুত সম্পদশালী হওয়ার লোভ। মানুষ যখন লোভী হয় তখন সে যে কোনো পদ্ধতিতে দ্রুত অর্থ উপার্জন করতে চায়। যদিও তা হারাম হয়, তবু তখন যাছাই বাচাই করার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল (ﷺ) বলেন-

إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض . قيل وما بركات الأرض ؟ قال : زهرة الدنيا

নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর অধিক ভয় করছি ঐ বস্তুর, যা আল্লাহ তোমাদের জমিনের বরকত থেকে বের করে দিবেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল (ﷺ)! জমিনের বরকত কী? তিনি বললেন : সেটা হল দুনিয়ার প্রাচুর্য । (বুখারি, হাদিস নং- ৬০৬৩)

৩. লোভ ও তৃপ্তিহীনতা :

এ কথা জ্ঞাত যে, মৃত্যুর ন্যায় রিজিকও নির্ধারিত। সুতরাং ব্যক্তির লোভ ও তৃপ্তিহীনতা তার রিজিক বৃদ্ধি করতে পারবে না। যেমন রসুল (ﷺ) বলেন-

إِنَّ اللهَ يُعْطِيْ الدُّنْيَا مَنْ يُّحِبُّ وَمَنْ لَّا يُحِبُّ ، وَلاَ يُعْطِيْ الاِيْمَانَ إِلَّا مَنْ يُّحِبُّ

আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, আর যাকে ভালো না বাসেন উভয়কেই দুনিয়ার প্রাচুর্য দান করেন। কিন্তু তিনি তার প্রিয় ব্যক্তিদেরকে ছাড়া ইমান দান করেন না। (মুসান্নাফে ইবনু আবি শায়বা)

৪. হারাম উপার্জনের হুকুম ও এর ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞতা :

অনেক মানুষ আছে যারা হারাম উপার্জনের হুকুম ও এর ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে হারাম উপার্জন করতে সে কোনো দ্বিধাবোধ করে না। হাদিসে বর্ণিত আছে-

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّهٗ قَالَ شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَاَعْجَبَهٗ فَسَاَلَ الَّذِىْ سَقَاهُ مِنْ اَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ فَاَخْبَرَهٗ اَنَّهٗ وَرَدَ عَلٰى مَاءٍ - قَدْ سَمَّاهُ - فَاِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُوْنَ فَحَلَبُوْا لِىْ مِنْ اَلْبَانِهَا فَجَعَلْتُهٗ فِىْ سِقَائِىْ فَهُوَ هٰذَا. فَاَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهٗ فَاسْتَقَاءَهٗ (رواه مالك في الموطأ)

হজরত জায়েদ বিন আসলাম বলেন, একদা হজরত উমার (রা.) কিছু দুধ পান করলেন। তার কাছে দুধটুকু ভালো লাগল। তিনি পান করানেওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই দুধ কোথায় পেয়েছ? সে বলল, সে একটি কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সেখানে জাকাতের উট ছিল। লোকেরা জাকাতের উটগুলো দোহন করছিল। তখন তারা আমাকে উক্ত উট থেকে দোহন করে দিয়েছে এবং আমি তা আমার এই পাত্রে নিয়ে এসেছি। এটা সেই দুধ। তখন হজরত উমার (রা.) গলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বমি করে উক্ত দুধ ফেলে দিলেন। (মুআত্তা মালেক)

হারাম উপার্জনের ক্ষতি :

১. হারাম উপার্জনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন, দোআ কবুল না হওয়া এবং নেক আমল কবুল না হওয়া। হাদিসে আছে-

ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ (مسلم : ٢٣٩٣)

২. আল্লাহর আনুগত্য থেকে নিরাশ ও অন্তর কালো হয়ে যায়:

হারামের প্রভাবে হারাম উপার্জনকারীর ও হারাম ভক্ষণকারীর অন্তর কালো হয়ে যায়। আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরে যায়। রিজিকের বরকত ও বয়সের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন-

إن للسيئة سوادا في الوجه و ظلمة في القلب و وهنا في البدن و نقصا في الرزق و بغضا في قلوب الخلق .

পাপের ফলে চেহারা কালো হয়ে যায়, অন্তর অন্ধকার হয়ে যায়, শরীর দূর্বল হয়ে যায়, রিজিকে কমতি আসে, সৃষ্টি জগতের অন্তরে ঘৃণা পয়দা হয়।

৩. দোআ কবুল হয় না : দোআ কবুলের অন্যতম শর্ত হলো হালাল রুজি। হারাম দ্বারা লালিত পালিত শরীর যেমনি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তেমনি তার দোআও কবুল হয় না। রসুল (ﷺ) এরশাদ করেছেন-

إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به

(মুজামুল আওছাত, হাদিস নং- ৬৬৪০)

৪. আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও জাহান্নামে প্রবেশ : যে ব্যক্তি হারাম গ্রহণ করে আল্লাহ তার উপর ভীষণ রাগান্বিত হন। ফলে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায়। রসুল (ﷺ) বলেন-

لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام (أبو يعلى)

হারাম দ্বারা লালিত পালিত শরীর জান্নাতে যাবে না। (আবু ইয়ালা)

হারাম উপার্জনের কয়েকটি দিক :

১. সুদ। পূর্বে যার আলোচনা হয়েছে।

২. জুয়া। সুদ ও জুয়া সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

{يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ} [المائدة: ٩٠]

৩. অবৈধ জিনিস বিক্রি করে তার মূল্য গ্রহণ করা।

৪. চুরি করা মাল গ্রহণ করা।

৫. মাপে কম দেওয়া।

৬. এতিমের মাল গ্রহণ করা।

৭. যাদু করে অর্থ উপার্জন।

৮. জোর পূর্বক অন্যের মাল লুন্ঠন করা।

৯. শরিয়তে অনুমোদন নেই এমন ব্যবসা করা।

১০. মালে ভেজাল দেওয়া।

১১. ঘুষ খাওয়া ইত্যাদি।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. হারাম ভক্ষণকারীর আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

২. সুদ শরিয়তে যেমন হারাম, তদ্রূপ বর্তমান বিশ্বেও এটি নৈরাজ্যের বাহন হিসেবে বিরাজ করছে।

৩. হারাম ভক্ষণকারীর ঠিকানা হলো জাহান্নাম।

৪. অন্যায়ভাবে এতিমের মাল ভক্ষণ করা হারাম।

৫. আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, সাথে সাথে সুদকে করেছেন হারাম।

৬. হারাম গ্রহণের ফলে চেহারা থেকে আল্লাহর নুর চলে যায়, ফলে চেহারা কুৎসিত হয়ে যায়।

৭. হারাম থেকে যে বেঁচে থাকল, সে সফল হল।

৮. সফলতার চাবিকাঠি হালাল রুজি ভক্ষণ।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. الْمَسُّ শব্দের অর্থ কী?

ক. স্পর্শ　　খ. মারা

গ. তালি দেওয়া　　ঘ. বুলি

২. يقوم কোন সিগাহ?

ক. واحد مذكر غائب খ. واحد مؤنث غائب

গ. واحد مذكر حاضر ঘ. واحد مؤنث حاضر

৩. اولئك أصحاب النار আয়াতাংশে أصحاب শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে?

ক. مضاف খ. موصوف

গ. مبتدأ ঘ. خبر

৪. ربا-এর হুকুম কী?

ক. حرام খ. مكروه تحريمي

গ. مكروه تنزيهي ঘ. مباح

৫. ربا বা সুদ কত প্রকার?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. اِتَّقُوْا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

২. ربا কাকে বলে? ربا-এর হুকুম দলিলসহ বর্ণনা কর।

৩. সুদের অর্থনেতিক ক্ষতির বিবরণ দাও।

৪. حرام কাকে বলে? حرام উপার্জনের কারণ উল্লেখ কর।

৫. اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

৬. تركيب কর : أُوْلٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

৭. তাহকিক কর : إِثْمٌ ، تَرٰى ، عَادَ، يَأْكُلُوْنَ ، خَالِدُوْنَ

চতুর্থ অধ্যায়
তাজভিদ শিক্ষা

১ম পাঠ
কিরাতের পরিচয়, কিরাত ও কারিদের সংখ্যা ও কিরাতের স্তরসমূহ

কিরাতের পরিচয় :

কুরআন মাজিদের কালিমাগুলো উচ্চারণ ও তা আদায়ের সঠিক পদ্ধতিকে কিরাত বলে। সাত কিরাত, দশ কিরাত বলতে প্রসিদ্ধ ৭/১০ জন কারির প্রতি সম্পর্কিত কিরাতকে বুঝায়।

সকল আলেমের ইজমা হলো, কুরআন হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যে কোনো কিরাতের মাঝে ৩টি শর্ত পাওয়া জরুরি। যথা–

১. মহানবি (ﷺ) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হওয়া।

২. আরবি ব্যাকরণ তথা ছরফ ও নাহুর আইন অনুযায়ী হওয়া।

৩. মাসহাফে উসমানির লিখন পদ্ধতির মাঝে এর সংকুলান হওয়া।

কিরাত ও কারিদের সংখ্যা :

আল্লামা তাকি উসমানি স্বীয় উলুমুল কুরআন গ্রন্থে লিখেন, এ তিন শর্ত সাপেক্ষে অনেকগুলো কিরাত পাওয়া যাওয়ায় প্রত্যেক ইমাম এক বা একাধিক কিরাত গ্রহণ করে তা শিক্ষা দিতে লাগলেন। ফলে সেই কিরাতটি সেই ইমামের নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল।

বিশেষ করে ৭ জন কারির কিরাত অন্য কিরাতের মোকাবেলায় অনেক বেশি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। যাদের কিরাতকে আব্বাস ইবনে মুজাহিদ (রহ.) স্বীয় কিতাবে একত্রিত করেছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, বিশুদ্ধ ও ধারাবাহিক কিরাত কেবল এই সাতটি এবং বাকি কারিদের কিরাতগুলো বিশুদ্ধ ও ধারাবাহিক নয়।

আসল কথা হলো, যে কিরাত উক্ত তিন শর্ত মোতাবেক পাওয়া যাবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। এজন্য পরে আল্লামা শাজায়ি রহ. এবং আবু বকর ইবনে মিহরান রহ. তাদের কিতাবে সাত কিরাতের পরিবর্তে দশ কিরাত জমা করেন। সেখানে উক্ত ৭ কিরাত ছাড়া ও আরো ৩ কিরাত শামিল রয়েছে।

কারিদের পরিচয় :

বেশি প্রসিদ্ধ ৭ জন কারির পরিচয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. **আব্দুল্লাহ ইবনে কাছির আদ দারামি** (মৃত্যু-১২০হি): তিনি হজরত আনাস (ﷺ), আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (ﷺ) এবং আবু আইয়ুব আনসারি (ﷺ) এর সাক্ষাৎ পান। তার কিরাত বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে মক্কায়। তার কিরাতের বর্ণনাকারীদের মধ্যে বাযযি ও কুমবুল বেশি প্রসিদ্ধ।

২. **নাফি ইবনে আব্দুর রহমান** (মৃত্যু-১৫৯হি.): তিনি ৭০জন এমন কারি হতে উপকৃত হয়েছেন যারা সরাসরি উবাই ইবনে কাব (ﷺ), ইবনে আব্বাস (ﷺ) ও আবু হুরায়রা (ﷺ) এর ছাত্র ছিলেন। তার কিরাত পবিত্র মদিনায় বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তার থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবু মুসা কালুন ও আবু সাইদ ওরশ বেশী প্রসিদ্ধ।

৩. **আব্দুল্লাহ ইবনে আমের দামেস্কি** (মৃত্যু-১১৮হি.) : তিনি সাহাবিদের মধ্যে নোমান বিন বশির (ﷺ) এবং ওয়াছেলা ইবনে আসকা (ﷺ) এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। তিনি কিরাতের ব্যাপারে মুগিরা বিন শিহাব হতে উপকৃত হয়েছেন। যিনি সরাসরি হজরত উসমান (ﷺ) এর ছাত্র ছিলেন। তার কিরাত শাম দেশে বেশি প্রচলিত ছিল। তার রাবিদের মধ্য হতে হিশাম ও জাকওয়ান বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

৪. **আবু আমর জিয়াদ বিন আলা** (মৃত্যু-১৫৪ হি.): তিনি মুজাহিদ ও সাইদ বিন জোবায়ের এর ছাত্র ছিলেন। যারা সরাসরি ইবনে আব্বাস (ﷺ) ও উবাই বিন কাব (ﷺ) হতে কিরাত শিখেছেন। তার কিরাত বসরা এলাকায় বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে। হাফস বিন আমর এবং ছালেহ বিন যিয়াদ সুসি তার প্রসিদ্ধ রাবি।

৫. **হামজা বিন হাবিব** (মৃত্যু-১৮৮হি.) : তিনি সুলাইমান আল আমাশের র. ছাত্র ছিলেন। যিনি সরাসরি হজরত উসমান (ﷺ), আলি (ﷺ) ও ইবনে মাসউদ (ﷺ) এর ছাত্র ছিলেন। তার কিরাত কুফায় বেশি প্রচলিত ছিল। খালফ বিন হিশাম ও খাল্লাদ বিন খালিদ তার প্রসিদ্ধ রাবি।

৬. **আসিম বিন আবুন নাজুদ** (মৃত্যু-১২৭ হি.): তিনি হজরত ঝির বিন হুবাইশের মাধ্যমে ইবনে মাসউদ (ﷺ) এর এবং আবু আব্দুর রহমানের মাধ্যমে হজরত আলি (ﷺ) থেকে কিরাত শিক্ষা করেন। তার কিরাত বর্ণনাকারীদের মাঝে হাফস ও শোবা প্রসিদ্ধ। বর্তমানে সাধারণত হাফসের বর্ণনা অনুযায়ী তেলাওয়াত করা হয়।

৭. **আলি বিন হামজা আল কিসায়ি** (মৃত্যু-১৮৯ হি.): তার কিরাত বর্ণনাকারীদের মধ্যে লাইস ও হাফস আদ দাওরি বেশি প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত ৩ জনের কিরাত কুফাতে বেশী প্রচলিত ছিল।

এ সাতজন কারি ছাড়াও আরো ৩জন কারি আছেন। যাদের কিরাতও متواتر এবং صحيح হিসেবে বিদ্যমান। এজন্য আল্লামা শাজারি এ ৭ জনসহ আরো তিনজন, মোট ১০ জনের কিরাতকে জমা করেন যা **"কিরাতে আশারা"** নামে পরিচিত।

বাকি ৩ জনের পরিচয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। **ইয়াকুব বিন ইসহাক** (মৃত্যু-২০৫ হি.): তিনি সালাম ইবনে সুলাইমান থেকে উপকৃত হন। তার কিরাত বসরাতে বেশি প্রসিদ্ধ হয়।

২। **খালফ বিন হিশাম** (মৃত্যু-২২৯ হি.) : তিনি সুলাইমান বিন ইসা হতে উপকৃত হন। তার কিরাত কুফাতে বেশি প্রচলিত।

৩। **আবু জাফর ইয়াজিদ ইবনে কা'কা'** (মৃত্যু-১৩০ হি.) : তিনি ইবনে আব্বাস (ﷺ), আবু হুরায়রা (ﷺ), উবাই (ﷺ) প্রমুখ থেকে উপকৃত হন। তার কিরাত মদিনায় বেশি প্রচলিত।

মোট কথা, সাত কিরাত বা দশ কিরাত বলতে ৭/১০ ক্বারির আলাদা আলাদা পঠন পদ্ধতিকে বুঝায়। তবে এটা আবশ্যক নয় যে, প্রত্যেক কালিমা বা শব্দে পঠনের পার্থক্য থাকবে। বরং কোথাও ২, কোথায়ও ৩ বা ৪ কিরাত পাওয়া যায়।

কিরাতের স্তর :

কারি সাহেবগণ কুরআন তেলাওয়াতের স্বর ও পঠন গতিতে যে তারতম্য করে থাকেন সে দৃষ্টিকোণ থেকে কিরাতের স্তর তিনটি। যথা–

১. তারতিল (ترتيل)

২. হদর (حدر)

৩. তাদবির (تدوير)

১. তারতিল :

তারতিল শব্দের অর্থ হলো- ধীর গতি। কুরআন শরিফের প্রত্যেকটি হরফ তার মাখরাজ ও সিফাত অনুযায়ী আদায় করে ধীরে ধীরে পড়ার নাম তারতিল।

২. হদর :

হদর শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো- তাড়াতাড়ি করে পড়া। পরিভাষায় কুরআন তেলাওয়াতের সময় তারতিলের চেয়ে দ্রুততার সাথে পড়াকে হদর বলে।

৩. তাদবির :

তাদবিরের অপর নাম হলো তাওয়াস্সুত তথা মধ্যম পন্থা। কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের সময় তারতিল ও হদরের মাঝামাঝি গতিতে পড়াকে তাদবির বলে।

২য় পাঠ

মাদ্দের বিস্তারিত বর্ণনা

মাদ্দ (مَدٌّ) অর্থ দীর্ঘ করা। অর্থাৎ, মাদ্দ বিশিষ্ট হরফটি উচ্চারণকালে শ্বাস এবং আওয়াজকে দীর্ঘ করে পাঠ করা। যেন স্বাভাবিকভাবে মাদ্দটি পরিপূর্ণ হয়।

মাদ্দ প্রথমত দুই প্রকার। যথা–

১. মাদ্দে আসলি (مد أصلي) মূল মাদ্দ বা ভিত মাদ্দ।

২. মাদ্দে ফারয়ি (مد فرعي) উপ-মাদ্দ বা শাখা মাদ্দ।

১. মাদ্দে আসলি (مد أصلي) এর বর্ণনা :

মাদ্দের হরফ তিনটি। যথা: و - ا - ي একত্রে واي বলে। ওয়াও সাকিনের পূর্বের হরফে পেশ, আলিফের পূর্বের হরফে যবর এবং ইয়া সাকিনের পূর্বের হরফে যের থাকলে উক্ত واي কে মাদ্দের হরফ বা حرف مد বলে। যেমন– نوحيها একে মাদ্দে আসলি (مد أصلي) বা মাদ্দে তাবয়ি (مد طبعي) ও বলে। এই মাদ্দ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পাঠ করতে হয়।

এক আলিফ দুই হরকতের সমান। بَ + بَ বলতে যে সময় প্রয়োজন হয় তা-ই এক আলিফের পরিমাণ। অথবা হাতের একটি আঙ্গুল সোজা অবস্থা থেকে মধ্যম গতিতে বন্ধ করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে এক আলিফ, দু'টি আঙ্গুল বন্ধ করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে দু'আলিফ বলে। এভাবে তিন ও চার আলিফের পরিমাণ নির্ধারিত করা যায়।

মাদ্দে আসলির আর একটি ধারা হল, যখন কোনো হরফে খাড়া যবর (ـٰ), খাড়া যের (ـٖ) এবং উল্টা পেশ (ـٗ) থাকে; তখন খাড়া যবরে আলিফযুক্ত মাদ্দের হুকুম, খাড়া যেরে ইয়াযুক্ত মাদ্দের হুকুম এবং উল্টা পেশে ওয়াওযুক্ত মাদ্দের হুকুম প্রযোজ্য হবে। একেও মাদ্দে আসলি বা তাবেয়ি-এর ন্যায় এক আলিফ দীর্ঘ করে পাঠ করতে হয়।

২. মাদ্দে ফারয়ি (مد فرعي) এর বর্ণনা :

মাদ্দে ফারয়ি দশ প্রকার। যথা–

১. মাদ্দে মুত্তাসিল বা ওয়াজিব (مد متصل أو واجب)

২. মাদ্দে মুনফাসিল বা জায়েজ (مد منفصل أو جائز)

৩. মাদ্দে আরিজ (مد عارض)

৪. মাদ্দে লিন (مد لين)

৫. মাদ্দে বদল (مد بدل)

৬. মাদ্দে সিলাহ (مد صلة)

৭. মাদ্দে লাজিম কালমি মুসাক্কাল (مد لازم كلمي مثقل)

৮. মাদ্দে লাজিম কালমি মুখাফফাফ (مد لازم كلمي مخفف)

৯. মাদ্দে লাজিম হারফি মুছাক্কাল (مد لازم حرفي مثقل)

১০. মাদ্দে লাজিম হারফি মুখাফফাফ (مد لازم حرفي مخفف)

উল্লেখ্য যে, মাদ্দে ফারয়ি-এর কোনো কোনো মাদ্দ গঠন করতে মাদ্দে আসলির সম্পর্ক থাকবে। তখন তার বিস্তারিত বর্ণনা না দিয়ে কেবল মাদ্দে আসলি বলে উল্লেখ করা হবে এবং মাদ্দের পরিমাণ নির্ণয় নীতি সম্পর্কে দেওয়া বিবরণ স্মরণ রাখতে হবে।

১. মাদ্দে মুত্তাসিল (مد متصل) : একই শব্দের মধ্যে মাদ্দে আসলির পরে হামজা থাকলে তাকে মাদ্দে মুত্তাসিল বা ওয়াজিব মাদ্দ বলে। এটা চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। যেমন : أُولَٰئِكَ۔ جِيْٓءَ۔ سُوْٓءَ۔ جَآءَ ইত্যাদি।

২. মাদ্দে মুনফাসিল (مد منفصل) : পাশাপাশি দুটি শব্দের প্রথম শব্দের শেষে মাদ্দে আসলি এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথমে হামজা থাকলে তাকে মাদ্দে মুনফাসিল বা জায়েজ মাদ্দ বলে। যথা وَمَآ أُنْزِلَ۔ الَّذِيْٓ أَطْعَمَهُمْ۔ قُوْٓا أَنْفُسَكُمْ ইত্যাদি।

৩. মাদ্দে আরিজ (مد عارض) : এই মাদ্দটি ওয়াক্ফ বা বিরতি অবস্থায় হয়। ওয়াসল বা মিলিয়ে পাঠ করলে মাদ্দ হয় না। ওয়াক্ফ বা বিরতির কারণে শব্দের শেষের হরফটিতে অস্থায়ীভাবে সাকিন করতে হয়। অস্থায়ী সাকিনের পূর্বে মাদ্দে আসলি থাকলে তাকে মাদ্দে আরিজ লিস্সুকুন (مد عارض للسكون) বলে। এটা তিন আলিফ থেকে চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়া হয়। তবে চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করা উত্তম। যেমন : حِسَابْ۔ تَعْلَمُوْنَ۔ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ইত্যাদি।

৪. মাদ্দে লিন (مد لين) : লিন অর্থ নরম করা বা সহজ করা। এটি ওয়াকফ (وقف) বা বিরতি অবস্থায় মাদ্দ হয়। ওয়াসল (وصل) বা মিলিয়ে পাঠ করলে মাদ্দ হয় না।

ওয়াও (و) সাকিন এবং ইয়া (ي) সাকিন– এর পূর্বের হরফে যবর থাকলে তাকে মাদ্দে লিন (مد لين) বলে। এটা এক আলিফ থেকে দুই আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। যেমন– بَيْتٌ . خَوْفٌ . سَيْرٌ ইত্যাদি।

৫. মাদ্দে বদল (مد بدل) : বদল অর্থ পরিবর্তন করা। হামজা সাকিনকে পূর্বের হরফের হরকত অনুযায়ী মাদ্দের হরফ (و+ا+ي) দ্বারা বদল বা পরিবর্তন করে পড়াকে মাদ্দে বদল (مد بدل) বলে। যেমন : اٰمَنَ মূলে أَأْمَنَ ছিল, اُوْمِنَ মূলে أُؤْمِنَ ছিল এবং اِيْمَانًا মূলে إِءْمَانًا ছিল।

হামজা হরফে শিদ্দাহ সিফাত থাকে বিধায় একত্রে দু'হামজা উচ্চারণ করা কঠিন। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী সহজ করণার্থে হরকত অনুযায়ী হরফ দ্বারা হামজাকে পরিবর্তন করা হয়েছে। এই মাদ্দ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

৬. মাদ্দে সিলাহ (مد صلة) : সিলাহ অর্থ হা (ه) জমিরে একটি মাদ্দ বৃদ্ধি করা, অর্থাৎ, হা (ه) জমিরে উল্টা পেশ হলে তার সাথে ওয়াও সাকিন বৃদ্ধি করে পড়া এবং হা (ه) জমিরে খাড়া যের হলে তার সাথে ইয়া সাকিন বৃদ্ধি করে পড়া। একে মাদ্দে সিলাহ (مد صلة) বলে। যেমন : لَهٗ–এর স্থলে لهو এবং بِهٖ এর স্থলে بهي, ইত্যাদি।

মাদ্দে সিলাহ (مد صلة) দুই প্রকার :

ক. সিলাহ তবিলাহ (صلة طويلة)

খ. সিলাহ কাসিরাহ (صلة قصيرة)

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

ক. সিলাহ তবিলাহ (صلة طويلة) : হা (ه) জমিরের পূর্বে এবং পরে হরকত থাকলে এবং পরের হরকতটি হামজার উপর হলে তখন পেশের সাথে و (ওয়াও) বৃদ্ধি করে এবং যেরের সাথে يِ (ইয়া) বৃদ্ধি করে মাদ্দে মুনফাসিলের ন্যায় তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়াকে সিলাহ–এ তবিলাহ বলে। যেমন – مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ . مِنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ইত্যাদি।

খ. সিলাহ কাসিরা (صلة قصيرة) : হা (ه) জমিরের পূর্বে এবং পরে হরকত থাকলে এবং পরের হরফটি হামজা না হলে তখন তার পেশের সাথে ওয়াও (و) এবং যেরের সাথে ইয়া (ي) বৃদ্ধি

করে মাদ্দে আসলির ন্যায় এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়াকে সিলাহ–এ কাসিরাহ বলে। যেমন– إِنَّهُ هُوَ এবং يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ইত্যাদি।

৭. মাদ্দে লাজিম কালমি মুসাককাল (مد لازم كلمي مثقل) : একই শব্দের মধ্যে মাদ্দের হরফের পরে তাশদিদযুক্ত আসলি সাকিন হলে তাকে মাদ্দে লাজিম কালমি মুসাক্কাল বলে। যথা: حَآجَّةٌ - دَآبَّةٌ - ضَآلِّيْنَ ইত্যাদি। এটা চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

৮. মাদ্দে লাজিম কালমি মাখাফ্ফাফ (مد لازم كلمي مخفف) : একই শব্দের মধ্যে মাদ্দের হরফের পরে জযমযুক্ত আসলি সাকিন হলে তাকে মাদ্দে লাজিম কালমি মুখাফ্ফাফ বলে। যথা: آٰلْئٰنَ এটা চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

৯. মাদ্দে লাজিম হারফি মুসাক্কাল (مد لازم حرفي مثقل): হুরুফে মুক্বাত্তাআত- যা সুরার প্রারম্ভে থাকে, তার মধ্যে যে সমস্ত হরফের নাম তিন হরফ বিশিষ্ট তাতে যদি মাদ্দের হরফের পরে তাশ্দিদযুক্ত আসলি সাকিন থাকে তাহলে তাকে মাদ্দে লাজিম হারফি মুসাক্কাল বলে। যথা- الٓمّٓ طٰسٓمّٓ ইত্যাদি। একে চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

১০. মাদ্দে লাজিম হারফি মুখাফ্ফাফ (مد لازم حرفي مخفف) : হুরুফে মুক্বাত্তায়াত যা সুরার প্রারম্ভে থাকে, তার মধ্যে যে সমস্ত হরফের নাম তিন হরফ বিশিষ্ট ঐ সমস্ত হরফে মাদ্দের হরফের পরে যজমযুক্ত আসলি সাকিন হলে তাকে মাদ্দে লাজিম হরফি মুখাফ্ফাফ বলে। যেমন : يٰسٓ - الٓرٰ - حٰمٓ - نٓ - صٓ ইত্যাদি। একে চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

৩য় পাঠ

আরবি হুরুফের ছিফাতের বিবরণ

সিফাত صفة -এর বহুবচন صِفَات অর্থ- গুণ। অর্থাৎ, যেই রীতিনীতি বা অবস্থায় আরবি হরফসমূহ উচ্চারিত হয় তাকে সিফাত صفات বলে। বিভিন্ন হরফের বিভিন্ন প্রকার সিফাত আছে। কোনো হরফের উচ্চারণ শক্তিসহকারে, কোনো হরফের উচ্চারণ নরমভাবে, কোনো হরফের আওয়াজ উচ্চ গতির, কোনো হরফের আওয়াজ নিম্ন গতির, আবার কোনো হরফের উচ্চারণ মধ্যম গতির। এরূপ

হুরুফের গুণগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই একই মাখরাজের দুটি হরফ দু'রকম উচ্চারিত হয়। অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যেও স্বভাবগত পার্থক্য রয়েছে। কেউ উগ্র, কেউ নম্র। আবার কেউ সাধারণ স্বভাবের, কেউ চরম স্বভাবের। যখন তাদের মধ্যে বিদ্যা বা অন্য কোনো মানবিক গুণ প্রবেশ করে, তখন তাদের স্বভাব পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন– দুধ চিনি মিশ্রিত হলে দুধের রং পরিবর্তন না হলেও স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায়। ঠিক এভাবে আরবি হুরুফের মাখরাজ দ্বারা কোনো হরফ কোথা হতে উচ্চারিত হবে তা জানা যায়। এর দ্বারা মাপকাঠির ন্যায় হরফের পরিমাপ নির্ধারণ করা যায়। আর সিফাত দ্বারা হরফসমূহ কিভাবে, কী স্বভাবে, কী গুণে মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হবে তা জানা যায়। সুতরাং যখন কোনো হরফে কোনো সিফাত উপস্থিত হয়, তখন সেই হরফকে ঐ সিফাতের মওসুফ নামে অভিহিত করা হয়। হরফের নিজ নিজ রূপে পরিচিত হওয়ার এবং সঠিকভাবে উচ্চারিত হওয়ার মূলেই রয়েছে মাখরাজ ও সিফাত। আরবি হরফের জন্য এই মাখরাজ ও সিফাতের সুনির্ধারিত নিয়ম-কানুন আছে বলেই এ ভাষা এত মাধুর্যমণ্ডিত ও সুন্দর। তা না হলে হরফগুলো হাঁসের দলের চলার শব্দের ন্যায় উচ্চারিত হয়ে বিশেষত্বহীন হয়ে পড়ত এবং অর্থও ঠিক থাকত না।

সিফাত প্রথমত দুই প্রকার :

১. আস-সিফাতুজ্ জাতিয়াতুল লাজিমাহ (اَلصِّفَاتُ الذَّاتِيَّةُ اللَّازِمَةُ)

২. আস্-সিফাতুল্ মুহাস্সিনাতুল্ আরিজিয়াহ (اَلصِّفَاتُ الْمُحَسِّنَةُ الْعَارِضِيَّةُ)

১. **আস্-সিফাতুজ্ জাতিয়াতুল লাজিমাহ্ (اَلصِّفَاتُ الذَّاتِيَّةُ اللَّازِمَةُ)**: এ প্রকার সিফাত আদায় না হলে মূল হরফই থাকে না। যেমন– نصر الله -এর ص সাদ-এর উচ্চারণ পোর বা মোটা। পক্ষান্তরে, বারিক উচ্চারিত হলে ص এর স্থলে س হয়ে نسر الله -এ পরিণত হয়। যা মারাত্মক ভুল।

২. **আস্-সিফাতুল মুহাস্সিনাতুল্ আরিজিয়াহ্ (اَلصِّفَاتُ الْمُحَسِّنَةُ الْعَارِضِيَّةُ)**: এ প্রকার সিফাত যদি আদায় না হয়, তাহলে হরফ ঠিক থাকলেও সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়ে যায়। যেমন– نصر الله -এর আল্লাহর শব্দের (লাম) উচ্চারণ পোর বা মোটা। পক্ষান্তরে, বারিক উচ্চারিত হলে লাম হরফ ঠিক থাকলেও সৌন্দর্য থাকে না। এজন্য আস-সিফাতুজ জাতিয়া (اَلصِّفَاتُ الذَّاتِيَّةُ) আদায় করা ফরজ, আর আস-সিফাতুল মুহাস্সিনাহ্ (اَلصِّفَاتُ الْمُحَسِّنَةُ) আদায় করা মুস্তাহাব।

আস্–সিফাতুজ জাতিয়া দুই প্রকার। যথা–

ক. (اَلصِّفَاتُ الْمُتَضَادَّةُ) (আস্সিফাতুল মুতাজাদ্দাহ)

খ. (اَلصِّفَاتُ غَيْرُ الْمُتَضَادَّةِ) (আস সিফাতু গাইরুল মুতাজাদ্দাহ)

ক. আস্-সিফাতুল মুতাজাদ্দাহ (اَلصِّفَاتُ الْمُتَضَادَّةُ) (পরস্পর বিপরীত সিফাত) এর বর্ণনা : ইহা ১০ প্রকার। যথা–

১. হাম্‌স (هَمْس) ২। জাহ্‌র (جَهْر) ৩. শিদ্দাত (شِدَّة)

৪. রিখওয়াত (رِخْوَة) এবং তাওয়াসসুত (تَوَسُّط) ৫. ইস্তি'লা (اِسْتِعْلَاء)

৬. ইস্তিফাল (اِسْتِفَال) ৭. ইত্বাক্ব (اِطْبَاق) ৮. ইনফিতাহ (اِنْفِتَاح)

৯. ইয্‌লাক (اِذْلَاق) এবং ১০. ইসমাত (إِصْمَات)

নিম্নে এগুলো বিবরণ দেওয়া হল।

১. হাম্‌স (هَمْس): এই সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজে নরম-মৃদু আওয়াজ হয় এবং শ্বাস চলমান থাকে। একে সিফাতে হাম্‌স (صِفَة هَمْس) বলে। এরূপ সিফাতের হরফ ১০টি। হরফগুলোকে হুরুফে মাহ্‌মুসা বলে। একত্রে এ হরফগুলো হলো- فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ

উদাহরণ : فَحَدِّثْ -এর ث (ছা)।

২. জাহ্‌র (جَهْر): এ সিফাত আদায় করার সময় আওয়াজ মাখরাজে এমন জোরের সাথে লাগে, যাতে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং আওয়াজ উচ্চ হয়। একে সিফাতে জাহ্‌র (صِفَة جَهْر) বলে। এরূপ সিফাতের হরফ ১৯টি। এদেরকে হুরুফে মাজহুরা বলে। ইহা হুরুফে মাহ্‌মুসার বিপরীত হুরুফ। হরফগুলো হলো-

ا - ب - ج - د - ذ - ر - ز - ض - ط - ظ - ع - غ - ق - ل - م - ن - و - ء - ي

উদাহরণ : اِنْشَقَّ الْقَمَرُ -এর ق (ক্বাফ)।

৩. শিদ্দাত (شِدَّة): এই সিফাত আদায় করার সময় আওয়াজ মাখরাজে এমন জোরে লাগে, যাতে কঠিন আওয়াজে উচ্চারিত হয়ে পরে আওয়াজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এ সিফাতকে সিফাতে শিদ্দাত (صِفَة شِدَّة) বলে। এরূপ সিফাতের হরফ ৮টি। যথা– একত্রে أَجِدُ قَطُّ بَكَتْ একে হুরুফে শাদিদাহ্ বলে।

উদাহরণ : مَأْكُوْل -এর ء (হামজা)।

তাওয়াসসুত (تَوَسُّط) : এই সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজে আওয়াজ সম্পূর্ণ বন্ধও হয় না, আবার সম্পূর্ণ চালুও থাকে না। এটা কঠিনও নয়, নরমও নয়, মধ্যম অবস্থায় উচ্চারিত হয়। একে সিফাতে তাওয়াস্‌সুত (صِفَةَ تَوَسُّط) বলে। এ সিফাতের হরফ ৫টি। একত্রে এ হরফগুলো হলো- لِنْ عُمَرَ এদেরকে (حروف متوسطة) (হুরুফে মুতাওয়াস্‌সিতাহ্) বলে।

উদাহরণ: اَنْعَمْتَ -এর ن (নুন)।

এখানে উল্লেখ্য যে, হুরুফে মুতাওয়াস্‌সিতাহ্‌র বিপরীত সিফাত নেই বিধায় এদেরকে হুরুফে শাদিদার সাথে একত্রে গণনা করা হয়, অর্থাৎ, শাদিদার আট হরফ এবং মুতাওয়াস্‌সিতাহর পাঁচ হরফ, এই ১৩ হুরুফের সিফাতের বিপরীত সিফাত হিসেবে রিখ্‌ওয়াতকে ধরা হয়।

৪. **রিখ্‌ওয়াত (رِخْوَة)** : এই সিফাত আদায় করার সময় আওয়াজ মাখরাজে এমন হালকাভাবে উচ্চারিত হয় যাতে আওয়াজ চালু ও নরম থাকে। একে সিফাতে রিখ্‌ওয়াত (صِفَةَ رِخْوَة) বলে। এরূপ সিফাতের হরফ ১৬টি। যথা– ث ـ ح ـ خ ـ ذ ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ظ ـ غ ـ ف ـ و ـ ه ـ ء ـ ي এদের হুরুফে রিখ্‌ওয়াহ্ (حروف رخوة) বলে।

উদাহরণ – اَحْسَنَ এর ح (হা)।

৫. **ইস্তি'লা (اِسْتِعْلَاء)** : এই সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজ অনুযায়ী জিহ্বার গোড়া সর্বদা উপরের তালুর দিকে উঠতে থাকে, যার কারণে হরফগুলো পোর বা মোটা হয়ে উচ্চারিত হয়। একে সিফাতে ইস্তি'লা (صفة استعلاء) বলে। এর হরফ ৭টি, যথা– একত্রে خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ - এদের হুরুফে মুস্তালিয়াহ্ (حروف مستعلية) বলে।

উদাহরণ- أَخْرَجَ এর خ (খা)।

৬. **ইস্তিফাল (اِسْتِفَال)** : এই সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজ থেকে জিহ্বার গোড়া উপরের দিকে উঠে না। যার কারণে হরফগুলো বারিক বা হালকা-পাতলা হয়ে উচ্চারিত হয়। একে সিফাতে ইস্তিফাল (صِفَةَ اِسْتِفَال) বলে। এ সিফাতের হরফ ২২টি। যথা– ا ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ع ـ ف ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ و ـ ه ـ ء ـ ي এদেরকে হুরুফে মুস্তাফিলাহ্ (حروف مستفلة) বলে।

উদাহরণ : مسكين এর س (সিন)।

৭. ইত্বাক্ব (اطباق) : এই সিফাত আদায় করার সময় হুরুফের নিজ নিজ মাখরাজ থেকে জিহ্বার মাঝ অংশ উপরের তালুর সঙ্গে মিশে যায় এবং মুখ ভর্তি হয়ে উচ্চারিত হয়। একে সিফাতে ইত্বাক্ব (صفة اطباق) বলে। এর হরফ ৪টি। যথা – ص ـ ض ـ ط ـ ظ এদের হুরুফে মুত্বাক্বাহ্ (حروف مطبقة) বলে।

উদাহরণ- أَقْصَى এর ص (সাদ)।

৮. ইন্ফিতাহ্ (انفتاح) : এই সিফাত আদায় করার সময় নিজ নিজ মাখরাজ থেকে জিহ্বার মাঝের অংশ প্রশস্ত হয় এবং উপরের তালু থেকে পৃথক থাকে। একে সিফাতে ইনফিতাহ্ (صفة انفتاح) বলে। এর হরফ ২৫টি। (ইত্বাক্ব-এর ৪টি ব্যতীত বাকি হুরুফ)। এ হরফগুলোকে হুরুফে মুন্ফাতিহাহ্ (حروف منفتحة) বলে।

উদাহরণ : اعلم এর ع (আ'ইন)।

৯. ইয্লাক্ব (اذلاق) : এই সিফাত আদায় করার সময় হরফ মাখরাজ থেকে জিহ্বার কিনারা এবং ঠোঁটের কিনারা দ্বারা অতি সহজে দ্রুত আদায় হয়। একে সিফাতে ইয্লাক্ব (صفة اذلاق) বলে। এই সিফাতের হরফ ৬টি। একত্রে فِرَّ مِنْ لُبِّ এ হরফগুলোক হুরুফে মুয্লাক্বাহ্ (حروف مذلقة) বলে।

উদাহরণ: مفلحون এর ف (ফা)।

১০. ইস্মাত (اصمات) : এই সিফাত আদায় করার সময় খুব মজবুতভাবে এবং দৃঢ়তার সাথে আদায় হয়। সহজভাবে এবং তাড়াতাড়ি আদায় হয় না। একে সিফাতে ইস্মাত (صفة اصمات) বলে। এর হরফ ২৩টি (মুয্লাক্বাহ্ এর ৬টি হরফ ব্যতীত সকল হরফ)। এদেরকে হুরুফে মুস্মাতাহ (حروف مصمتة) বলে।

উদাহরণ : أُحْسِن এর ح (হা)।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে,বর্ণিত ১০ (দশ)টি সিফাতকে আস্-সিফাতুল মুতাজাদ্দাহ (الصفات المتضادة) বলে। এদের একটি অন্যটির বিপরীত। পরবর্তীতে যে সিফাতগুলোর বর্ণনা করা হবে,

সেগুলোর কোনো বিপরীত সিফাত নেই। উক্ত সিফাতসমূহকে আস্-সিফাতুল গায়রু মুতাজাদ্দাহ (الصفات غير المتضادة) বলে।

খ. আস্ সিফাতু গায়রুল মুতাযাদ্দাহ (الصفات غير المتضادة) **এর বর্ণনা :** ইহা ৭টি। যথা–

১। সফির (صفير) ২। ক্বলক্বলাহ (قلقلة) ৩। লিন (لين)

৪। ইন্‌হিরাফ (انحراف) ৫। তাক্‌রার (تكرار) ৬। তাফাশ্‌শি (تفشي)

৭। ইস্তিতালাহ (استطالة)

১. সফির (صفير) **:** এই সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজ থেকে এমন আওয়াজ বের হয়, যা চড়ুই পাখির আওয়াজ কিংবা মুখ থেকে বের হওয়া ফিশ্‌ফিশ্ আওয়াজের ন্যায়। এ সিফাতকে সিফাতে সফির (صفة صفير) বলে। এর হরফ তিনটি ص ـ س ـ ز এর হরফগুলোকে হুরুফে সফিরাহ্ (حروف صفيرة) বলে।

উদাহরণ : والسماء -এর س (সিন)।

২. ক্বলক্বলাহ্ (قلقلة) **:** এ সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজে শক্তিপূর্ণ কম্পন সৃষ্টি হয় এবং তা মুখভর্তি অবস্থায় কিঞ্চিৎ সময় নিয়ে শেষ হয়। ইহা ওয়াক্‌ফ অবস্থায় বৃদ্ধি পায় এবং ওয়াছ্‌ল (وصل) অবস্থায় হ্রাস পায়। এ সিফাতকে সিফাতে ক্বলক্বলাহ (صفة قلقلة) বলে। এর হরফ (৫) পাঁচটি। একত্রে قُطْبُ جَدٌّ এ হরফগুলোকে হুরুফে ক্বলক্বলাহ্ (حروف قلقلة) বলে।

উদাহরণ: وَقَبَ -এর ب (বা)।

৩. লিন (لين) **:** এ সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজের মধ্যে এমন নরমভাবে উচ্চারণ করতে হয় যাতে হরফের উপর ইচ্ছা করলে পাঠকারীর জন্য মাদ্দ করার অবকাশ থাকে। এ সিফাতকে সিফাতে লিন (صفة لين) বলে। এর হরফ দুইটি و ـ ي একে হুরুফে লিন (حروف لين) বলে।

উক্ত হরফদ্বয় সাকিন হলে এবং তার পূর্বের হরফে যবর থাকলে লিন (لين) সিফাত হবে।

উদাহরণ: خوف এর و (ওয়াও) এবং صيف এর ي (ইয়া)।

৪. ইন্‌হিরাফ (انحراف) **:** এ সিফাত আদায় করার সময় নিজ মাখরাজ থেকে জিহ্বা ফিরে অন্য মাখরাজের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয় বা উল্টে যায়। এ সিফাতকে সিফাতে ইন্‌হিরাফ (صفة انحراف) বলে। এর হরফ দুইটি ر ـ ل একে হুরুফে মুন্‌হারিফাহ্ (حروف منحرفة) বলে।

উল্লেখ্য, লাম (ل) আদায় করার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ (ر) রা এর মাখরাজের দিকে এবং (ر) রা আদায় করার সময় জিহ্বার কিয়দাংশ (ل) লাম এর মাখরাজের দিকে অগ্রসর হবে।

উদাহরণ: إِلَى فِرْعَوْنَ এর ل (লাম) এবং ر (রা)।

৫. তাক্‌রার (تكرار) : এই সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজের মধ্যে জিহ্বার অগ্রভাগে এমন কম্পন সৃষ্টি হয়, যার কারণে আওয়াজের মধ্যে বার বার একই হরফ উচ্চারণের শব্দ শুনা যায়। এই সিফাতকে সিফাতে তাকরার (صفة تكرار) বলে। এর হরফ ১৫টি। যথা- ر (রা)।

উদাহরণ : الرحمن এর ر (রা)।

উল্লেখ্য, তাকরার تكرار অর্থ এই নয় যে, এক ر (রা) কয়েকবার উচ্চারিত হবে। এরূপ ধারণা করা ভুল। বরং জিহ্বা নিজ আয়ত্বে রাখতে হয়।

৬. তাফাশ্‌শি (تَفَشِّيْ) : এই সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজের মধ্যে জিহ্বার পার্শ্ব এমনভাবে ধরে রাখতে হয় যাতে সহজভাবে আওয়াজ মুখের ভিতর বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই সিফাতকে সিফাতে তাফশ্‌শি (صفة تفشي) বলে। এর হরফ মাত্র একটি ش (শিন)। একে হরফে তাফাশ্‌শি (حرف تفشي) বলে।

উদাহরণ : الشمس -এর ش (শিন)।

৭. ইস্তিত্বালাহ (استطالة) : এই সিফাত আদায় করার সময় মাখরাজের পূর্ণ অংশ জুড়ে জিহ্বার এক পার্শ্ব থেকে আদ্বরাস দাঁতের মাড়ির পূর্ণ অংশ নিয়ে দীর্ঘ আওয়াজে উচ্চারিত হয়। এই সিফাতকে সিফাতে ইস্তিত্বালাহ (صفة استطالة) বলে। এর হরফ মাত্র একটি ض (দ্বাদ)। একে হরফে ইস্তিত্বালাহ (حرف استطالة) বলে।

উদাহরণ : ولا الضالين -এর ض (দ্বাদ)।

এখানে উল্লেখ্য যে, হুরুফের সিফাত সম্পর্কে পুস্তক পড়ে যথার্থ শিক্ষা লাভ করা যায় না। যথার্থ শিক্ষালাভের জন্য অবশ্যই বিষয় বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী উস্তাদের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি।

চতুর্থ পাঠ

ওয়াক্‌ফের বিবরণ

وَقْفٌ অর্থ থেমে যাওয়া। কুরআন মাজিদ পাঠকালে কোনো শব্দের শেষে বিরাম নেওয়াকে (وَقْفٌ) ওয়াক্‌ফ বলে। পাঠান্তে কোনো আয়াতের বা শব্দের শেষে আওয়াজ ও নিঃশ্বাস বন্ধ করে থেমে যাওয়া বা বিরাম নেওয়াকে পরিভাষায় (وَقْفٌ) ওয়াক্‌ফ বলে। তাজভিদ বিশারদগণের মতে, কোনো আয়াত বা শব্দ শেষ করে বিরামার্থে আওয়াজ ও নিঃশ্বাস বন্ধ করে পুনরায় শুরু করার জন্য থেমে যাওয়াকে (وَقْفٌ) ওয়াক্‌ফ বলে। কারো কারো মতে, এক শব্দকে তার পরবর্তী শব্দ থেকে পৃথক বা আলাদা করাকে (وَقْفٌ) ওয়াক্‌ফ বলে। ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) যে হরফের উপর করা হয়, উক্ত হরফ সাকিন না থাকলে সাকিন করে (وَقْفٌ) ওয়াক্‌ফ করতে হয়।

وَقْفٌ **এর প্রকারভেদ :** পদ্ধতিগতভাবে (وَقْفٌ) ওয়াক্‌ফ চার প্রকার যথা :

১. ওয়াক্‌ফ বিল-ইস্‌কান (وَقْفٌ بِالْإِسْكَانِ)

২. ওয়াক্‌ফ বিল -ইশ্‌মাম (وَقْفٌ بِالْإِشْمَامِ)

৩. ওয়াকাক্ষ বির-রাওম (وَقْفٌ بِالرَّوْمِ)

৪. ওয়াক্‌ফ বিল–ইব্‌দাল (وَقْفٌ بِالْإِبْدَالِ)

নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

১. ওয়াক্‌ফ বিল-ইস্‌কান (وَقْفٌ بِالْإِسْكَانِ): পাঠকালে কোনো আয়াত বা শব্দের শেষ হরফকে পূর্ণ সাকিন করে ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) করাকে (وَقْفٌ بِالْإِسْكَانِ) ওয়াক্‌ফ বিল ইসকান বলে। এটাই গুরুত্বপূর্ণ (وَقْفٌ) ওয়াক্‌ফ। যেমন– هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - يَعْلَمُوْنَ ইত্যাদি।

২. ওয়াক্‌ফ বিল-ইশমাম (وَقْفٌ بِالْإِشْمَامِ) : পাঠকালে কোনো আয়াত বা শব্দের শেষ হরফে পেশ থাকলে ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) কালে ঐ হরফ সাকিন করার পর উভয় ঠোঁট দ্বারা দ্রুত উক্ত পেশের দিকে ইশারা করে ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) করা হয়। এরূপ ওয়াকফকে ওয়াক্‌ফ বিল-ইশ্‌মাম (وَقْفٌ بِالْإِشْمَامِ) বলে। এটা প্রত্যাক্ষ করার যায়, কিন্তু শোনা যায় না। কাজেই বধির ব্যক্তিদের জন্য এটা

শিক্ষা করা সম্ভব, কিন্তু অন্ধব্যক্তিদের জন্য সম্ভব নয়। তবে তারা শিক্ষকের ঠোঁটে হাত লাগিয়ে কিঞ্চিৎ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এজন্য পাঠককে এভাবে ইশ্‌মাম উচ্চারণ করতে হবে: যাতে দর্শকগণ তার ঠোঁটের গোল আকৃতি দেখতে পায়। যেমন – قَدِيرٌ ـ نَسْتَعِيْنُ ইত্যাদি।

৩.ওয়াক্‌ফ বির্‌রাওম (وَقْفٌ بِالرَّوْمِ): পাঠকালে কোনো আয়াত বা শব্দের শেষ হরফে এক যের বা এক পেশ অথবা দুই যের বা দুই পেশ এর যে কোনটি থাকলে ওয়াক্‌ফকালে অতি মৃদু আওয়াজে আদায় করে ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) করাকে ওয়াক্‌ফ বিররাওম (وَقْفٌ بِالرَّوْمِ) বলে। এটা উচ্চারণকালে উক্ত হরকতের এক তৃতীয়াংশ উচ্চারিত হয় এবং পাঠক নিজে ও তার নিকটে অবস্থানকারীগণ শুনতে পারে। কিন্তু দূরে অবস্থানকারীগণ শুনতে পায় না। কাজেই এটা অন্ধব্যক্তিগণের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব কিন্তু বধিরগণের জন্য সম্ভব নয়। যথা– خَبِيْرٌ ـ عَلِيْمٌ ـ وَاللهِ ـ هُوَ اللهُ ইত্যাদি।

৪. ওয়াক্‌ফ বিল-ইব্‌দাল (وَقْفٌ بِالْإِبْدَالِ): পাঠকালে কোনো আয়াত বা শব্দের শেষ হরফে দুই যবর হলে ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) অবস্থায় ঐ দুই যবরকে এক যবর পড়তে হয় এবং এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) করতে হয়। উক্ত দুই যবরের পরে আলিফ থাক বা না থাক, উভয় অবস্থায়ই ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) কালে এক হরকত পড়তে হয় এবং এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করতে হয়। একে ওয়াক্‌ফ বিল-ইব্‌দাল (وَقْفٌ بِالْإِبْدَالِ) বলে। যথা– خبيرا ـ إيمانا ـ ونسآءً ـ شيئًا ইত্যাদি।

পাঠকের প্রয়োজনবোধে ওয়াক্‌ফ করাকে "ওয়াক্‌ফ বিল-মহল" (وَقْفٌ بِالْمَحَلِّ) বলে। এটা চার প্রকার। যথা–

১. ওয়াক্‌ফে ইখ্‌তিবারি (وَقْفٌ اِخْتِبَارِيٌ)

২. ওয়াক্‌ফে ইন্তিজারি (وَقْفٌ اِنْتِظَارِيٌ)

৩. ওয়াক্‌ফে ইজতিরারি (وَقْفٌ اِضْطِرَارِيٌ)

৪. ওয়াক্‌ফে ইখ্‌তিয়ারি (وَقْفٌ اِخْتِيَارِيٌ)

নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো–

১. ওয়াক্‌ফে ইখ্‌তিবারি (وَقْفٌ اِخْتِبَارِيٌ): রসমুল খত (رسم الخط) হিসেবে অনেক হরফ লেখা রয়েছে, কিন্তু তা পড়া হয় না; এরূপ হরফের মধ্যে কোনোটি مقطوع (বিচ্ছিন্ন), কোনটি موصول

(মিলিত) আবার কোনটি مَحذوف (বিলুপ্ত) থাকলে পাঠকালে উক্ত হরফের উপর ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) করা যায় না। কিন্তু শ্বাস বন্ধ হওয়ার কারণে অথবা কোনো ভয়ের কারণে ওয়াক্‌ফের নিয়ম-কানুন ব্যতীত ঐরূপ স্থানে ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) করা হলে তাকে ওয়াক্‌ফে ইখ্‌তিবারি (وَقْفُ اِخْتِبَارِيّ) বলে।

২. ওয়াক্‌ফে ইন্তিজারি (وَقْفُ اِنْتِظَارِيّ): একটি বাক্যের শেষে এমনভাবে ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) করা, যাতে দ্বিতীয় বাক্যের যোগাযোগ (عطف) রক্ষা করা যায়, তাকে ওয়াক্‌ফে ইন্তিজারি (وَقْفُ اِنْتِظَارِيّ) বলে।

৩. ওয়াক্‌ফে ইজ্‌তিরারি (وَقْفُ اِضْطِرَارِيّ) : পাঠকের অনিচ্ছায় (পাঠকালে) শ্বাস বন্ধ হওয়ার কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে পড়তে অক্ষম হলে তখন যে কোনো স্থানে ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) করা যায়, তবে পুনরায় পূর্বের শব্দ থেকে পড়তে হয়। এরূপ ওয়াক্‌ফকে ওয়াক্‌ফে ইজ্‌তিরারি (وَقْفُ اِضْطِرَارِيّ) বলে।

৪. ওয়াক্‌ফে ইখ্‌তিয়ারি (وَقْفُ اِخْتِيَارِيّ): পাঠকের ইচ্ছাধীন কোনো কারণ ছাড়াই নিজের সুবিধামত কোনো স্থানে ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) করাকে ওয়াক্‌ফে ইখ্‌তিয়ারি (وَقْفُ اِخْتِيَارِيّ)বলে।

ওয়াক্‌ফে ইখ্‌তিয়ারি বা নিজ ইচ্ছাধীন ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) আবার চার প্রকার। যথা–

১. ওয়াক্‌ফে তাম (وَقْفٌ تَامٌّ) বা পূর্ণ বিরাম।

২. ওয়াক্‌ফে কাফি (وَقْفٌ كَافِي) বা যথেষ্ট বিরাম।

৩. ওয়াক্‌ফে হাসান (وَقْفٌ حَسَن) বা ভাল বিরাম।

৪. ওয়াক্‌ফে ক্বাবিহ্‌ (وَقْفٌ قَبِيْح) বা মন্দ বিরাম।

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. ওয়াক্‌ফে তাম (وَقْفٌ تَامٌّ): এটা এমন শব্দে ওয়াক্‌ফ করা, যাতে পরবর্তী শব্দের সাথে শব্দগত বা অর্থগত কোনো সম্পর্ক থাকে না। অর্থাৎ, বাক্যও শেষ এবং অর্থও শেষ। এমন স্থানে ওয়াক্‌ফ করাকে ওয়াক্‌ফে তাম (وَقْفٌ تَامٌّ) বলে। যথা – مالك يوم الدين ـ وإياك نستعين ـ وأولئك هم المفلحون ইত্যাদি।

২. ওয়াক্‌ফে কাফি (وَقْفٌ كَافِي): এই ওয়াক্‌ফ এমন শব্দের উপর করা হয়, পরবর্তী শব্দের সাথে যার শাব্দিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু অর্থগত সম্পর্ক রয়েছে। এরূপ শব্দের উপর ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) করাকে ওয়াক্‌ফে কাফি (وَقْفٌ كَافِي) বলে। যেমন– الله الصمد -এর সাথে لم يلد সম্পর্কযুক্ত। وتبَّ -এর সাথে ما أغنى সম্পর্কযুক্ত ইত্যাদি। এরূপ ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) কেবল عالم বা বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে করা সম্ভব। সাধারণ পাঠকের জন্য ওয়াক্‌ফের চিহ্নের উপর ওয়াক্‌ফ করা উত্তম।

৩. ওয়াক্‌ফে হাসান (وَقْفٌ حَسَنٌ): এটা এমন শব্দের উপর ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) করা, যেখানে অর্থ পূর্ণ হয়েছে কিন্তু পরবর্তী শব্দের সাথেও শব্দগত ও অর্থগত উভয় প্রকার সম্পর্ক রয়েছে। এরূপ ওয়াক্‌ফ করাকে ওয়াক্‌কে হাসান (وَقْفٌ حَسَن) বলে। যথা– يوسوس في صدور الناس -এর সাথে من الجنة والناس এর উভয় প্রকার সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। তবে এখানে উভয় আয়াতে চিহ্ন থাকায় ওয়াক্‌ফ করা বৈধ।

৪. ওয়াক্‌ফে ক্ববিহ (وَقْفٌ قَبِيْح): এটা এমন শব্দের উপর ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) করা হয়, যা পরবর্তী শব্দের উপর ওয়াক্‌ফের কোনো চিহ্ন নেই; বরং পরবর্তী শব্দের সাথে শাব্দিক ও অর্থগত দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। এরূপ ওয়াক্‌ফ (وَقْفٌ) কে ওয়াক্‌ফে ক্ববিহ (وَقْفٌ قَبِيْح) বলে। যথা– الحمد এর দালের উপর এবং مالك يوم الدين -এর يوم এর মিমের উপর ওয়াক্‌ফ করা। এরূপ ওয়াক্‌ফ করা অনুচিত। তবে অনিচ্ছাকৃত হলে পুনরায় এর পূর্বের শব্দ থেকে আরম্ভ করতে হয়।

কুরআন মাজিদে বিদ্যমান ওয়াক্‌ফের চিহ্নসমূহের বর্ণনা :

ক্রমিক	চিহ্ন	মর্ম	মর্মার্থ
১	۰	বিরাম	আয়াত সমাপ্তির বিরাম চিহ্ন
২	م	লাজিম	বিরতি অবশ্য কর্তব্য।
৩	ط	মুত্বলাক্ব	বিরতি খুব ভাল, মিলানো ঠিক নয়।
৪	ج	জায়িজ	বিরতি ভাল, মিলানো যায়।
৫	ز	মুযাওওয়াজ	বিরতির চেয়ে মিলানো ভাল।
৬	ص	মুরাখ্‌খাস	মিলানো ভাল বিরতির চেয়ে।
৭	ق	ক্বিল'আ:সা: ওয়াক্‌ফ	মিলানো ভাল।

৮	لا	লা-ওয়াক্ফ	বিরতি নয়, অবশ্যই মিলাবে।
৯	س	সাকতাহ	নিঃশ্বাস রেখে কিঞ্চিৎ বিরতি।
১০	قف	আমর ওয়াক্ফ	বিরতি, মিলানো ঠিক নয়
১১	قلے	ওয়াক্ফ আওলা	মিলানোর চেয়ে বিরতি ভাল।
১২	قلا	ক্বিলা-লা ওয়াক্ফা আঃ সাঃ	বিরতির চেয়ে মিলানো ভাল
১৩	وَقْفَةٌ	ওয়াক্ফাহ্	সাকতার ন্যায়, কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বিরতি।
১৪	صل	আমর-ওয়াছল	মিলানো ভাল।
১৫	صلے	ওয়াছল-আওলা	মিলানো অতি উত্তম।
১৬	وَقْف النبي (ﷺ)	ওক্বফুন্ নবি	নবির ওয়াক্ফ, বিরতি ভাল।
১৭	وَقْف غفران	ওয়াক্ফ গুফরান	বিরতিতে পাপ মোচন।
১৮	وَقْف جبريل	ওয়াক্ফ জিব্রাইল	বিরতিতে বরকত বৃদ্ধি।
১৯	وَقْف منزل	ওয়াক্ফ মনযিল	মিলানোর চেয়ে বিরতি ভাল।

৫ম পাঠ

অতিরিক্ত আলিফের বর্ণনা

ইলমে তাজভিদে আলিফে জায়েদা বা অতিরিক্ত আলিফের গুরুত্ব অনেক। কারণ পাঠক যদি না জানে কোন আলিফকে পড়তে হবে আর কোনটিকে পড়া যাবে না তাহলে অতিরিক্ত আলিফকে মূল আলিফ মনে করে মাদ্দ করবে। ফলে তেলাওয়াত ভুল হবে। অতিরিক্ত আলিফগুলো সাধারণত رسم الخط বা লেখার নিয়মে এসে থাকে, কিন্তু পড়ার সময় আসে না। তাই এগুলোকে الف زائدة বা অতিরিক্ত আলিফ বলে।

যেমন اَنَا জমির এর আলিফ। এটা পূর্বে আলিফ ছিল না। জমিরের নুন আনা (اَنَ) সর্বদা যবর বিশিষ্ট হয় এবং মাসদারের নুন সর্বদা (اَنْ) (আন) জযম বিশিষ্ট হয়। হজরত উসমান (رضي الله عنه) এর খেলাফতকালে কুরআন মাজিদে হরকত ছিল না। হরকতবিহীন জমিরের اَنَ আর মাসদারের اَنْ দেখতে

এক রকম ছিল। পার্থক্য করা কঠিন হওয়ায় সাধারণের পাঠে জটিলতা দেখা দেয়। এজন্য সর্ব সাধারণের নির্ভুল পাঠের সুবিধার্থে উভয় أَن এর মাঝে পার্থক্য করার জন্য জমিরের أَنَ এর সাথে একটি। (আলিফ) বৃদ্ধি করে أَنَا করা হয়।

ইমামুল কোররা হজরত হাফস র. এর মতানুসারে سلاسلا ও قواريرًا এর শেষে وَقْفْ এর সময়। পড়া হয়, কিন্তু وصل (মিলিয়ে পড়া) এর সময় পড়া হয় না। কারণ এটা رسم الخط এর। (আলিফ)। এ ছাড়া কুরআন মাজিদের চার স্থানে ثمودًا এর শেষে। লেখা হলেও তা পড়া হয় না। যেমন–

১. সুরা হুদ এর ৬ষ্ঠ রুকুতে اَلَا إِنَّ ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ

২. সুরা ফুরকান এর ৪র্থ রুকুতে وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَاَصْحَابَ الرَّسِّ

৩. সুরা নাজম এর ৩য় রুকুতে وَثَمُوْدَا فَمَا اَبْقٰى

৪. সুরা আনকাবুত এর ৪র্থ রুকুতে وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ

উক্ত চার স্থানে ثَمُوْد এর د এর হরকতকে হজরত আবু বকর (ﷺ) এবং কিরাত শাস্ত্রের ইমামগণ দুই যবরের তানভিন পড়েছেন। ইমাম হাফস এমত পোষণ করেন না। এমতাবস্থায় د এ একটি। দিয়ে অন্যান্য ইমামগণের কিরাত আছে তার প্রমাণ রাখা হয়েছে। এ কারণে ইমাম হাফসের মতে ثَمُوْدَا এর। পড়া যায় না।

رسم الخط এর। চেনার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তাই পাঠকের সুবিধার্থে কুরআন মাজিদের অতিরিক্ত আলিফের একটা তালিকা পেশ করা হলো।

জানা আবশ্যক যে অতিরিক্ত আলিফ ২ প্রকার। যথা–

১. رسم الخط এর ঐ আলিফ, যা وَقْفْ এর সময় পড়া হয়, কিন্তু وصل এর সময় পড়া হয় না। যেমন–

ক. أَنَا জমিরের আলিফ। কুরআনের যেখানেই উহা থাকুক না কেন। যেমন–وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُّمْ

খ. [الكهف: ٣٨] {لٰكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ} এর لٰكِنَّا এর নুনের পরের আলিফ (ا)

গ. [الأحزاب: ٦٦] {وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا} এর الرسولا এর শেষের আলিফ (ا)

ঘ. [الأحزاب: ٦٧] {فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا} এর السبيلا এর শেষের আলিফ (ا)

ঙ. [الأحزاب: ١٠] {وَتَظُنُّوْنَ بِاللهِ الظُّنُوْنَا} এর الظنونا এর শেষের আলিফ (ا)

চ. [الإنسان: ٤] {اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا} এর سلسلا এর শেষের আলিফ (ا)

ছ. [الإنسان: ١٥] {كَانَتْ قَوَارِيْرَا} এর قواريرا এর শেষের আলিফ (ا)

২. رسم الخط এর ঐ আলিফ যা وَقْفٌ ও وصف কোনো অবস্থায় পড়া হয় না। যেমন–

ক. لا এর আলিফ (ا) পাঁচ স্থানে অতিরিক্ত হয়। যথা-

১. [آل عمران: ١٥٨] {لَااِلَى اللهِ تُحْشَرُوْنَ} এর لا এর আলিফ (ا)

২. [التوبة: ٤٧] {وَلَا اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ} এর لا এর আলিফ (ا)

৩. [النمل: ٢١] {اَوْ لَااَذْبَحَنَّهٗ} এর لا এর আলিফ (ا)

৪. [الصافات: ٦٨] {ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَااِلَى الْجَحِيْمِ} এর لا এর আলিফ (ا)

৫. [الحشر: ١٣] {لَااَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنَ اللهِ} এর لا এর আলিফ (ا)

খ. نبائ ـ ملائه ـ مائتين ـ مائة ـ لشائ ـ اَفَائِن এর আলিফ (ا)

খ. [الإنسان: ١٦] {قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ} এর قواريرا এর আলিফ (ا)

ষষ্ঠ পাঠ

সাকতার বিবরণ

সুন্দরভাবে কুরআন মাজিদ পাঠের ক্ষেত্রে السكتة এর গুরুত্ব অনেক। সাকতা শব্দের অর্থ বাঁধা দেওয়া। পরিভাষায়- তেলাওয়াত চালু রাখার নিয়তে নিশ্বাস না বন্ধ করে وَقْفٌ এর চেয়ে কিছু কম সময় আওয়াজ বন্ধ রাখাকে সাকতা বলে। ইহা কালিমার মধ্যখানা বা শেষে হয়ে থাকে। সাকতার নিয়ম কিয়াসি নয়, বরং সামায়ি। সাকতার আলামত হিসেবে কুরআন মাজিদে السكتة/س চিহ্ন অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়।

সাকতা মোট ৪ স্থানে করা হয়। যথা:

১. [الكهف: ١، ٢] {وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا سكتة قَيِّمًا} এর عِوَجًا শব্দের আলিফের উপর। অবশ্য এখানে ২ আয়াতকে মিলিয়ে পড়ার সময়ই سكتة হয়ে থাকে।

২. [يس: ٥٢] {مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا سكتة هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ} এর مَرْقَدِنَا এর। এর উপর।

৩. [القيامة: ٢٧] {وَقِيْلَ مَنْ سكتة رَاقٍ} এর مَنْ এর নুনের উপর। এখানে নুনকে প্রকাশ করে পড়তে হবে। কেননা সাকতা এদগামকে বাঁধা দেয়।

৪. [المطففين: ١٤] {كَلَّا بَلْ سكتة رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ} এর بَلْ এর ل এর উপর। এখানেও এদগাম নিষিদ্ধ হওয়ায় ل কে প্রকাশ্য পড়তে হবে।

জ্ঞাতব্য :

১. [الحاقة: ٢٨، ٢٩] {مَا اَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ . هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ} এর মধ্যে এদগাম, ওয়াক্‌ফ বা এবং সাকতা সব করা বৈধ।

২. অনুরূপভাবে সুরা আনফালের শেষ শব্দকে সুরা তাওবার সাথে মিলিয়ে পড়ার সময় সুরা আনফালের শেষাক্ষরে সাকতা করা জায়েজ আছে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. বিশুদ্ধ কেরাতের শর্ত কয়টি ?

ক. দুই　　খ. তিন

গ. চার　　ঘ. পাঁচ

২. قلقلة এর অক্ষর কয়টি ?

ক. ৪টি　　খ. ৫টি

গ. ৬টি　　ঘ. ৭টি

৩. কোনো অক্ষরে খাড়া যবর থাকা কোন মদ্দের আলামত ?

ক. মুত্তাছিল　　খ. মুনফাসিল

গ. লিন　　ঘ. তবায়ি

৪. আল কুরআনে কয় স্থানে সাকতা করা হয়?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

৫. নিচের কোনটি تفشي এর হরফ?

ক. ش খ. ج

গ. ي ঘ. ز

৬. الصفات الذاتية কত প্রকার?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

৭. قوآ أنفسكم আয়াতাংশে কোন প্রকারের مد হয়েছে?

ক. মাদ্দে মুত্তাসিল খ. মাদ্দে মুনাফিযল

গ. মাদ্দে আরিজ ঘ. মাদ্দে লিন

৮. মাদ্দে সিলাহ কত প্রকার?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

৯. প্রসিদ্ধ কারির সংখ্যা কতজন?

ক. ৬ খ. ৭

গ. ৮ ঘ. ৯

১০. ث-বর্ণের সিফাত কোনটি?

ক. হামস খ. শিদ্দাত

গ. তাওয়াসসুত ঘ. ইস্তিলা

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. মাদ্দে সিলাহ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২. মাদ্দে ফরয়ি কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের একটি করে উদাহরণ দাও।

৩. استعلاء কাকে বলে? ইস্তেলার হরফ কয়টি ও কী কী? লেখ।

৪. কিরাতের স্তরসমূহ লেখ।

৫. وقف কাকে বলে? وقف কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

৬. سكتة কাকে বলে? কুরআনে কতস্থানে সাকতা করা হয়? আয়াতসহ উল্লেখ কর।

শিক্ষক নির্দেশিকা

আল কুরআন মানব জীবনের সার্বিক বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এতে একদিকে যেমনিভাবে মানব জীবনের আত্মিক বিষয় বিবৃত হয়েছে, তেমনিভাবে মানুষের জাগতিক কর্মকাণ্ডের সুস্পষ্ট বিধানাবলি ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। জ্ঞানের ভাণ্ডার আল কুরআন থেকে এসব নির্দেশনা প্রাপ্তির জন্য আল কুরআন অধ্যয়ন অপরিহার্য। এ লক্ষ্যেই মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য আল কুরআনকে পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আল কুরআন শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত গতানুগতিক ধারা অনুসৃত হয়ে আসছে। কিন্তু মানব জীবন গতিশীল এবং তার কর্মকাণ্ডের ধারাও পরিবর্তনশীল হওয়ায় শিক্ষাদান ব্যবস্থায়ও বিশ্বব্যাপী আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

তাই বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন, নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে, সরকার কর্তৃক জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুমোদিত হয়েছে। এ শিক্ষানীতির আলোকে আল কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, জীবনঘনিষ্ট, ফলপ্রসু এবং শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক মনস্ক, কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষকর্মী, মূল্যবোধ সম্পন্ন, সৎ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পুস্তকটি কারিকুলামের নির্দেশনা মোতাবেক আল কুরআনের উপর একটি ভূমিকা, মুখস্থকরণের জন্য কিছু সুরা এবং বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে তার মূল বক্তব্য, শানে নুজুল, প্রয়োজনীয় টীকাসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় প্রতিটি বিষয়ের শেষে আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী অনুশীলনের নমুনা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় গতানুগতিক মুখস্থ নির্ভরতা পরিহার করে দক্ষতাভিত্তিক অনুশীলনী সংযোজন করা হয়েছে। সবশেষে তাজভিদ অংশ সংযোজন করা হয়েছে।

পাঠদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ আয়ত্ব করানো এবং পাঠের প্রতি তাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা শিক্ষকের নিজস্ব কৌশল প্রয়োগের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এতদসত্ত্বেও সম্মানিত শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিম্নে কিছু পরামর্শ প্রদত্ত হলো :

১। যেহেতু আল কুরআন আল্লাহর বাণী সম্বলিত মহাগ্রন্থ, সেহেতু পুস্তকটির পাঠ শুরুর প্রাক্কালে ১/২ টি ক্লাসে আল কুরআনের মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা দরকার। যাতে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে গ্রন্থটি জানার ও অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পুস্তকের মধ্য হতে মর্মস্পর্শী ১/২ টি ঘটনা পেশ করা যেতে পারে।

২। শিক্ষক প্রতিটি পাঠ শুরু করার পূর্বে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবেন।

৩। প্রথমত আয়াতের সরল অনুবাদ শিক্ষা দেবেন। এক্ষেত্রে শাব্দিক বিশ্লেষণ ভালভাবে আয়ত্ব করিয়ে আয়াতের অনুবাদ শিক্ষা দেবেন। বিশেষ বিশেষ আয়াত মশক ও মুখস্থ করাবেন।

৪। তাহকিক ও তারকিব শিখানোর সময় বোর্ডের সাহায্যে অনুশীলন করাবেন।

৫। আখলাক সম্পর্কিত বিষয়গুলো পাঠদানের ক্ষেত্রে সচ্চরিত্রের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহবৃদ্ধির এবং অসৎ চরিত্রের প্রতি তার ঘৃণাবোধ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন।

৬। ইমান ও ইবাদত সম্পর্কিত আয়াতগুলো পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদেরকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করবেন।

৭। ২য় অধ্যায়ের সুরাগুলো শিক্ষাদানের সময় তা তাজভিদসহ পাঠ করে অর্থসহ মুখস্থকরণের প্রতি গুরুত্ব দিবেন।

৮। প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষাসমূহ ছাড়াও পাক্ষিক ও মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করলে পাঠ মূল্যায়ন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে।

৯। পরিশেষে, আবারো সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, একজন শিক্ষাদরদী, নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকই পারেন তার শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞান অর্জনে যোগ্য করে তুলতে। আর এক্ষেত্রে শিক্ষকের নিজস্ব উদ্ভাবিত কৌশলের বিকল্প নাই।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল অষ্টম–কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

পড় তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

–আল কুরআন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত।